উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,৪৪৫.২১ (+২৫৬.২২)
নিফটি : ২৫,১০৩.২০ (+১০০.১৫)

স্বামীকে খুন করিয়েছেন সোনম
মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে সোনম রঘুবংশী তাঁর স্বামী রাজা রঘুবংশীকে প্রেমিকের সাহায্য নিয়ে খুন করিয়েছেন। গাজিপুর থেকে বাড়িতে ভিডিও কল করতেই ধরা পড়ে যান তিনি। » ৭

ভিড়ে ঠাসা ট্রেন থেকে পড়ে মৃত ৫
ট্রেনে বাদুড়ঝোলা ভিড়। দরজায় ঝুলে যেতে গিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল অন্তত পাঁচজনের। ঘটনাটি ঘটে মুম্বই থেকে থানের কসারা যাওয়ার পথে একটি লোকাল ট্রেনে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৭°	৩৭°	৩৭°	৩৭°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৭°	২৭°	২৬°

আইসিসি'র হল অফ ফেমে ধোনি
চলতি বছরে আইসিসি'র হল অফ ফেমে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ঠাঁই পেলেন। এছাড়াও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন ম্যাথু হেডেন, হাসিম আমলা। » ১২

শিলিগুড়ি ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 10 June 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 23

আবার ইউরোপ সেরা হওয়ার উল্লাস। উয়েফা নেশনস লিগের ফাইনালে পর্তুগাল জার্সিতে স্পেনকে হারানোর পর রোনাল্ডো। মিউনিখে। -এএফপি

দেবীডাঙ্গায় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার এখন জলভাত

জমির যুদ্ধে বনধ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : আপাতদৃষ্টিতে শান্ত মনে হলেও শহর শিলিগুড়ির অন্দর হয়ে উঠেছে মাদক কারবারিদের স্বর্গরাজ্য। এর পাশাপাশি শহরতলি এলাকায় চলছে জমির অবৈধ কারবার। জমির কারবারিরা মাদকের কারবারে জড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়েছে।

রবিবার রাতে গুলি চালানোর ঘটনার পিছনে জমির কারবার এবং তোলাবাজি নিয়ে ঝামেলার বিষয়ই সামনে আসছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীরা একইসঙ্গে এলাকা দাপিয়ে বেড়ায়। দেবীডাঙ্গা হাট থেকেও তারা বছরের পর বছর মাসোহারা নিয়ে থাকে। সেই টাকার ভাগ নিয়ে প্রায়দিনই তাদের মধ্যে ঝামেলা লেগে থাকে। শুক্রবারের ঝামেলার পিছনেও তোলাবাজির টাকাই মূল কারণ বলে তদন্তে উঠে আসছে। সেখানে দীপককে মারধর করা হয়। এরপর দীপকের বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের করে সোনাই বারুইয়ের দাদা ভোলা বারুই। যার প্রতিশোধ নিতেই রবিবার রাতে এলাকায় দাপট দেখাতে গুলি চালায় দীপক।

দুষ্কৃতীদের গোষ্ঠীবিরোধে তিতিবিরক্ত এলাকার মানুষ। দুষ্কৃতীদের দাপট চরমে ওঠায় সোমবার দেবীডাঙ্গা বাজার এলাকায় ব্যবসায়ীরা বনধ ডাকেন। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী অলোক দাস বলেন, 'জমি কারবারিদের দাপটে এলাকায় সত্যি কথা বলতে থাকা যাচ্ছে না। প্রায়দিনই এলাকায় ঝামেলা লেগে থাকছে। এরাই আবার মাদক কারবারও চালাচ্ছে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরেরও বক্তব্য, 'জমির কারবার নিয়েই আসল ঝামেলা।' চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহার কথায়, 'আসলে এলাকা দখল নেওয়ার চেষ্টাতেই ঝামেলা হচ্ছে।'

ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া দীপক কামতি এলাকায় জমির কারবারের পাশাপাশি মাদক সরবরাহের অভিযোগেও একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছে। রবিবার গুলি চালানোর সময় পুরোপুরি সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। তাকে গ্রেপ্তার করে আনার পর সামলাতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশকে। পুলিশের এক কর্মীর কথায়, দীপককে আনার পরেই তার হেঁচকি উঠতে শুরু করে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে থাকে। সোমবার সকালেও শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তার কথাবার্তা জড়িয়ে যাচ্ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিজের দাপট দেখাতে প্রায়ই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকায় হুমকি দিত দীপক। এমনকি প্রধাননগর থানার দুষ্কৃতীদের তালিকায় তার ছবিও রয়েছে। অন্যদিকে, দীপকের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীও জমির কারবার ও তোলাবাজিতে অভিযুক্ত। দু'দলের মধ্যে এলাকা দখলের লড়াইতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এলাকা।

শহর শিলিগুড়িতে গত চার মাসে পুলিশের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র সহ একাধিক নেশাগ্রস্ত ধরা পড়েছে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মূলত মাদকের কারবারে পেডলার হিসাবেই ওই নেশাগ্রস্তদের ব্যবহার করা হয়ে থাকছে। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আসায় তারা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

শহরের বিশিষ্ট নাট্যকার পার্থ চৌধুরী বলেন, 'আসলে ওপর থেকে শহর শিলিগুড়ি স্বচ্ছ হলেও ভেতরটা অন্ধকার। সবধরনের খারাপ কাজ হচ্ছে। শহরতলি এলাকায় জমির কারবারির একটা বড় চক্র চলছেই।' প্রসঙ্গত, মাস পাঁচেক আগেই মাটিগাড়া এলাকায় পেশায় উকিল অরুণাচলপ্রদেশের বাসিন্দা বিজু বিশ্বাসের জমি দখল হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

দেবীডাঙ্গা বাজারে দুষ্কৃতী দাপটের প্রতিবাদে বনধে পুলিশি টহল।

দমবন্ধ পরিস্থিতি
- দেবীডাঙ্গা হাটে রবিবার রাতে গুলি চালানোর পেছনে জমির কারবার উঠে এসেছে
- জমি মাফিয়ারা দাপট দেখাতে এখানে প্রায়শই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে
- গত ৪ মাসে এই এলাকা থেকে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে
- সামগ্রিক পরিস্থিতির সূত্রেই সোমবার এলাকায় বনধ পালিত হয়

কথায় কথায়

লোকে ভুলে গিয়েছে, আজ খুব কষ্টে সিপিএম

আশিস ঘোষ

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না। এ গভীর মনোবেদনার কথা। সবাই ভুলে মেরে দিয়েছে। সেই ভূমি সংস্কার, সেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, সেই আদিবাসী কল্যাণ, অপারেশন বর্গা, সব লোকে ভুলে গিয়েছে। সিপিএমের কথা বলছি। সিপিএমের নতুন সাধারণ সম্পাদক জানাচ্ছেন, মানুষ আমাদের ভুলেছে। কারণ আমরাই তাদের ভুলতে দিয়েছি। তিন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার কী কী করেছিল, তা ভালো করে এতদিন বলা হয়নি। তাই লোকেরও আর মনে নেই। এজন্যই পার্টি দূরে সরে গিয়েছে। যে দরিদ্র শ্রমিক কৃষকদের জন্য এই পার্টি, তারাই আর সিপিএমের কথা বলে না, আক্ষেপ ঝরে পড়েছে তাঁর কথায়।

কথাটা উঠেছে সিপিএমের প্রসার নিয়ে। প্রসার দূরস্থান, দিনে দিনে ক্ষইতে ক্ষইতে এখন প্রায় একটা বিন্দু, কষ্ট করে খুঁজতে হয়। তিন রাজ্যের দখল এখন দক্ষিণের কেরলে গিয়ে ঠেকেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা নাগালের বাইরে। সব গুরুত্ব হারিয়েছে তারা। এই অবস্থায় কী করণীয় তা ঠিক করতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসেছিল। সেখানে আরও পাঁচ রকম কথার মধ্যে উঠে এসেছে পার্টির সারা দেশে প্রসারের কথা। সাধারণ সম্পাদকের উপলব্ধি, পার্টি বাড়ানোর কোনও জাদুদণ্ড নেই। আমাদের জনগণের সঙ্গে থাকতে হবে। তাদের মনে করিয়ে দিতে হবে, একদা সিপিএম তাদের জন্য কত কী করেছে। আমরাই তাদের আসল কাছের লোক।

সিপিএমের কোনও সময়েই কর্মসূচির কোনও অভাব হয়নি। তা সে করার মতো লোকলস্কর না-ই থাকুক। এবারেও নানারকম কর্মসূচি হবে বলে জানিয়েছে তারা।

এরপর দশের পাতায়

আইন ভেঙে শিক্ষক হলেন বাংলাদেশি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : ছাত্র ভিসা নিয়ে ভারতে এসে আইন ভেঙে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগে 'গেস্ট ফ্যাকাল্টি' হিসাবে চাকরি করছেন এক বাংলাদেশি তরুণ। সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে সর্বত্র। অভিযুক্তের নাম শান ভৌমিক। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নথি অনুসারে, দুই বছরের ছাত্র ভিসা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা শেষ করেন তিনি। সম্প্রতি সেই ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে। ছাত্র ভিসায় পড়তে আসা একজন বিদেশি নাগরিককে কীভাবে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে নিয়োগ করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম অনুসারে স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষকতার জন্য নেট বা সেট পাশ করা বাধ্যতামূলক। থাকতে হবে পিএইচডি ডিগ্রিও। সেই সব যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ একজন ছাত্রকে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে নিযুক্ত করায় শোরগোল পড়েছে ক্যাম্পাসে। গোটা ঘটনায় মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান বরুণ রায়ের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। অভিযোগ, গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে নিয়োগের জন্য কোনও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি বা ইন্টারভিউ নেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি পড়ুয়াদের বিষয়টি দেখভাল করার দায়িত্বে রয়েছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিত। তাঁর বক্তব্য, 'মাস কমিউনিকেশনের পাঠ শেষ করে ছাত্র ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে শান ভৌমিক সম্ভবত উইমেন স্টাডিজ বিভাগে ফের ভর্তি হয়েছেন। তবে তাঁকে কীভাবে গেস্ট ফ্যাকাল্টি করা হল সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে যাবতীয় নথি যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আইন ভেঙে শিক্ষকতা করা নিয়ে এক এক সময় এক এক কথা বলেন শান। প্রথমে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে পড়ানোর কথা তিনি স্বীকার করে নেন। পরে বলেন, 'চাকরি করি না। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে এক বছর আগে স্বেচ্ছায় কিছু ক্লাস নিয়েছিলাম।' ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই ফোন কেটে দেন তিনি। শান অস্বীকার করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিভাগের নথি বলছে, গত এপ্রিল মাসেও গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে ২৫টি ক্লাস নিয়েছেন শান। সেই হিসাবে তালিকা তৈরি করে তাঁর নামে ১২,৫০০ টাকার সাম্মানিক বিল অর্থ বিভাগে পাঠিয়েছেন বরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আধিকারিককে লেখা চিঠিতে

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ অন্তর্তদন্ত ১

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

যেখানে প্রশ্ন
- ছাত্র ভিসা নিয়ে ভারতে আসেন শান
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেন
- বর্তমানে 'গেস্ট ফ্যাকাল্টি' হিসাবে মাস কমিউনিকেশন বিভাগেই পড়াচ্ছেন তিনি
- ছাত্র ভিসায় আসা বিদেশি নাগরিককে কীভাবে চাকরিতে নিয়োগ তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন

পদ পাওয়ায় শংকরকে কোণঠাসা করতে ঘোঁট

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েই রাজ্য স্তরের পদ পেলেন শংকর মালাকার। সোমবার তৃণমূলের রাজ্য কমিটিতে শংকরকে সহ সভাপতির পদ দেওয়া হয়েছে। ফলে শংকর দলের দার্জিলিং জেলা সভাপতির (সমতল) পদ পেতে পারেন বলে যে জল্পনা চলছিল সেটার অবসান হল। অন্যদিকে, শংকর দলে এসেই গুরুত্ব পেয়ে যাওয়ায় শিলিগুড়িতে তৃণমূলের প্রথম সারির এক নেতার গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। তিনি নিজে এবং এক শিক্ষক নেতাকে দিয়ে বিভিন্নভাবে শংকরকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দলের নেতা-নেত্রী, পুরনিগমের কাউন্সিলার সহ জনপ্রতিনিধিদের বার্তা দিচ্ছেন। দলবদলের পর থেকে তিনি নিজেও এখনও শংকরের মুখোমুখি হননি। এনিয়ে দলের অন্দরেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

গত শনিবার শিলিগুড়িতে তৃণমূল কার্যালয়ে শংকরের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অনেক নেতা-নেত্রীর গরহাজিরার পিছনে শহরের এক নেতার লবির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। শংকরকে কোণঠাসা করতে কলকাঠি নাড়তে শুরু করেছেন ওই নেতা। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার বিদায়ি সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'সংবর্ধনা সভায় সবাইকে ডাকা হয়েছিল। অনেকেই এসেছিলেন, কেউ কেউ অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেননি। এনিয়ে দলের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।'

গত বুধবার কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বর্ষীয়ান নেতা শংকর মালাকার। রাজনীতির ময়দানে যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে এতদিন কাজ করেছেন তিনি। শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতেও রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে। এহেন শংকর এবার তৃণমূলে চলে আসায় শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলে থাকা এক নেতা ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় ভুগছেন।

এরপর দশের পাতায়

খারাপ আবহাওয়ার কারণে ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়) মহাকাশযাত্রা পিছিয়ে গেল। নতুন সূচি অনুযায়ী তিনি বুধবার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেসএক্স ড্রাগন রকেটে আরও তিন দেশের মহাকাশচারীর সঙ্গে মহাকাশে পাড়ি দেবেন। (খবর সাতের পাতায়)

আশ্রমে যৌন নিগ্রহ, পালাল ৫ কিশোরী

প্রণব সূত্রধর ও মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

আলিপুরদুয়ার ও বীরপাড়া, ৯ জুন : রবিবার মধ্যরাতে বীরপাড়ার দিনবাজার এলাকায় পাঁচজন নাবালিকাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন টহলরত পুলিশকর্মীরা। তাদের উদ্ধার করে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাদের বয়স ৯ বছর থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে ওই নাবালিকারা জানিয়েছে, তারা সকলেই আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার একটি আশ্রমের আবাসিক। গভীর রাতে এভাবে তারা আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন? উত্তরে উঠে আসছে আশ্রমে যৌন হেনস্তার অভিযোগের কথা। যদিও সেই আশ্রম কর্তৃপক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

যা ঘটেছে
- বড়হাওদা এলাকার আশ্রমে আবাসিকরা পড়াশোনা করে
- সেখান থেকে রবিবার রাতে পালিয়ে যায় ৫ জন
- তারাই আশ্রম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনেছে
- খাবার নিয়ে অভিযোগের পাশাপাশি উঠেছে যৌন নিগ্রহের কথাও
- অভিযোগ মানতে নারাজ আশ্রম কর্তৃপক্ষ

বীরপাড়া থানা সূত্রের খবর, ওই নাবালিকাদের দিনবাজার এবং ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল। খবর পেয়ে দ্রুত মেয়েগুলিকে উদ্ধার করে পুলিশ। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষে সোমবার সকালে ওই নাবালিকাদের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি তদন্ত করবে।'

সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'নাবালিকা উদ্ধারের বিষয়টি সামনে আসার পর জেলা প্রশাসন ও পুলিশের তরফে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। সেই নাবালিকাদের আপাতত হোমে রাখা হয়েছে।'

এরপর দশের পাতায়

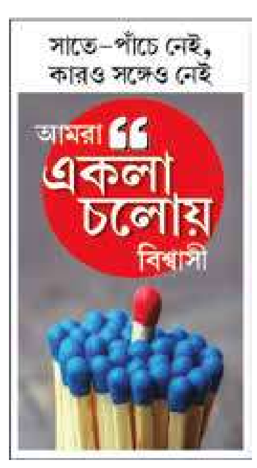

ভাতায় কাঁটা, নিয়োগে স্বস্তি

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ জুন : এসএসসি'র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আপাতত স্বস্তি রাজ্যের। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা মামলায় হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। কিন্তু খানিকটা হলেও কাঁটা হয়ে রইল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিচ্যুত গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি ক্যাটিগোরির শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে। চূড়ান্ত নির্দেশ কিছু না দিলেও রাজ্য সরকারের ওই ভাতা দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে হাইকোর্ট।

আদালতের নির্দেশে যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের জনগণের টাকায় ভাতা দেওয়া যায় কি না, প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। কিন্তু এসএসসি'র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এখনই হস্তক্ষেপ করতে রাজি হলেন না বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শিক্ষক নিয়োগের ওই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এসএসসি। কিন্তু সেই বিজ্ঞপ্তিতে বেশ কিছু ত্রুটির উল্লেখ করে মামলা দায়ের হয়।

এই মামলায় হস্তক্ষেপ না করলেও হাইকোর্টের মনোভাবে অনিশ্চিত হয়ে গেল ২০১৬ সালে নিযুক্ত শিক্ষাকর্মীদের ভাতার ভবিষ্যৎ। যাঁদের চাকরি সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেওয়ার পর রাজ্য সরকার ভাতা দেবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। বাড়িতে বসেই গ্রুপ-সি কর্মীরা ২৫ ও গ্রুপ-ডি কর্মীরা মাসে ২০ হাজার করে ভাতা পাবেন ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী। সেই বিজ্ঞপ্তিই সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার প্রশ্নের মুখে পড়ল।

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করেছিলেন ২০১৬-র প্যানেলে ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীরা। সেই মামলাতেই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কীসের ভিত্তিতে টাকার অঙ্ক নির্ধারণ করেছে রাজ্য? ভাতা দিতে এত তাড়াহুড়ো কেন? এই ভাতার উপভোক্তারা বিনিময়ে রাজ্যকে কী দেবেন? এঁরা কি বাড়িতে বসে টাকা পাবেন?' যদিও শেষপর্যন্ত রায়দান স্থগিত রেখেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্তে প্রায় ৪৪ হাজার শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে

এরপর দশের পাতায়

আদালতের প্রশ্ন
- চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য
- হাইকোর্টের প্রশ্ন, আদালতের নির্দেশে যাঁদের চাকরি গিয়েছে জনগণের টাকায় তাঁদের ভাতা দেওয়া যায় কি

প্ল্যান ছাড়াই জঙ্গল ঘেঁষে উঠছে বহুতল

সবুজের শিয়রে শঙ্কা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : শুধু অবৈধ রিসর্টই নয়, গুলমার জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় অবৈধভাবে তৈরি হচ্ছে একের পর এক বহুতল। প্ল্যান ছাড়াই ওই আবাসিক ও বাণিজ্যিক বহুতলগুলি মাথা তুলছে বলে অভিযোগ। কিন্তু সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কোর এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে কোনও নির্মাণকাজ নিষিদ্ধ হলেও, কী করে বহুতল গজিয়ে উঠছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অবৈধ নির্মাণের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বিল্ডিং প্ল্যান পাশ বন্ধ রয়েছে তাও নির্মাণ হচ্ছে। সবই অবৈধ নির্মাণ। এর আগে আমরা কয়েকজনকে গিয়ে বলেছি। আমাদের নজরদারির সেরকম পরিকাঠামো নেই। বেশি বলতে গেলে আমাদেরই বিপদ।' সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করা হলেও হাত গুটিয়েই বসে রয়েছে বন দপ্তরও। দার্জিলিংয়ের ডিএফও বিশ্বনাথ প্রতাপের বক্তব্য, 'নতুন করে কোনও নির্মাণ হলে আমরা নোটিশ করব।' অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'প্ল্যান পাশ বন্ধ রয়েছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে আমরা আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করব।'

গুলমা নদীর ধারেই বসানো রয়েছে পাথর ভাঙার ক্র্যাশার। ওই ক্র্যাশার যে এলাকায় রয়েছে সেখান থেকে সোজা এগিয়ে গুলমা মোড়ের দিকে যেতে রাস্তার দু'দিকে দোতলা, তিনতলা বিল্ডিং হচ্ছে। অন্যদিকে, গুলমা স্টেশনের দিকে যেতে একাধিক নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। গত কয়েক মাস ধরে ওই এলাকায় নতুন বাড়ি তৈরির প্রবণতা বেশি। পাহাড়ের লোকেরাও ওই এলাকায় এসে বাড়ি তৈরি করছেন। কেউ কেউ বাড়ির নীচেই ক্যাফে, কেউ আবার ডুপ্লেক্স তৈরি করছেন। প্রায় প্রত্যেকের বাড়ির ছাদেই রয়েছে ট্রাস। দেবীডাঙ্গা থেকে গুলমার দিকে যেতে রাস্তার দু'ধারে দেখা যাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে বহুতলগুলি। অভিযোগ, প্ল্যান পাশ না করিয়েই একের পর এক বিল্ডিং উঠলেও মহকুমা পরিষদ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কোনও নজর দিচ্ছে না। আর যদি বিল্ডিং প্ল্যান মেনে বহুতল তৈরি করা হয় তবে জঙ্গলের বাফার জোনের মধ্যে কী করে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হল এবং কে অনুমতি দিলেন, সেই প্রশ্নও রয়েছে।

সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে এসে এই এলাকায় বাড়ি বানাচ্ছেন সুরজ ছেত্রী। এরপর দশের পাতায়

গুলমায় অনুমোদন ছাড়াই এভাবেই এখন বহুতল নির্মাণ শুরু হয়েছে। ছবি : সূত্রধর

দু'বার ফেলের পরেও বিক্ষোভ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৯ জুন : প্রথমবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারেননি। তারপর আরও দু'বার পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনওবারই সফল হননি। এবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ না করলে ষষ্ঠ সিমেস্টারে বসতে পারবেন না ওই পড়ুয়ারা। তাঁদের অবিলম্বে উত্তীর্ণ করাতে হবে, এই দাবিতে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখালেন স্নাতকস্তরের পড়ুয়াদের একাংশ। সোমবার বিভিন্ন কলেজের জনা তিরিশেক পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল করে প্রথমে কন্ট্রোলারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। পরে রেজিস্ট্রারের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অভিজিৎ দেব বলেন, 'ওরা আমাকে স্মারকলিপিও দিয়েছে। সেটি আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।' বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলি বললেন, 'ওই পড়ুয়ারা তিনবার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু সেই সুযোগের সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি মেনেই সমস্ত কিছু হবে।'

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জেলায় মোট ১৪টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার ব্রাঞ্চ সূত্রে

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

জানা গিয়েছে, কলেজগুলির পঞ্চম সিমেস্টারের কয়েকজন পড়ুয়া প্রথম সিমেস্টারে কোনও না কোনও বিষয়ে ফেল করেছিলেন।

তিনবার পরীক্ষার সুযোগ পেয়েও তাঁদের একটা অংশ পাশ করতে পারেনি। ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী সঞ্চিতা দাস, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুজন বর্মা প্রমুখ এনিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা যাত্রীবাহী ট্রেনে এসএলআর-এর পার্সেল স্পেস এবং যাত্রীবাহী ট্রেনে আরটিভিপি-র লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

রেলওয়ে প্রশাসন নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন : **কাজের নাম :** আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে তিনটি ফেজে যাত্রা শুরু করা ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৫টি এসএলআর-এর এবং ০১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০১টি আরটিভিপি-র লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আলোচ্য ই-অকশনের জন্য বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের জন্য, মার্চেন্টদের **www.ireps.gov.in**-এ এককালীন রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মার্চেন্টদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার নিতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ : যথাক্রমে **ক্রঃ নং ও অকশন ক্যাটালগ নং; ট্রেন; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** (১) পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫- ৬সি; ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৪টি এসএলআর; ১৩.০৬.২০২৫, দুপুর ১টা। (২) পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৬ডি; ট্রেন নং ১৫৯৫৯ হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেসের এফএসএলআর-I; ১৮.০৬.২০২৫, দুপুর ১টা। (৩) পিসিএল-এইচডব্লুএইচ- এল২৫-৬ই; ট্রেন নং ১৩০০৫/১৩০০৬ হাওড়া-অমৃতসর-হাওড়া মেলে ০১টি আরটিভিপি; ১৯.০৬.২০২৫, দুপুর ১টা।

(HWH-132/2025-26) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**
পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

কুসুম বিকেল ৫.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ গরিবের সম্মান, দুপুর ১.০০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৪.০০ দেবতা, সন্ধে ৭.০০ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ১০.০০ কে তুমি নন্দিনী, ১.০০ ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, দুপুর ২.৩০ অন্যায় অত্যাচার, বিকেল ৫.০০ কমলার বনবাস, রাত ১০.৩০ দান প্রতিদান, ১.৩০ মাছ, মিস্টি অ্যান্ড মোর

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.০৫ টেক্কা, সন্ধে ৬.৫০ বস্তির মেয়ে রাধা, রাত ১০.২৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আশা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফিরিয়ে দাও

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দায়বদ্ধ

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৪ সার্কাস কার-টু, দুপুর ১.৪৮ স্কন্ধ, বিকেল ৫.১০ ভীমা, রাত ৮.০০ অ্যান্টনি, ১১.০০ ভালিমাই

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৮ বাগি, দুপুর ১.২১ মিস্টার ইন্ডিয়া, বিকেল ৪.৫০ চন্দু চ্যাম্পিয়ন, সন্ধে ৭.৩০ ড্রিম গার্ল, রাত ৯.৪০ রাধে

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৫ থপ্পড়, ২.২৮ শমাজি নমকিন, বিকেল ৪.৩১ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ ভিড়ে, ১০.৪৫ মুক্কাবাজ

কে তুমি নন্দিনী রাত ১০.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

টেক্কা বিকেল ৪.০৫ **জলসা মুভিজ**

গ্রেট পার্কস অফ আফ্রিকা রাত ৯.১৯ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

ড্রেজিংয়েও থাকবে নাব্যতা-জট

শুভ সরকার ও অভিজিৎ ঘোষ

সরকারি নির্দেশে লিস নদীতে চলছে ড্রেজিং।

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ৯ জুন : উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি রুখতে একদিকে বাঁধ, আরেকদিকে ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা নিচ্ছে প্রশাসন। তিস্তা সহ তোর্ষা, লিস, ঘিসের মতো ডুয়ার্সের একাধিক নদীর নাব্যতা বাড়াতে এখন ড্রেজিংই ভরসা সেচ দপ্তরের। এদিকে সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এসে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা আন্তর্জাতিক নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র স্পষ্ট জানিয়ে গেলেন, নদীর নাব্যতা বাড়াতে ড্রেজিং কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। তাহলে কী করতে হবে? কল্যাণের স্পষ্ট উত্তর, 'নদীকে তার নিজের মতো করে চলতে দিতে হবে। তাহলে বর্ষায় জলের যে বিপুল স্রোত থাকে, তার স্বাভাবিক গতিতেই পলি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাওয়ার কথা। প্রকৃতি যা করতে পারে, মানুষ তা কখনোই করতে পারে না।'

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকও মেনে নিয়েছেন যে ড্রেজিং কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। তিনি বলেন, 'তবে এটা ছাড়া আর তো কোনও উপায়ও নেই। তাই এটাই করতে হবে। এটা অনেকটা পেনকিলারের মতো। সমস্যার সাময়িক সমাধান হবে ঠিকই কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকবেই।'

> নদীকে তার নিজের মতো করে চলতে দিতে হবে। তাহলে বর্ষায় জলের যে বিপুল স্রোত থাকে, তার স্বাভাবিক গতিতেই পলি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাওয়ার কথা।
>
> **কল্যাণ রুদ্র**
> *আন্তর্জাতিক নদী বিশেষজ্ঞ*

অন্যান্য বছরের মতো এবছর বর্ষায় যাতে বন্যা পরিস্থিতির দুর্দশা না হয় উত্তরবঙ্গবাসীর, তাই আগেভাগেই ব্যস্ত প্রশাসন ও সরকারের। ইতিমধ্যেই সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া উত্তরবঙ্গ সফর সেরে গিয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলায় পরিদর্শন করে গিয়েছেন কৃষি দপ্তরের মুখ্যসচিব ওঙ্কার সিং মিনা। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকও জেলায় জেলায় বাঁধগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখেছেন। সেইসঙ্গে নদীর নাব্যতা বাড়াতে প্রশাসন ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা নিচ্ছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আবার নানা সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। যেমন এবছরের গোড়ায় আলিপুরদুয়ারের সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলে গিয়েছিলেন বক্সায় জয়ন্তী নদী থেকে ড্রেজিংয়ের কথা। বর্তমানে জয়ন্তীর নদীখাত তো তার পাড়ের থেকেও উঁচুতে। একটু ভারী বৃষ্টি হলেই নদীতীরবর্তী এলাকার বানভাসি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সেই জয়ন্তী নদী তো রয়েছে জঙ্গলের কোর এলাকায়। গ্রিন বেঞ্চ আদৌ কি সেখানে ড্রেজিং করতে দেবে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। তবে নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণের কথা অনুযায়ী, ড্রেজিং নিয়ে চিন্তাভাবনা করার থেকেও অনেক বেশি জরুরি বাঁধ নির্মাণ নিয়ে ভাবা। বেশি জরুরি নদীর জলের পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার নিয়ে ভাবা।

ড্রেজিং নিয়ে কল্যাণের মন্তব্যের উত্তরে রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া কিছু বলতে চাননি। তবে তিনি বলেন, 'ড্রেজিং তো অনেক দিন থেকেই হচ্ছে। তবে ২০১৬ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ড্রেজিংয়ের টাকা দিচ্ছে না। ফলে রাজ্য সরকারের কাজে সমস্যা হচ্ছে। তাই টেন্ডার করে বিভিন্ন নদীর ড্রেজিংয়ের দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থাকে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।'

কৃষি থেকে শুরু করে শিল্প, শক্তি উৎপাদন, দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নদীর জলের ওপর নির্ভরতা অনেকটাই বেশি। নদীর জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমানে ৮০ শতাংশ সেচের কাজে লেগে যায়। এছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহারের কাজে প্রায় ১০ শতাংশ। শিল্পের জন্য আরও ২ থেকে ৫ শতাংশ। বাকি সামান্য অংশ পড়ে থাকে নদীর জন্য। সেই সামান্য জলের উপর নির্ভর করতে হয় গোটা বাস্তুতন্ত্রকে। নদীর ইকোলজিক্যাল ফ্লো'র কথা বলেছেন কল্যাণ। অর্থাৎ, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নদীতে কতখানি জলপ্রবাহ জরুরি, আগে সেটা হিসেব কষে দেখা প্রয়োজন। তারপর বাকি জল প্রয়োজন মতো সেচ, শিল্প, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলে নদীর নাব্যতা বজায় থাকবে। আর ড্রেজিংয়ের প্রয়োজনীয়তাও কমবে।

তিস্তার মতো নদীর ওপর তৈরি হওয়া একাধিক বাঁধ তার নাব্যতা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। তেমনই কোনও নদীর নাব্যতা হ্রাসের আরেকটা কারণ হল নদীর গতিপথে থাকা পাহাড়ের ঢালের কৃত্রিম পরিবর্তন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নাব্যতা রক্ষায় নদীর অববাহিকাজুড়ে পরিকল্পনা করতে হবে। যেসব এলাকা ভঙ্গুর, সেখানে যদি রাস্তা বানানোর মতো কাজ হয়, তাহলে ধস নামবেই। আর তাতে নদীর নাব্যতাও কমবে। সেজন্য কেবল রাজ্য নয়, গোটা দেশেই পরিকল্পিত নদী-নীতির প্রয়োজনের কথা বলছিলেন কল্যাণ।

ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ছেড়ে পূজিত ষাঁড়

সন্তোষপাড়ায় ষাঁড়পুজো। সোমবার।

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৯ জুন : রাস্তা অথবা হাটবাজারে ষাঁড় দেখলে গুঁতোর ভয়ে দূরের নিরাপদ জায়গা খুঁজে নেন প্রায় সকলেই। কিন্তু ঔদ্ধত্যপূর্ণ স্বভাব ছেড়ে দেবতার স্বভাব ধরে চুপচাপ ফুল, বেল পাতা ও প্রণাম গ্রহণ করতে কী কখনও ষাঁড়কে দেখেছেন কেউ? সোমবার দেখল রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপাড়া। রীতিমতো ঢাকঢোল বাজিয়ে পুরোহিত দিয়ে এখানে পুজো করা হল ষাঁড়ের। হারিয়ে যাওয়া ষাঁড়কে ফিরে পাওয়াতেই এই আয়োজন।

পুরাণ মতে ষাঁড় ভগবান শিবের বাহন। শক্তি, পুরুষত্ব ও সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে ষাঁড়কে পুজো করা হয়। প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়া সভ্যতাতেও পবিত্র প্রাণী হিসেবে ষাঁড়কে পুজো করা হত। ঐতিহাসিকদের মতে ষাঁড়ের শারীরিক শক্তি এবং প্রাকৃতিক জগতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার জন্যই বিভিন্ন ধর্মে ষাঁড়কে পুজো করার রীতি রয়েছে। রাজগঞ্জের সন্তোষপাড়ার ষাঁড়কে পুজো করার কারণ অবশ্য 'ফিরে পাওয়া'। ক'দিন আগে নাকি হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল ষাঁড়টি। যে কারণে মনমরা হয়ে পড়েছিল গোটা গ্রাম। গ্রামবাসীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ষাঁড় খুঁজতে সাহায্য করে পুলিশও। হারিয়ে যাওয়া ষাঁড়কে ফিরে পাওয়ার আনন্দে এদিন পূজার্চনায় শামিল হন প্রায় দুই শতাধিক মানুষ।

এই ভিড়েই ছিলেন সন্তোষপাড়ার বাসিন্দা শ্যামলী রায়। তিনি বললেন, 'পুত্রসন্তান চেয়ে শিব ঠাকুরের কাছে ষাঁড় দেওয়ার মানত করি। বছর তিনেক আগে আমার পুত্রসন্তান হওয়ায় আমরা ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে ষাঁড়টিকে ছেড়ে দেই। গ্রামেই থাকত ষাঁড়টি। কিন্তু হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল।' গ্রামেরই বাসিন্দা মধুসূদন রায়, কৃত্তিবাস রায়, তপন রায় বলছিলেন, নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও এই ষাঁড়কে রক্ষা করা হবে।

মধুসূদনের বিশ্বাস, 'গ্রামে ষাঁড় থাকা সৌভাগ্যের প্রতীক। আমরা মনে করি ষাঁড়টি আমাদের সৌভাগ্য বহন করছে।'

আহত দুই

মানিকগঞ্জ, ৯ জুন : বিএসএফের গাড়ির ধাক্কায় আহত দুই বাইক আরোহী। অবশ্য ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে বিএসএফের গাড়িটি আটক করে ক্ষিপ্ত জনতা। এরপর আহতদের উদ্ধার করে ওই গাড়িতেই চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়িতে পাঠানো হয়। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেরুবাড়ি মোড় এলাকায়। আহতদের নাম ভাগ্যধর রায় এবং সান্ত্বনা রায়। তাঁরা গরালবাড়ির পূর্ব বড়ুয়াপাড়ার বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাইকে করে ওই দম্পতি হলদিবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। পেছনে ছিল বিএসএফের তিন-চারটি গাড়িও। বেরুবাড়ি মোড়ের আগে একটি বিএসএফের গাড়ি সজোরে বাইকটির পেছনে ধাক্কা মারলে বাইক থেকে দুজনই ছিটকে রাস্তায় পড়েন।

সিগন্যাল ও টেলিকম বিভাগের প্রোজেক্ট অর্গানাইজেশনে অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মীদের পুনর্নিয়োগ

সংশোধনী

পূর্ব রেলওয়ের সিগন্যাল ও টেলিকম ডিপার্টমেন্টের প্রোজেক্ট অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন বিভাগের ২২টি শূন্যপদ পূরণের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মী পুনর্নিয়োগ সংক্রান্ত, এই সংবাদপত্রে ২৯.০৫.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধন করা হয়েছে : ● উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির নিয়ম ও শর্তাবলীর ক্রমিক নং ৪-এ "অপসারিত/বরখাস্ত/ বাধ্যতামূলক/ স্বেচ্ছামূলক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পুনর্নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন না"-র পরিবর্তে **"অপসারিত/ বরখাস্ত/বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পুনর্নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন না"** পড়তে হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। এই সংশোধনীটি পূর্ব রেলওয়ে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **"www.er.indianrailways.gov.in"**-তেও পাওয়া যাবে।

চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিয়ালদহ ও লামডিংয়ের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

ট্রেন নং- 03105 শিয়ালদহ থেকে ১৩, ২০ এবং ২৭ জুন/২০২৫ তারিখে = ০৩টি ট্রিপ (প্রত্যেক শুক্রবার)

ট্রেন নং- 03106 লামডিং থেকে ১৪, ২১ এবং ২৮ জুন/২০২৫ তারিখে = ০৩টি ট্রিপ (প্রত্যেক শনিবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
শুক্র	—	০৯.০০	শিয়ালদহ	১৩.০০	—	রবি
	১১.১০	১১.১২	নবদ্বীপ ধাম	০৯.১০	০৯.১২	
	১৪.৪০	১৪.৫০	মালদা টাউন	০৪.৫০	০৫.০০	
	১৯.১০	১৯.২০	নিউ জলপাইগুড়ি	০০.৩০	০০.৪০	
	২২.১৫	২২.১৭	নিউ আলিপুরদুয়ার	২০.৫০	২০.৫২	শনি
	২৩.৩২	২৩.৩৪	কোকরাঝাড়	১৯.৫০	১৯.৫২	
শনি	০১.১০	০১.১২	গোয়ালপাড়া টাউন	১৭.৪৫	১৭.৪৭	
	০৩.৫০	০৪.০০	গুয়াহাটি	১৫.৩০	১৫.৪০	
	০৫.২৪	০৫.২৬	চাপারমুখ	১২.৩০	১২.৩২	
	০৮.০০	—	লামডিং জং.	—	১১.০০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ নৈহাটি, ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর রোড, নিউ ফারাক্কা জং., কুমেদপুর, বারসোই, কিষাণগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, গোসাইগাঁও হাট, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কামাখ্যা, জাগীরোড, হোজাই এবং লঙ্কা। **গঠনঃ** এসি-২ টায়ার (এক), এসি-৩ টায়ার (দুই), শয়ন শ্রেণি (বারো), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (তিন) এবং এসএলআরডি (দুই) = ২০টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

PM SHRI Kendriya Vidyalaya Dakshin Dinajpur, Balurghat

Vill - Paschim Rainagar, P.O - Amritakhanda Hat, P.S. - Balurghat, Distt - Dinajpur, WB, Pin - 733103 (https/balurghat.kvs.ac.in)

Interview for the Contractual Teachers (2025-26)

A walk-in-interview will be conducted at Kendriya Vidyalaya Dakshin Dinajpur (Balurghat) to prepare a Panel of contractual teachers for the session 2025-26 on **16.06.2025.**

Registration is upto **10 AM only** on 16.06.2025

Interview will be held for the following posts.

PGT :- History and Geography.

Qualified and interested candidates may download the registration form from the Vidyalaya website (https/balurghat.kvs.ac.in) fill up the same and bring it with a set of photocopies of testimonials along with original documents on the day of interview by 10 AM.

Note :-

1. No TA/DA will be paid for attending the interview
2. Candidates must have the essential qualification as per the KVS norms.

Principal
PM SHRI KV Dakshin Dinajpur, Balurghat

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

শিব ফার্মাসিতে অভিজ্ঞ কর্মী প্রয়োজন। শিবমন্দির, কদমতলা। মোবাইল : 8293410788.

●

ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড / সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 8653609553, 97755 39686. (C/116810)

●

শিলিগুড়ি শালুগাড়া ও উত্তর দিনাজপুরের (থাকা ফ্রি) জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন :- 9,000/- - 12,000/-. (M) : 98324-89908. (C/116809)

●

SIP Abacus Hakimpara looking for Centre Manager. Female Graduate, good communication skill (English, Bengali & Hindi) with computer knowledge (Ms Office & Internet) is essential. 1 to 2 years experience in office management should send their bio-data @ 9830310794. Shortlisted candidates will call for the interview. Sunday is a working day (9A.M. to 7P.M.), others day 11A.M. to 8P.M.. Thursday is a holiday. Salary Rs.12,000/- to 15,000/- PM. Freshers shouldn't send their bio-data. No call will be entertained.

Immediate Hiring

CINI, an NGO is hiring a Project Coordinator having min. 3 yr. exp. in NGO preferably in education field, good in English written & verbal communication. Apply within 15/06/25 at cininb@cinindia.org (C/116811)

অ্যাফিডেভিট

আমি নীরেন্দ্র নাথ বর্মন, সাকিন - ওয়ার্ড নং - ১১, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার 4/6/2025 তারিখে মাথাভাঙ্গা EM কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই আমার পিতা ধর্মনাথ বর্মন (পিতা মৃত মন্দির বর্মন) 6/5/2004 তারিখে নিজগৃহে মারা যান। (C/116809)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। (M) 79086-31473. (C/116809)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঁগৌতম গাঙ্গুলী :- আজ দশম মৃত্যুবার্ষিকী, সশ্রদ্ধ প্রণাম - গাঙ্গুলী পরিবার "গায়ত্রী অ্যাপার্টমেন্ট", শিলিগুড়ি। (C/116808)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৯, তারিখঃ ১৬-০৫-২০২৫এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৯, তারিখঃ ১৬-০৫-২০২৫-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে, অনুগ্রহ করে পড়ুন : টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৯-০৬-২০২৫-এর ১৫.০০ ঘন্টার পরিবর্তে ১৬-০৬-২০২৫ -এর ১৫.০০ ঘন্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ০৯-০৬-২০২৫ -এর ১৫.৩০ ঘন্টার পরিবর্তে ১৬-০৬-২০২৫ -এর ১৫.৩০ ঘন্টা। উপরোক্ত টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Cooch Behar College

Advertisement Notification

Ref. No. 205/71-25 Dated : 09/06/2025

Cooch Behar College, Department of Geography, Cooch Behar, West Bengal is inviting applications from eligible candidates in the prescribed format **for the Post of Research Assistant (1) and Field Investigator (1)** purely on a part-time basis in the ICSSR, New Delhi funded Minor Research Project. For details visit https://coochbeharcollege.ac.in

Sd/-
Principal
Cooch Behar College

NOTICE

Notified that my client Sri Biman Dutta, Son of Late Bijay Krishna Dutta, resident of 6, Sayed Mustafa Ali Road, Hakimpara, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, intend to purchase Land measuring 0.23- Acre in R.S. Plot No. 49 & 0.10-Acre in R.S. Plot No. 48 = 0.33-Acre, in R.S. Khatian No. 8/1 of **MOUZA UJANU,** J.L. No. 108, P.S. Matigara, Dist. Darjeeling, From **SRI DALJIT SINGH, SON OF HARDEV SINGH** of Dangipara, Siliguri, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling.

If any person or any Bank/s has / have any claim / objection, he/ she / they may write me within 10 days from the date of this publication, otherwise, no claim / objection shall be entertained in future.

Dated : 09/06/2025

SISIR KUMAR DAS,
Advocate, Siliguri
Mobile : 98320-68257

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। আর্থিক শুভ। **বৃষ :** কাউকে কটু কথা বলে অনুতাপ করতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রায় বাধা কাটবে। **মিথুন :** বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। **কর্কট :** আলস্যের কারণে হওয়া কাজ হাতছাড়া হতে পারে। ভ্রমণের সিদ্ধান্ত বাতিল করুন। **সিংহ :** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। ব্যবসায় আর্থিক সংকট কাটবে। **কন্যা :** বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। **তুলা :** কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। হাঁটু, গোড়ালির ব্যথায় ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** নতুন কোনও পেশার কাজ বেছে নিলে সাফল্য পাবেন। ধর্মকর্মে মন বসবে। **ধনু :** আপনার বিচারবুদ্ধির জোরে যে কোনও কাজে প্রশংসিত হবেন। আর্থিক মন্দা কাটবে। **মকর :** আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ীদের ভালো বরাত মিলতে পারে। চাকরিজীবীদের উন্নতি। **কুম্ভ :** নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। দাম্পত্যে সমস্যা কাটবে। **মীন :** প্রিয় বন্ধুর সহযোগিতায় ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১০ জুন, ২০২৫, ২৬ জেঠ, সংবৎ ১৪ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ১২ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৮। মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী দিবা ১১।৫। অনুরাধানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।৩। সিদ্ধযোগ দিবা ২।১৭। বণিজকরণ দিবা ১১।৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১১।৫২ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, সন্ধ্যা ৬। ৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ১১।৫ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৬।৩৬ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ১।১৭ গতে ২।৫৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩৮ গতে ৮।৫৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম - দিবা ১১।৫ গতে দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার সপিণ্ডন। দিবা ১১। ৫ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দিবা ১১। ৫ মধ্যে চম্পকচতুর্দ্দশীব্রত। চম্পক পুষ্পদ্বারা মহেশ্বর পূজা কর্ত্তব্য। পূর্ণিমার নিশিপালন। সায়ংসন্ধা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধা ৬।১৮ গতে রাত্রি ৭।৫৪ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৭। ৪০ মধ্যে ও ৯। ২৭ গতে ১২। ৮ মধ্যে ও ৩। ৪২ গতে ৪। ৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭। ৫ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২। ৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ২।৪৮ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯। ৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এলিভেটেড হাইওয়ের কাজ পিছিয়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : পুজোর আগে নয়, বরং '২৬-এর ভোটের মুখে চালু হতে পারে বালাসন থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত এলিভেটেড হাইওয়ের। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে প্রকল্পটির কাজ শেষ করার সময়সীমা নির্ধারিত থাকলেও, এখনও প্রচুর কাজ বাকি থাকায় আগামী বছরের এপ্রিলের আগে তা শেষ হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ের কর্তারা জানিয়েছেন, আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় নেওয়া হয়েছে। আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যেই ১২ কিলোমিটার এলিভেটেড হাইওয়ের নির্মাণকাজ শেষ হবে। এই প্রকল্পের নকশাতেও কিছুটা রদবদল হয়েছে বলে নির্মাণকারী সংস্থা জানিয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ের এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক বলছেন, 'দ্রুতগতিতে নির্মাণকাজ চলছে। তবে বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই কাজে কিছুটা বাড়তি সময় প্রয়োজন হচ্ছে।'

২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর শিলিগুড়িতে এসে মাটিগাড়ার বালাসন সেতু থেকে খাপরাইল মোড়, দার্জিলিং মোড়, চেকপোস্ট, শালুগাড়া হয়ে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার এলিভেটেড হাইওয়ে (করিডর) নির্মাণকাজের শিলান্যাস করেছিলেন সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। প্রায় ৯৯৫ কোটি টাকায় এই প্রকল্পের কাজ আড়াই বছরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক হলেও এই রাস্তাটির নির্মাণকাজের পুরো দায়িত্ব এশিয়ান হাইওয়ে (২) কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে এই প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। নির্ধারিত সময় মেনে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই মাটিগাড়ায় বালাসন নদীর ওপরে দ্বিতীয় সেতু তৈরি থেকে পঞ্চনই সেতু, চম্পাসারিতে মহানন্দা নদীর ওপরে দ্বিতীয় সেতু তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। পাশাপাশি, রাস্তা তৈরির কাজও দ্রুততার সঙ্গে চলছে। শালুগাড়ায় ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজও অনেকটাই এগিয়েছে।

নকশা বদল চম্পাসারিতে

- আগামী বছরের এপ্রিলের আগে এলিভেটেড করিডরের কাজ শেষ হচ্ছে না
- মাটিগাড়ায় ফ্লাইওভার নির্মাণে ব্যবসায়ীদের আন্দোলনে থমকে ছিল কাজ
- চম্পাসারি হয়ে চেকপোস্ট মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণে বদল ঘটেছে নকশায়
- কৃতিত্ব দাবিতে ভোটের আগে কাজ শেষের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে বিজেপি

ইতিমধ্যেই ফ্লাইওভারের কংক্রিটের পিলার তুলে তার ওপরে গার্ডার বসানোর কাজ চলছে। দিনরাত এক করে কাজ হলেও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব নয় বলে জানাচ্ছে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কেন? আধিকারিকদের বক্তব্য, মাটিগাড়ায় ফ্লাইওভার নির্মাণ নিয়ে ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের জেরে বেশ কয়েকমাস কাজ থমকে ছিল। পরবর্তীতে নকশায় কিছুটা রদবদল করে সেখানে একাধিক আন্ডারপাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। তার পরেই পুনরায় সেখানে কাজ শুরু হয়েছে। একইভাবে দার্জিলিং মোড় থেকে চেকপোস্ট মোড়ের দিকে যাওয়া এলিভেটেড ফ্লাইওভারের নকশাতেও বদল এসেছে। আগে দার্জিলিং মোড় থেকে চম্পাসারি হয়ে চেকপোস্ট মোড় পর্যন্ত পুরোটাই ব্লক ফ্লাইওভারের প্রস্তাব ছিল। পরবর্তীতে নকশা বদল করে দার্জিলিং মোড় থেকে চম্পাসারি মোড় পর্যন্ত ফ্লাইওভারের নীচে পুরোটাই ফাঁকা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সমস্ত বিভিন্ন সমস্যার জন্য কাজ শেষ করতে দেরি হচ্ছে।

'২৬-এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। এপ্রিল, মে মাসে ভোট হলে ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ অথবা মার্চের প্রথমে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে। ফলে ভোটের আগে এলিভেটেড করিডরের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে, কেন্দ্রীয় প্রকল্প হওয়ায় বিধানসভা ভোটের আগে কৃতিত্ব দাবি করতে আগেভাগে কাজ শেষ করার জন্য বিজেপি চাপ সৃষ্টি করে কি না, সেটাই দেখার।

বিজেপি বিরোধী মিছিল

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : ধর্মের নামে রাজ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে বিজেপি ও আরএসএস। এমনই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে জনমত গড়ে তুলতে আন্দোলনের রাস্তায় নামল সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটি।

সোমবার দলের তরফে বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।

মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক।

তিনি বলেন, 'ধর্মের নামে বিষাক্ত রাজনীতি করছে বিজেপি। তার প্রতিবাদ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি রক্ষার পক্ষে এই মিছিল।' মিছিলটি বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে শুরু হয়ে সেবক মোড়, বিধান মার্কেট হয়ে হাসমি চকে শেষ হয়।

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় মিছিল সিপিএমের। সোমবার।

রাস্তায় গাড়ি পার্কিংয়ে সমস্যা

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : পাড়ার রাস্তা হলেও প্রত্যেকদিনই দাঁড়িয়ে থাকে ট্রাক। ফলে পথ চলতে সাধারণ মানুষকে প্রত্যেকদিনই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

সমস্যায় পড়ছেন পুরনিগমের সাফাইকর্মীরাও। প্রতিবাদ করায় শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নৌকাঘাট এলাকায় পুরকর্মীর সঙ্গে ওই ট্রাকের মালিক দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। সম্প্রতি ওই ঘটনার পর রাস্তার ওপর যাতে কেউ যানবাহন পার্ক করে না রাখেন, তার জন্য ওয়ার্ড কমিটির তরফে মাইকিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৩১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার মৌমিতা মণ্ডল বলেন, 'ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তার ওপর যানবাহন পার্ক করে রাখা হচ্ছে। বিশেষ করে রাতের দিকে সমস্যা হচ্ছে। যানবাহন যাতে গ্যারাজে রাখা হয়, সেই আবেদনে মাইকিং করে জানানো হবে।'

যদিও শুধু শক্তিগড়ে নয়, শহরের বিভিন্ন পাড়াতেই এই সমস্যা রয়েছে। অভিযোগ, গ্যারাজ থাকা সত্ত্বেও তা দোকান হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। গাড়ি রাখা হচ্ছে রাস্তার ধারে। তবে এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

সুলভ শৌচালয় নেই চোপড়ায়

মনজুর আলম

চোপড়া, ৯ জুন : কোথাও সুলভ শৌচালয় তৈরির ছয় বছর পরেও তা চালু হয়নি। কোথাও আবার দেখভালের অভাবে বছরের পর বছর শৌচালয়ের দরজায় তালা ঝুলছে। পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের চরম উদাসীনতায় সদর চোপড়ায় দীর্ঘদিন ধরে সুলভ শৌচালয়ের সমস্যায় ভুগছেন সাধারণ মানুষ।

সদর চোপড়ায় ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন প্রায় কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াত। এই মুহূর্তে এলাকায় একটিও সুলভ শৌচালয় না থাকায় সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সব থেকে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মহিলাদের। ।

বাসস্টপ এলাকার বাসিন্দা কার্তিক প্রামাণিক বলছেন, 'এলাকায় সুলভ শৌচালয় না থাকায় কখনো-কখনো মহিলা যাত্রীদের বাড়ির শৌচালয় ব্যবহার করতে দিতে হয়।'

সদর চোপড়া এলাকায় মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থে একটি কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছিল প্রায় ছয় বছর আগে। এতদিনেও তা চালু করা সম্ভব হয়নি। চোপড়া বিদ্রোহী মোড় এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা রয়েছে। লোকজনের আনাগোনা লেগেই থাকে। এসব ভেবেই সেখানে একটি শৌচালয় তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাফাইকর্মীর সমস্যার কারণে চালুই করা যায়নি।

সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ভেবে কয়েক বছর আগে বিডিও অফিস চত্বরে একটি সুলভ শৌচালয় তৈরি করা হয়। সেটিও দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে। পাশে নতুন করে আরেকটি শৌচালয় তৈরি করা হলেও সেটি এখনও চালু হয়নি। চোপড়া পাবলিক হলের পাশে জাতীয় সড়কের ধারে পরিবহণ দপ্তরের বরাদ্দ টাকায় একটি সুলভ শৌচালয়যুক্ত যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হয়েছিল। সেটির উদ্বোধনের পর চার বছর কেটে গেলেও এখনও চালু করা যায়নি। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক বলেন, 'সাফাইকর্মীর সমস্যায় পাবলিক হলের পাশের শৌচালয়যুক্ত যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি চালু করা যায়নি। বিডিও অফিস চত্বরে শৌচালয়ের কাজ শেষ। শীঘ্রই চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

নাবালক শ্রমিকের মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ৯ জুন : বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে পানিট্যাঙ্কি মেচি নদীর অন্তরাম ছাট ঘাটে মৃত্যু হল এক নাবালক শ্রমিকের। নাবালক শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে কাজ করানোর অভিযোগে সোচ্চার হয়েছেন এলাকাবাসী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ১০টা নাগাদ মেচি নদীতে ট্র্যাক্টর নিয়ে বালিবোঝাই করতে এসেছিল একদল শ্রমিক। বালিবোঝাই করে ট্র্যাক্টর নিয়ে যাওয়ার সময় ট্র্যাক্টর থেকে পড়ে যায় কৃষ্ণা কারুয়া (১৭)। ট্র্যাক্টরের চাকাতে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় পানিট্যাঙ্কি গৌরসিংজোতের বাসিন্দা ওই নাবালক। এরপরই ঘটনাস্থলে ভিড় করেন এলাকার বাসিন্দারা।

পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ও এসএসবি জওয়ানরা। পরে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের বয়স যাচাই করে দেখা হচ্ছে। ট্র্যাক্টর মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে পৃথক ধারায় মামলা করা হবে।' দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চালক পলাতক।

রামকেলিতে আসর সাধু-সন্ন্যাসীদের। সোমবার। -সংবাদচিত্র

দুষ্কর্মের প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন বজরাপাড়ায় অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগে রবিবার রাতে কোতোয়ালি থানায় স্মারকলিপি দিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে এক মহিলা সহ কয়েকজন বহিরাগত রাতে আসে বলে তাঁদের অভিযোগ। এতে সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা বাড়িটির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখালে বহিরাগতরা এলাকা ছেড়ে পালায়। শুধু মহিলাকে আটকে বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ মহিলাকে থানায় নিয়ে যায়। অভিযোগ কেউ দায়ের না করায় পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। মহিলার দাবি, 'স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আমার পরিচিত একজন ওই বাড়িতে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়।' এলাকার বাসিন্দা জগন্নাথ বসাক বলেন, 'দিনের পর দিন অসামাজিক কাজকর্মের আড্ডা বসে। আমরা এর প্রতিকার চাই।'

মাদক খাইয়ে 'ধর্ষণ'

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ জুন : পরিচয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। মাস কয়েকের সম্পর্কের পর ভরসা করে বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন ফালাকাটা শহরের এক তরুণী। তাঁকে লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে নিয়ে গিয়ে মাদক খাইয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত তরুণের বাড়িও ফালাকাটা শহরেই। তবে সোমবার বিকেল অবধি তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

রবিবার রাতে শহরের তরুণী ফালাকাটা থানায় সেই তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সোমবার বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরেই শহরজুড়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'এক তরুণের বিরুদ্ধে ধর্ষণ করার অভিযোগ জমা পড়েছে। আমরা অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামি। অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্তমানে পলাতক।'

ফালাকাটা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণ-তরুণী দুজনের বাড়িই ফালাকাটা শহরে হলেও তাঁদের পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। সেই তরুণ বর্তমানে ভিনরাজ্যে পড়াশোনা করে। মাস দেড়েক আগে সেই দুজনের পরিচয় হয় ইনস্টাগ্রামে। আস্তে আস্তে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এই সময়ের মধ্যে সেই দুজন দু'তিনবার দেখাসাক্ষাৎও করেন। পরিচয় জমে ওঠার পর সেই তরুণ, মেয়েটিকে একসঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। সেইমতো দিন তিনেক আগে তাঁরা একসঙ্গে বের হন। লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে যান। সেখানে তাঁরা নিজের নিজের নথিপত্র নিয়েই ঘর বুক করেন। সেই তরুণীর অভিযোগ, তাঁরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেন। সেই খাবারের সঙ্গে তরুণ মাদক মিশিয়ে দেয়। তরুণী তা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেননি। খাওয়ার পরেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন তিনি। সেই সুযোগে তরুণীকে ওই তরুণ ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরেও তরুণীর জ্ঞান ফেরেনি। এদিকে, ছেলেটি তাঁকে নিয়ে ফালাকাটার উদ্দেশে রওনা দেয়। অর্ধচেতন অবস্থায় তরুণীকে তাঁর বাড়ির সামনে ফেলে চলে যায় ওই তরুণ। জ্ঞান ফিরলে নিগৃহীতা কান্নাকাটি শুরু করেন। পরিবারের লোকজনকে সব জানান। পরে পরিবারের লোকজন থানায় অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

মেয়েটির পরিবার নাকি ছেলেটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা জানত। তাঁদের মধ্যে নাকি প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিষয়টি দুই পরিবারের লোকজনও আঁচ করতে পেরেছিলেন। সেই সম্পর্কের সুবাদেই ঘুরতে যাওয়া। তরুণী হঠাৎ ধর্ষণের অভিযোগ আনায় এখন দুই পরিবারই হতবাক।

প্রশিক্ষণ শিবির

রাজগঞ্জ, ৯ জুন : প্রযুক্তির সাহায্যে কীভাবে বিভিন্ন শস্যের ফলন ও মাছের চাষ বৃদ্ধি করা যায় তা নিয়ে সোমবার রাজগঞ্জের ভোলাপাড়ায় একটি কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির হল। উপস্থিত ছিলেন রামশাই কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কোঅর্ডিনেটর বিপ্লব দাস, জলপাইগুড়ির কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিষ্ণুচন্দ্র পাল, সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইসরাইল হক প্রমুখ। স্থানীয় কৃষক মন্টু বিশ্বাস বলেন, 'আমি কৃষি দপ্তর থেকে কিছু যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে পেয়েছি। ভুট্টা এবং গম চাষের নতুন পদ্ধতি শিখলাম।'

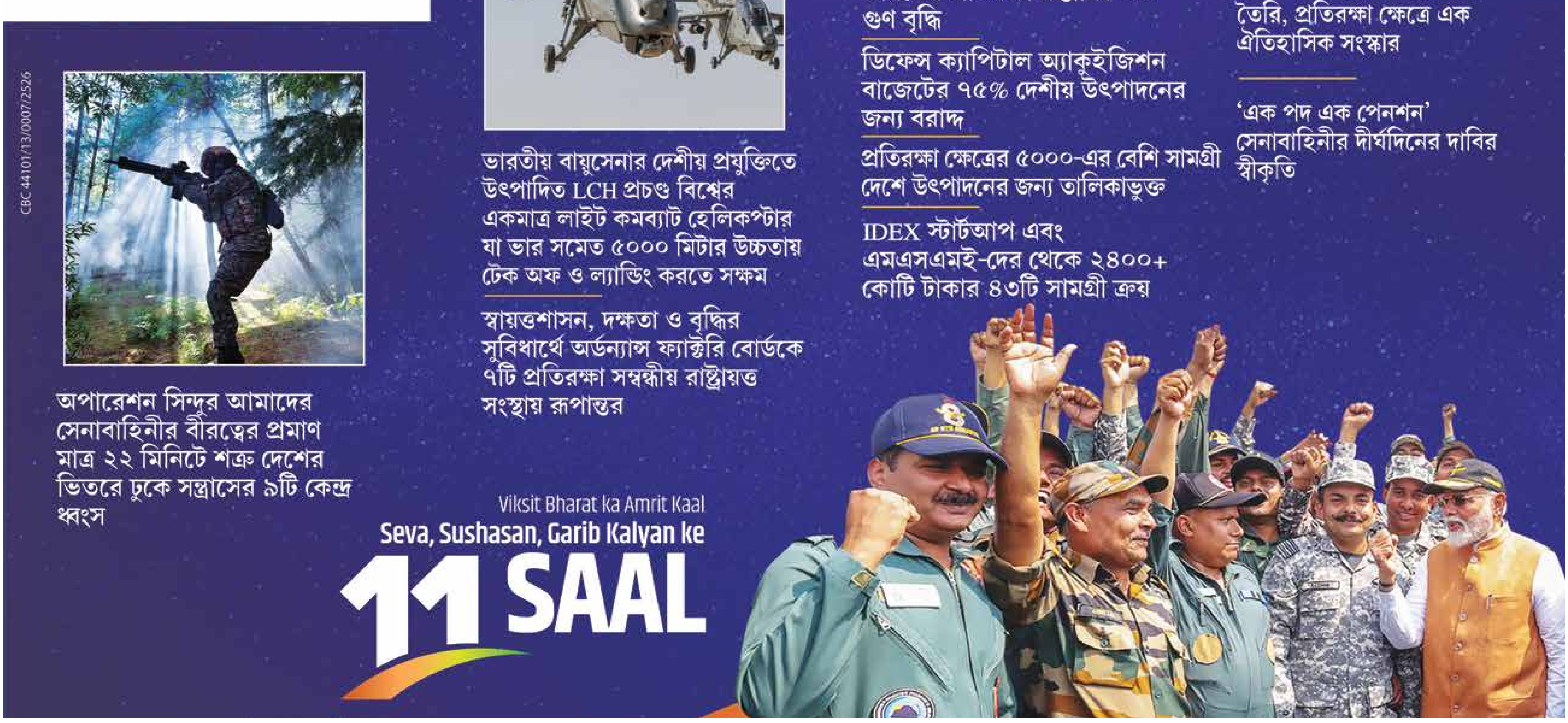

নিরাপদ আশ্রয়।। ত্রিমোহিনীতে ছবিটি তুলেছেন চন্দ্রাণী ঘোষ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পণ দেওয়ার পরেও দুই পরিবারের মধ্যে টানাপোড়েন

তরুণীকে খুন, গ্রেপ্তার হবু বর

মনজুর আলম

চোপড়া, ৯ জুন : মধুচন্দ্রিমায় মেঘালয়ে বেড়াতে গিয়ে রহস্যমৃত্যু হয়েছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের তরুণ রাজা রঘুবংশীর। তাঁকে সুপারি কিলার দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে স্ত্রী সোনম রঘুবংশীর বিরুদ্ধে। অবশেষে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর থানায় আত্মসমর্পণ করেছে ওই তরুণী। সংবাদমাধ্যমের দৌলতে এখবর এতক্ষণে প্রায় সকলের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। এখবর নিয়ে যখন দিনভর তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া, ঠিক সেই সময় খানিকটা একইরকম ঘটনা ঘটল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায়।

সেখানে বিয়ের ১০ দিন আগে তরুণীকে খুনের অভিযোগ উঠেছে হবু বরের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে চোপড়ার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াডাঙ্গির একটি চা বাগান থেকে ওই তরুণীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের নাম নার্গিস পারভিন (২০)। মূল অভিযুক্ত সুলতানকে রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে ও বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সোমবার লক্ষ্মীপুর এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান মৃতার আত্মীয়দের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও। অভিযুক্তের দিদির বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ থামে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস বলেন, 'খুনের মামলা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চুটিয়াখোরের কাঁঠালবাড়ির জুগিভিটা গ্রামের তরুণ সুলতানের সঙ্গে লক্ষ্মীপুরের যাত্রাগছের বাসিন্দা নার্গিসের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। উভয় পরিবারের সম্মতিতে তাঁদের বিয়ে ঠিক হয়। চলতি মাসের ১৯ তারিখ বিয়ের দিন ধার্য হয়েছিল।

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বরপক্ষ পণ হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। শেষপর্যন্ত তা ৭ লক্ষ ঠিক হয়। ইতিমধ্যে ৩ লক্ষ টাকা বরপক্ষকে দিয়েছে তরুণীর পরিবার। বিয়ের তোড়জোড় চলছিল। এরই মধ্যে নার্গিসের মাধ্যমে তাঁর বাবা-মা জানতে পারেন, পাত্রপক্ষ কোনও কারণে বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছে। এনিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে চাপানউতোর চলছিল।

মৃতের বাবা বুধু মহম্মদ বলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাওয়ার পর ওরা আমার মেয়ের সঙ্গে সুলতানের বিয়ে দেবে না বলে জানায়। এসবের মধ্যেই রবিবার ভোরে হঠাৎ মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। রাতে মেয়ের দেহ উদ্ধারের কথা জানতে পারি।' এই ঘটনায় হবু বর, তার বাবা, দাদা ও দিদির বিরুদ্ধে নার্গিসকে খুনের অভিযোগে উঠেছে।

মূল অভিযুক্ত সুলতান রাতেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার তার জামাইবাবু মজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেরায় সুলতান খুনের কথা কবুল করেছে। হবু স্ত্রীর গলায় দড়ি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে সে। এই ঘটনায় আর কে জড়িত, খুনের আসল কারণ কী, সে সব খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অন্যদিকে, সুলতানকে এদিন ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়। আদালত তার ৮ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। মজিবর রহমানকে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হবে।

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ। সোমবার লক্ষ্মীপুরে। (ইনসেটে) ধৃত হবু বর। - সংবাদচিত্র

নেপথ্য কাহিনী

- বরপক্ষ পণ হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল
- শেষপর্যন্ত তা ৭ লক্ষ ঠিক হয়, ইতিমধ্যে ৩ লক্ষ টাকা বরপক্ষকে দেওয়া হয়েছে
- নার্গিসের মাধ্যমে তাঁর বাবা-মা জানতে পারেন, পাত্রপক্ষ কোনও কারণে বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছে
- এনিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে চাপানউতোর চলছিল
- রবিবার হঠাৎ নিখোঁজ হয় তরুণী, রাতে দেহ উদ্ধার

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসে ধৃত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : বাড়িতে কাজ করতে আসা ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেম করে বিপত্তি। বাড়িতে কথা বলার নাম করে ওই তরুণ উধাও হয়ে যায়। বেশকিছু দিন অপেক্ষার পরেও সেই তরুণ ফিরে না আসায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের কথা জানিয়ে এক তরুণী অভিযোগ দায়ের করেন। প্রায় দুই মাস ধরে উধাও হয়ে থাকার পর পুলিশ সোমবার সকালে ফাঁপড়ি এলাকা থেকে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে। পীযূষ বর্মন নামে ওই তরুণ দিনহাটার বাসিন্দা।

ওই তরুণ গত বছর ফাঁপড়ি এলাকার একটি বাড়িতে ড্রাইভার হিসেবে কাজ শুরু করে। এই কাজের সূত্রে তার সঙ্গে ওই বাড়ির এক তরুণীর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। এরপর কাউকে কিছু না বলে ওই দুজন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় থাকার সময় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই তরুণ তরুণীর সঙ্গে সহবাসও করে। কিন্তু এরপরই বিপত্তি ঘটে। বাড়িতে থাকা জরুরি কাগজপত্র নিতে তরুণের সঙ্গে ওই তরুণী বাড়িতে ফিরে আসেন। কিন্তু গোটা বিষয়টি জানার পর ওই তরুণীর জন্য বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

সমস্যার এখানেই শেষ নয়। ওই তরুণীর অভিযোগ, 'পীযূষ এরপর আমায় কিছুদিনের জন্য অন্য জায়গায় ভাড়াবাড়িতে থাকতে বলে। দিনহাটায় গিয়ে বাড়িতে কথা বলে আমায় নিয়ে যাবে বলে আশ্বাস দেয়।' যদিও ওই তরুণ পরে আর যোগাযোগ না করায় প্রতারণার শিকার হয়েছে বলে ওই তরুণী বুঝতে পারেন। এরপর মার্চ মাসে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ওই তরুণ রাজস্থানে চলে গিয়েছে বলে পুলিশ জানতে পারে। সেখানে কাজ করার পাশাপাশি সে বিয়েও করেছে বলে তদন্তে জানা যায়।

এরপর তরুণের খোঁজে একাধিকবার রাজস্থান গেলেও পুলিশকে খালি হাতেই ফিরতে হয়। ওই তরুণ শিলিগুড়ি এসে ফাঁপড়ি এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে বলে সোমবার সকালে পুলিশের কাছে খবর আসে। পুলিশ সেখান থেকেই ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

কাজের শেষে বাড়ি ফেরা।। তিস্তাস্পারে মানসী দেব সরকারের ক্যামেরায়। সোমবার।

শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় গ্রেপ্তার দুই

টিকিট কাউন্টার উদ্বোধনে হুজ্জতি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : বেসরকারি বাসের টিকিট কাউন্টার উদ্বোধনে হুজ্জতির অভিযোগ উঠল এক নেতার বিরুদ্ধে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে জংশন এলাকায়। অভিযুক্ত নেতা বিজেন্দ্র কাপুর ওরফে মাসুম ও তাঁর ভাই সুরেন্দ্র কাপুরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বিজেন্দ্র নিজেকে তৃণমূল নেতা হিসেবে দাবি করলেও ঘাসফুল শিবিরের দাবি, তাঁর সঙ্গে দলের যোগ নেই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় নানা সময় দুষ্কৃতী কার্যকলাপে মাসুমের নাম জড়িয়েছে। গত পুর নির্বাচনে তৃণমূলের তরফে সঞ্জয় পাঠককে প্রার্থী করা হলে তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে তাঁর। পরবর্তীতে তিনি নির্দল প্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়ান। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর সরাসরি দলের সঙ্গে যুক্ত না হলেও তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে ফের তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

যাবতীয় ঘটনা ঘটে রবিবার দুপুরের দিকে। প্রদীপ সরকার নামে এক ব্যক্তি বাসের টিকিট কাউন্টার খুলতে গেলে মাসুম তাঁর দলবল নিয়ে এলাকায় হাজির হন বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রদীপ মাসুমকে ব্যবসার অংশীদার না করে অন্য একজনকে করেছেন। সেই কারণেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন নেতা ও তাঁর দলবল। মাসুমরা এসে প্রদীপের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করেন। প্রদীপের স্ত্রী স্নেহা সরকার বলেন, 'আমার স্বামীকে প্রাণে মারার চেষ্টা করলে আমি পুলিশে খবর দিই।' পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রধাননগর থানার পুলিশ এলাকায় আসে। যদিও পুলিশ আসার পরও মাসুমদের বাগে আনতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। পুলিশকর্মীদের সঙ্গেও ধস্তাধস্তি হয় নেতা ও তাঁর দলবলের। এক এএসআই পদমর্যাদার আধিকারিককে ওই নেতা হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। এমনকি ধাক্কাধাক্কির জেরে এএসআই মাটিতে পড়ে যান, জখমও হন। পরে পুলিশের আরেকটি দল গিয়ে নেতা ও তাঁর ভাইকে গ্রেপ্তার করে। এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হয়।

অন্যদিকে, বিজেন্দ্র এলাকায় তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত হলেও দল তা অস্বীকার করেছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের দাবি, 'মাসুমের সঙ্গে আমাদের দলের কোনও যোগ নেই। পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।' প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার জানান, প্রদীপের স্ত্রী লিখিত অভিযোগ করেছেন। এছাড়া এক পুলিশ আধিকারিককে হেনস্তা করেছেন বিজেন্দ্র। সেকারণে পুলিশের তরফেও মামলা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

হুজ্জতির ঘটনায় ধৃত মাসুম। সোমবার। - সংবাদচিত্র

বান্ধবীর সঙ্গে ফোনে কথা বলার 'অপরাধ'

নাবালককে ক্লাবে ঢুকিয়ে মার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : বান্ধবীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল এক নাবালক। আর সেই 'অপরাধে' বান্ধবীর পরিবারের লোকেরা মিলে ক্লাবে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করল তাকে। এমনই অভিযোগ উঠেছে শিলিগুড়ির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটনায় এনজেপি থানা এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। মারধরের পর শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ছেলেটির চিকিৎসা হয়েছে। এখনও তার চলাফেরায় সমস্যা রয়েছে। তবে সে এখনও আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারছে না। এমনকি বাড়ি থেকে বের হতেও ভয় পাচ্ছে। এনিয়ে চিন্তায় ছেলেটির পরিবারের লোকেরা। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ উত্তম মজুমদার বলেন, 'সময়টা বয়ঃসন্ধিকাল। তাই মারধর করলে নাবালকের মানসিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। কারও সঙ্গে কথা বলা বা প্রেমের সম্পর্কে যেতেও ভয় তৈরি হবে। এক্ষেত্রে বসে বুঝিয়ে বলা ভালো।'

বছর ১৬-র ওই নাবালক ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনির মোড় বাজারের বাসিন্দা। পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে সে পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে মাস কয়েক ধরে কাজে যোগ দিয়েছে। আর কাজের সুবিধার জন্য নাবালককে মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছেন এক ব্যক্তি। তা দিয়ে নাবালক কিছুদিন থেকে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছিল। অভিযোগ, এই 'অপরাধে' গত ৪ জুন রাতে বান্ধবীর পরিবারের লোকেরা ছেলেটিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। স্থানীয় একটি ক্লাবে ঢুকিয়ে লোহার রড, পাইপ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি নাবালককে বাঁচাতে গেলে তার দাদাকেও মারা হয়।

-এআই

এ বিষয়ে ৬ জুন এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ছেলেটির দাদার কথায়, 'পরিবারের হাল ধরতে বাবার সঙ্গে দুই ভাই কাজ করি। কিন্তু একজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলার অপরাধে যেভাবে ভাইকে মারা হল তা মেনে নিতে পারছি না। ভাই কাজে যেতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে।' আক্রান্তের বাবা একটি ক্যাটারিং সংস্থায় কাজ করেন।

তাঁর বক্তব্য, 'ছেলেমেয়েরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলবে, সেটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরেছে। আমাদের বিষয়টি বললে বুঝিয়ে বলতাম। ছোটদের মনে এসব ঘটনার দারুণ প্রভাব পড়ে। ছেলে ভয়ে বাড়ি থেকে বের হতে চাইছে না।' ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রকাশ বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজ চলছে। মারধরে স্থানীয় একটি ক্লাবের কয়েকজন সদস্যের যুক্ত থাকারও অভিযোগ উঠেছে।

যদিও সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সভাপতি জীবনচন্দ্র রায় বলেন, 'ক্লাবটি কিছুদিনের জন্য একটি সংস্থাকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। যখন মারধর হয়, তখন ক্লাবের চাবি ওই সংস্থার কর্মীদের হাতে ছিল। নাবালককে ক্লাবের কেউ মারধর করেনি।'

প্রেস্টিজের নতুন শোরুম

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : শিলিগুড়িতে সোমবার খুলল প্রেস্টিজের এক্সক্লুসিভ শোরুম। অত্যাধুনিক ডিজাইন এবং নতুন টেকনলজিসম্পন্ন কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স, বাসনপত্র সহ প্রেস্টিজের বিভিন্ন সামগ্রীর সম্ভার রয়েছে একই ছাদের তলায়। নতুন এই শোরুমে চোখধাঁধানো জিনিসের সঙ্গে রয়েছে মনকাড়া অফারও। বিভিন্ন কেনাকাটায় ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় মিলবে। পাশাপাশি সুযোগ থাকছে পুরোনো জিনিস এক্সচেঞ্জ এবং তার ওপরে বিশেষ অফারও। যা চলবে এক মাস পর্যন্ত। বর্তমানে প্রতিটি বাড়িতেই জায়গা করে নিয়েছে প্রেস্টিজ। নর্থবেঙ্গল মার্কেটিং ডিভিশনের তরফে শিলিগুড়ির সেবক মোড়ের সেবক কমপ্লেক্সের প্রথম তলায় নতুন এই শোরুমটি খোলা হয়েছে। সৌমী দাঁ বলেন, 'আমরা দুর্দান্ত অফার এবং কালেকশন নিয়ে এসেছি। প্রেস্টিজ মানেই ভরসার জায়গা, আর এখন শিলিগুড়িবাসীর কাছে আমরা এক্সক্লুসিভ শোরুম নিয়ে এসেছি, যেখানে সাধারণ মানুষ সব কালেকশন পাবেন।'

বন্ধুকে ২ লক্ষ টাকা দিয়ে প্রতারিত

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : ফের প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকা খোয়ালেন এক মহিলা। সম্প্রতি জেলা পুলিশ-প্রশাসনের পাশাপাশি মোবাইল ফোনে কিংবা মেসেজ দিয়ে বারবার প্রতারকদের হাত থেকে বাঁচতে সাবধান করা হয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সাধারণ মানুষ যে এখনও সচেতন নন, তার প্রমাণ ফের মিলল সোমবার। প্রায় দুই লক্ষ টাকা হারিয়ে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জমা করলেন এক মহিলা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেঙ্গুয়াঝাড় সাকেরপাড়ার বাসিন্দা প্রিয়াংকা রায় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এক ব্যক্তির ফেন্ড রিকোয়েস্ট গ্রহণ করেছিলেন। তারপর ফোন নম্বরও আদানপ্রদান হয়েছিল। প্রিয়াংকা বলেন, 'ধাপে ধাপে ২ লক্ষেরও বেশি টাকা আমি দিয়েছি। পরে বুঝতে পারি আমি প্রতারিত হয়েছি। তাই এখন সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছি।' জলপাইগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানার আইসি বিক্রম থাপা বলেন, 'আমরা সবসময় সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

চেক বাউন্স কৃষ্ণের, থানায় অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : জমি কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস, অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল সহ মোট ৫ জনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নগেন পাল। এই ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নগেন পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, ২০২১ সালে একটি জমি বিক্রি বাবদ কৃষ্ণ তাঁকে চারটি চেক দিয়েছিলেন। টাকার অঙ্ক ছিল ৯৫ লক্ষ। কৃষ্ণের দেওয়া সেই চেকগুলি ব্যাংক থেকে বাউন্স করে। গত মাসে ওই জমির দাম বাবদ ৫৭ লক্ষ টাকার আবার তিনটি পোস্টডেটেড চেক দিয়েছেন কৃষ্ণ। নগেনের আশঙ্কা, আগের মতো আবার এই চেকগুলি বাউন্স হতে পারে। নগেনের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে।

কৃষ্ণ অবশ্য বলেন, 'আমি নগেন পালকে ইতিমধ্যে তিনটি পোস্টডেটেড চেক দিয়েছি। যদি চেক বাউন্স করে সেক্ষেত্রে উনি আমার নামে অভিযোগ করতেই পারেন। এটা আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। ২০২১ সালের একটা ঘটনাকে টেনে নিয়ে এসে আমার নামে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে।' অন্যদিকে এই অভিযোগ প্রসঙ্গে অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল বলেন, 'নগেন মণ্ডল নামে আমার গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন আছেন। কিন্তু তিনি কেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন তা আমার জানা নেই।'

নগেনের দায়ের করা অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, ঘটনার সূত্রপাত ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি কৃষ্ণ দাসকে ৯৫ লক্ষ টাকার চুক্তিতে ১.৭৯ একর জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ দাস ৯৫ লক্ষ টাকার চারটি চেক দেন তাঁকে। নগেনের অভিযোগ, তিনি ওই চেকগুলি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা দেন। কিন্তু অ্যাকাউন্টে টাকা না থাকার কারণে ব্যাংক থেকে তাঁকে চেকগুলো ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময় বিষয়টি কৃষ্ণ দাসকে জানিয়েছিলেন।

অভিযোগে নগেন বলেছেন, পরবর্তীতে ওই জমির থেকে ৬৭ ডেসিমাল জমি কৃষ্ণ দাস এবং আরও এক অভিযুক্ত মিলে একটি সিমেন্ট কোম্পানির কাছে বিক্রি করেন। জমির একাংশ বিক্রির পর ২১ লক্ষ টাকা নগেনকে দেওয়া হয়। নগেনের অভিযোগ, বকেয়া টাকা চাইলে রাজেশ মণ্ডল সহ বাকি অভিযুক্তরা তাঁকে এবং তাঁর ছেলেকে জোর করে কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ১৯ লক্ষ টাকা করে তিনটি পোস্টডেটেড চেক (৫৭ লক্ষ টাকা) তাঁর হাতে দেন।

খাবার চাইতে গিয়ে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

শতাব্দী সাহা

কাজের সন্ধানে ভারতে, দাবি ধৃতের

চ্যাংরাবান্ধা, ৯ জুন : অন্যের বাড়িতে খাবার চাইতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল এক বাংলাদেশি। নোংরা টি-শার্ট, ট্রাউজার পরা বছর ৪০-এর লোকটিকে খেতেও দিয়েছিলেন চ্যাংরাবান্ধার বাইপাস এলাকার বাসিন্দা তনুশ্রী বর্মন। কিন্তু খেতে দেওয়ার পর লোকটি টাকা চাইলে তাঁর সন্দেহ হয়। বাড়ি কোথায় জানতে চাইলে বাংলাদেশি উত্তর পেয়ে ভয় পেয়ে যান তনুশ্রী। খবর দেন দেওরকে।

দেওর সঞ্জয় জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারেন, লোকটির পাসপোর্ট, ভিসা- কিছুই নেই। তিনি খবর দেন পুলিশকে। সোমবার ততক্ষণে পাড়া-প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ আসবে টের পেয়ে লোকটি সরে পড়তে চেয়েছিল। তখন স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে বেঁধে রাখেন গাছের সঙ্গে। পুলিশ গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সাম্প্রতিক তিক্ততার আবহে চ্যাংরাবান্ধায় আবার বাংলাদেশি গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটল। জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, লোকটির নাম বিষ্ণু হালদার। বাড়ি নাটোর জেলার হাজরা চন্দ্রপুরে। মঙ্গলবার তাকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে পাঠাবে পুলিশ।

চ্যাংরাবান্ধায় ধৃত বাংলাদেশি। সোমবার।

> সবটাই মৌখিকভাবে ওই ব্যক্তি বলেছে। তার কাছে যেহেতু পরিচয়পত্র নেই, তাই এই কথার কোনও প্রমাণ নেই। সত্য জানার চেষ্টা করছি আমরা। তদন্ত শুরু হয়েছে।
>
> **-আশিস পি সুব্বা**
> *এসডিপিও, মেখলিগঞ্জ*

মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'সবটাই মৌখিকভাবে ওই ব্যক্তি বলেছে। তার কাছে যেহেতু পরিচয়পত্র নেই, তাই এই কথার কোনও প্রমাণ নেই। সত্য জানার চেষ্টা করছি আমরা। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

তনুশ্রীর সন্দেহ না হলে বিষ্ণু হয়তো ধরা পড়ত না। তনুশ্রীর কথায়, 'তখনও রান্না হয়নি। তাই প্রথমে চাইলেও খেতে দিতে পারিনি। পরে বাড়ির বাইরে উনি বসে আছেন দেখে খাবার এনে দিই। খেয়েদেয়ে উনি টাকা চান। তখন বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করতে বলেন বাংলাদেশ।'

উশকোখুশকো চেহারার বিষ্ণুর গায়ের রং তামাটে। গালভর্তি দাড়ি। তাকে দেখে তনুশ্রী প্রথমে ভিখারি বা পাগল ভেবেছিলেন। তাঁর দেওর বলেন, 'ওঁর কথাবার্তার ধরন ভালো লাগেনি। তাছাড়া ওঁর কাছে পরিচয়পত্রও ছিল না। পুলিশে খবর দিতেই হত।' কেন পাসপোর্ট, ভিসা ছাড়া ভারতে এলে? বিষ্ণুর জবাব, 'বাংলাদেশে কাজ নেই। তাই ভারতে কাজের সন্ধানে এসেছি।'

কথায় কথায় সে জানায়, তিন বছর আগে হেঁটে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিল। তারপর মালদা, মুর্শিদাবাদে ছিল অনেকদিন। এরপর শিলিগুড়ি হয়ে চ্যাংরাবান্ধা পৌঁছায়।

নতুন জুতো

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : চাঁদমণির খেলার মাঠে ৩০ জন ফুটবলারের হাতে নতুন জুতো তুলে দিল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ৩০ জন ফুটবল খেলোয়াড়কে জুতো দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য সহ অন্য পুলিশকর্মীরা।

গ্রেপ্তার

সমাজমাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া শর্মিষ্ঠা পানোলির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ওয়াজাহাত খানকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ।

বিচারের আশা

২০২২ সালের টেটে প্রশ্নপত্র ভুল সংক্রান্ত মামলায় এখনও বিচারের আশায় চাকরিপ্রার্থীরা। সোমবার ফের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা।

কোর্টে অনিকেত

চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলির বিরুদ্ধে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তিনি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। এই মামলাটি বুধবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্লাস শুরু

চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিকের বৃত্তিমূলক বিষয়ের ক্লাস। এই শিক্ষাবর্ষ থেকে বৃত্তিমূলক এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে সিমেস্টার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

পর্ন কাণ্ডে ফেরার মা ও ছেলে

শাসকদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে চর্চা হাওড়ায়

কলকাতা, ৯ জুন : হাওড়ার ডোমজুড় থানার বাঁকড়ায় মা ও ছেলের পর্ন ভিডিও কাণ্ডের তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করল হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট। বাঁকড়ায় যে ফ্ল্যাটে শ্বেতা খান ও তাঁর ছেলে আরিয়ান খান থাকতেন, সেই সংলগ্ন এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজের হার্ড ডিস্ক সংগ্রহ করেছে পুলিশ।

সেখানেই দেখা গিয়েছে, সোদপুরের নির্যাতিতা তরুণী অভিযোগ জানানোর পরেই মা ও ছেলে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। কলকাতা বিমানবন্দর এলাকায় তাঁদের শেষবার দেখা গিয়েছে। তাঁরা সম্ভবত ব্যাংককে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে মনে করছে পুলিশ। কারণ এর আগেও একাধিকবার ব্যাংকক, পাটায়া, ফুকেট গিয়েছিলেন মা ও ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে খবর নিয়ে পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রোডাকশন হাউসের নাম করে সুন্দরী, অল্পবয়সি মেয়েদের কাজের টোপ দিতেন আরিয়ান ও শ্বেতা। তারপর তাদের বিভিন্ন পানশালায় নর্তকী হিসেবে অথবা যৌনকর্মী হিসেবে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হত। একইভাবে সোদপুরের নির্যাতিতা তরুণীকেও প্রায় ৬ মাস আটকে রেখে যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে। তাঁর গোপনাঙ্গে গভীর ক্ষত পেয়েছেন চিকিৎসকরা। এরপরই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ।

এদিকে এদিনই শ্বেতার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগের একাধিক ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় ও ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছবি দেখা গিয়েছে। তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের মিছিল ও সভায় তাঁর উপস্থিতি সামনে এসেছে। এরপরই প্রশ্ন উঠেছে শাসক দলের মদতেই কি শ্বেতা ও তাঁর ছেলে এই অনৈতিক কাজ দিনের পর দিন চালিয়ে গিয়েছেন?

অরূপ ও রাজীব অবশ্য বলেছেন, দলীয় কর্মসূচিতে অনেকেই আসেন। তাই ছবি দেখে প্রমাণ হয় না, দল তাঁদের সমর্থন করে। আমরাও তাঁর কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী বলেন, 'ওই নির্যাতিতা সোদপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেখান থেকে আমাদের বিষয়টি জানানো হয়। আমরা তদন্ত করে দেখেছি, ওই ফ্ল্যাটে পর্ন ভিডিও তৈরি করা হত। মডেলের কাজ দিয়ে সুন্দরী, অল্পবয়সি মেয়েদের এনে জোর করে এই কাজ করানো হত। ওই মহিলা ও তাঁর ছেলের খোঁজ করা হচ্ছে।'

ওই মহিলার প্রতিবেশী ব্যবসায়ী মাসুদ আলম খান বলেন, 'শ্বেতা ও আরিয়ান দীর্ঘদিন ধরে এই অবৈধ কারবার চালাতেন। আরিয়ানের বোন ঈশিকা পড়াশোনা করতেন। তাঁকে এই কাজে নামার জন্য জোর করেছিলেন মা ও দাদা। তাই ঈশিকা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। আমরা বিষয়টি থানায় জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।'

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিনই নাজিরগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ওই এলাকার অনেকের বয়ান রেকর্ড করেছে।

শ্বেতা ও আরিয়ান যে ফ্ল্যাটে থাকতেন, সেখানে তল্লাশি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে পুলিশের। ইতিমধ্যেই সোদপুরের নির্যাতিতা তরুণীর সঙ্গে কথা বলেছেন পুলিশ কর্তারা। ওই তরুণীর অভিযোগ, তাঁকে দিয়ে যৌনকর্মীর কাজ করার চাপ দেওয়া হয়েছে। রাজি না হওয়ায় গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। মহিলা কমিশনের সদস্যা অর্চনা মজুমদার বলেন, 'সংবাদমাধ্যমে আমরা এই ঘটনা জেনেছি। স্থানীয় থানার কাছে আমরা পুরো বিষয় জানতে চেয়েছি।' এখন দেখার, এই ঘটনার জল আদৌ কতদূর গড়ায়।

কীভাবে নির্যাতন

- প্রোডাকশন হাউসের নাম করে সুন্দরী, অল্পবয়সি মেয়েদের কাজের টোপ দিতেন আরিয়ান ও শ্বেতা
- তারপর তাদের বিভিন্ন পানশালায় নর্তকী হিসেবে অথবা যৌনকর্মী হিসেবে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হত
- একইভাবে সোদপুরের নির্যাতিতা তরুণীকেও প্রায় ৬ মাস আটকে রেখে যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছিল
- তাঁর গোপনাঙ্গে গভীর ক্ষত পেয়েছেন চিকিৎসকরা

প্রিয় ফুল... সোমবার বান্ধবীকে দেওয়ার জন্য ফুল কিনছেন এক তরুণী। কলকাতায়। -পিটিআই

সেনার সম্মানে প্রস্তাবে আজ তর্জার সম্ভাবনা

বিধানসভায় প্রস্তুত দুই শিবিরই

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ জুন : জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি নাশকতা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার ভূমিকার প্রশংসা করে মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ হবে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশেষ প্রস্তাব পেশ করবেন। প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ না থাকা, মোদির কৃতিত্ব নিয়ে আলাদা করে ধন্যবাদজ্ঞাপন না করা এবং মুর্শিদাবাদ কাণ্ডে শাসকদলের ভূমিকাকে হাতিয়ার করে সরকারের ভূমিকার পালটা সমালোচনা করতে তৈরি হচ্ছে বিজেপিও। ফলে মঙ্গলবার বিধানসভায় এই প্রস্তাবকে ঘিরে শাসক-বিরোধীর তর্জায় সরগরম হতে চলেছে রাজ্য রাজনীতি।

প্রস্তাবের ওপর দু-ঘণ্টা আলোচনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এই অধিবেশনে বিধানসভায় উপস্থিত থাকবেন। প্রস্তাবের খসড়ায় 'অপারেশন সিঁদুর' শব্দবন্ধ লেখা হয়নি। তাই শুরুতেই এই শব্দবন্ধ প্রস্তাবে যুক্ত করার দাবিতে প্রথম থেকেই সরব হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। তৃণমূলের পরিষদীয় দল মনে করছে, এই নাম দেওয়ার পিছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। স্পিকার জানিয়েছেন, 'নাম খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা মূলত সার্বিকভাবে বাহিনীর কৃতিত্বের প্রশংসা করে প্রস্তাব আনছি।' তবে অধ্যক্ষ এই কথা বললেও ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'অপারেশন সিঁদুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের বিধায়করা যেসব অপমানকর মন্তব্য করেছেন, তার জবাব আমরা অধিবেশনে চাইব।' প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় শাসকদলের তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সহ ৬ বক্তার নাম রয়েছে। বিজেপির তরফে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল এবং অশোক লাহিড়ির বক্তব্য রাখার কথা।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে সরব হয়েছিল তৃণমূলও। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধীদের সেই দাবি খারিজ করে দিয়ে আগামী মাসে বাদল অধিবেশনের সময় জানিয়ে দিয়েছে। এই আবহে মঙ্গলবার বিধানসভায় সেনাবাহিনীকে সম্মান জানিয়ে বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবে সরকার।

সোমবার থেকে শুরু হল বিধানসভার বাদল অধিবেশন। এদিনের শোকপ্রস্তাবে প্রয়াত প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দীপক ঘোষের নাম থাকা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। শোকপ্রস্তাবে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় মৃতদের নামের কোনও উল্লেখ ছিল না। মঙ্গলবার বিধানসভা শুরুর আগে দলের রণকৌশল ঠিক করতে সকাল সাড়ে ১০টায় বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠক ডেকেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

চলতি সপ্তাহেই ওবিসি সংরক্ষণ বিল পেশ হতে পারে বিধানসভায়। এছাড়াও নিয়মমাফিক প্রশ্নোত্তর, উল্লেখ ও দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব নেওয়া হবে। এছাড়াও কয়েকটি দপ্তরের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

> নাম খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা মূলত সার্বিকভাবে বাহিনীর কৃতিত্বের প্রশংসা করে প্রস্তাব আনছি।
>
> **বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়,** *স্পিকার*

> অপারেশন সিঁদুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের বিধায়করা যেসব অপমানকর মন্তব্য করেছেন, তার জবাব আমরা অধিবেশনে চাইব।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী,** *বিরোধী দলনেতা*

আশ্বস্ত করলেন মমতা

করোনায় আতঙ্ক নয়

কলকাতা, ৯ জুন : করোনা নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। গত কয়েকদিনে রাজ্যে ২২৬ জন করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। কিন্তু করোনার এই ভ্যারিয়েন্ট যথেষ্ট দুর্বল বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। এরপরই এদিন বিকালে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'করোনা নিয়ে কেউ কেউ আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু আতঙ্কিত হবেন না। সতর্ক থাকুন। স্বাস্থ্য দপ্তর পুরো বিষয়টিতে নজর রাখছে। বর্ষা বা শীতকালে অনেকের ঠান্ডা লাগে বা শ্বাসকষ্ট হয়। কিন্তু তা বলে আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন না। সাধারণ ঠান্ডা লাগা, জ্বর, কাশি হতেই পারে। তার মানেই করোনা নয়।'

করোনাকে সামনে রেখে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মুনাফা লোটার চেষ্টা করতে পারে বলে আশঙ্কা করে মমতা বলেন, 'কারও কোনও সমস্যা হলে আপনারা সরকারি হাসপাতালে যান। সেখানে চিকিৎসা করান। সরকারি হাসপাতালে আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতি মজুত রয়েছে। আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। কিন্তু এখনই আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু হয়নি। গোটা দেশে ১৩০ কোটি মানুষ রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৩-৪ হাজার জনের করোনা হয়েছে। তাই সংখ্যা দেখেই বুঝতে পারছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।'

দাড়িভিট নিয়ে প্রশ্নে এনআইএ

কলকাতা, ৯ জুন : উত্তর দিনাজপুরে দাড়িভিট কাণ্ডে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়ল এনআইএ। অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, '১৪ মাসে তদন্তের অগ্রগতি কোথায়! এনআইএ অফিসার নিজেদের আদালতের ওপরে ভাবছে? শেষ সুযোগ দিচ্ছে আদালত। এটা আদালত অবমাননার শামিল।' ৯ জুলাই এনআইএ-কে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ওইদিনই তদন্ত সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করতে হবে। অন্যথায় তদন্তকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আদালত।

সময় বাঁধল কোর্ট

দাড়িভিটে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে ২০১৮ সালে পুলিশের গুলিতে দুই তরুণের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। এদিন এনআইএ-র তরফে আইনজীবী অরুণকুমার মাইতি তদন্ত সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশের জন্য তিন সপ্তাহ সময় চান। তখনই বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, 'প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এক বছর হয়ে গেল এখনও তদন্ত রিপোর্টের জন্য সময় চাওয়া হচ্ছে? তদন্তকারী অফিসার কী করছেন?' ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তাঁর পরিবার।

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এনআইএ তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য।

বোলপুরে নারী সম্মান যাত্রায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার ছবি -তথাগত চক্রবর্তী।

কেষ্টকে জেলে ভরার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা ও রামপুরহাট, ৯ জুন : রাজ্যে বিজেপি সরকার হলেই পকসো আইনে অনুব্রত মণ্ডলকে ৫ বছর জেলে ভরার হুমকি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এরপর আগামী ১৯ জুন সিউড়িতে কর্মসূচি করবেন তিনি। একই কর্মসূচিতে রামপুরহাটে থাকবেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ১০ মাস পার হলেও এখনও কেন অভয়ার বিচার হল না, তাই নিয়েই এদিন আরজি কর ইস্যুতে পথে নামল অভয়া মঞ্চ। টালা থানার কাছে বিক্ষোভ দেখায় তারা।

সম্প্রতি বোলপুর থানার আইসিকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করার সময় তাঁর মা ও স্ত্রীর উদ্দেশে আশালীন মন্তব্য করেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। তারপরই এই ঘটনাকে মহিলাদের প্রতি তৃণমূলের মনোভাব এই অভিযোগ তুলে সরব হয় বিজেপি। অনুব্রত সহ বীরভূম জেলা তৃণমূলের ওপর চাপ বাড়াতে বোলপুর, সিউড়ি ও রামপুরহাটে এই ঘটনার প্রতিবাদে নারী সম্মান যাত্রার কর্মসূচি নেয় বিজেপি। সেই সূত্রেই এদিন বোলপুরে মিছিল ও সভা করেন শুভেন্দু।

অনুব্রতর ফোন বার্তা ফাঁস হওয়ার পরই তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি। কিন্তু অনুব্রতকে নিয়ে কাঁটাও রয়েছে বিজেপিতে। ২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন অনুব্রত। সেই সময় লোকসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক কারণে ইডির ওপর প্রভাব খাটিয়ে অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করিয়েছে বিজেপি বলে অভিযোগ করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এবার অনুব্রতর অশালীন মন্তব্যে বিধানসভা ভোটের আগে এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে বিজেপি এমন আশঙ্কা করছে তৃণমূল। সোমবার বোলপুরের সভায় শুভেন্দুর মন্তব্যে তারই ইঙ্গিত মেলে। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'যে ধারায় ইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল তাতে সর্বোচ্চ ৬ বছর জেল হতে পারে। ২ বছর জেল খেটেছেন। দেশের আইন যদি ঠিক থাকে, তাহলে আরও ৪ বছর তাঁকে জেল খাটতে হবে।' জেলার বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে শুভেন্দু এই আশ্বাস দিলেও দু'বছর বাদে অনুব্রতর জামিনে মুক্তি নিয়ে বিজেপির একাংশের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে। তাঁদেরকেই এদিন আশ্বস্ত করতে শুভেন্দু বলেন, 'চিন্তা করবেন না, সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। নিলাম হল বলে। এদেরকে আমরা শিকড় সহ তুলব।'

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপেই বোলপুরের আইসি অনুব্রতর বিরুদ্ধে সরব হতে পারেননি, মনে করে বিজেপি। তাই সাধারণ পুলিশ কর্মীদের মধ্যে তৈরি হওয়া ক্ষোভকে উসকে দিতে শুভেন্দু বলেন, 'মমতার হাত অনুব্রতর মাথায়, তাই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সাহস পাচ্ছে না। বোলপুরের আইসির চামড়া গগুারের হতে পারে। কিন্তু তাঁর মা ও স্ত্রীর সম্মানহানি মানে বাংলার মা, বোনেদের সম্মানহানি। যোগীর রাজ্য হলে অনুব্রতকে আদালতে তুলে রিমান্ডে নিয়ে নাকে লঙ্কার ধোঁয়া দেওয়া হত।'

সিপিএমের ত্রুটি বাইরে বলে বাদ রূপা

কলকাতা, ৯ জুন : দলের অন্দরে ত্রুটি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন তিনি। তারপরই কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাদ পড়লেন সিপিএম নেত্রী রূপা বাগচি। এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট খোদ রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তা সত্ত্বেও বিতর্ক এড়ানো গেল না। ফের সিপিএমের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল।

কলকাতা জেলা সিপিএমের বৈঠক ছিল। সেখানেই নতুন জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠন হয়। তাতেই বাদ পড়েন দলের প্রাক্তন বিধায়ক রূপা। তাঁর বদলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বেহালা পূর্বের নেত্রী শমিতা হড় চৌধুরীকে। সংসদীয় ও পুরসভার রাজনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই নেত্রীকে বাদ দেওয়ায় রাজ্য শীর্ষ নেতৃত্বও সন্তুষ্ট নন। জানা গিয়েছে, কিছু বিষয়ে মুখ খুলেছিলেন তিনি।

এক প্রাক্তন তরুণ নেতা ও এক সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার বিরুদ্ধে নারীনিগ্রহের অভিযোগে সরব হয়েছিলেন তিনি। অবসরপ্রাপ্ত এক নেতার সম্পাদকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, পেনশনভোগীদের দলের গাড়ি ব্যবহার করা, অল্পবয়সিদের পেশা ছেড়ে হোলটাইমার হওয়ার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছিলেন তিনি। এই বিষয়গুলি সোজা চোখে নেয়নি জেলা নেতৃত্বের একাংশ। তবে প্রকাশ্যে এই বিষয়ে কেউ স্বীকার করেননি। তাঁকে ছেঁটে ফেলার বিষয়ে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, রূপা অসুস্থ। কিন্তু দলের একাংশই এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়। নিয়ম অনুযায়ী, এই ধরনের ঘটনায় কাউকে বাদ দেওয়া হলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তা হয়নি। তবে রাজ্য কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি যাতে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে থাকেন সেই ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

শোকপ্রস্তাব নিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির

কলকাতা, ৯ জুন : বিধানসভার বাদল অধিবেশনের শুরুতেই মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে সরব বিজেপি। এদিন শোকপ্রস্তাবে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের নামের উল্লেখ না থাকায় বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতে বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ-সভা করেন।

বিজেপি পরিষদীয় দলের তরফে হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে শোকপ্রস্তাবও নেওয়া হয়। তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন বিজেপি বিধায়করা। পরে এই প্রসঙ্গে শংকর ঘোষ বলেন, 'আমরা আশা করেছিলাম বিধানসভার শোকপ্রস্তাবে মালদা, মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে।

বিশেষত হিন্দু হওয়ার অপরাধে সামশেরগঞ্জে মৃত হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার প্রতি দুঃখপ্রকাশ করে শোকপ্রস্তাবে তাঁদের নাম উল্লেখ করবে সরকার। কিন্তু এই সরকার চূড়ান্ত হিন্দুবিরোধী। সেই কারণেই তারা শোকপ্রস্তাবে হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসের নামের কোনও উল্লেখ করেনি।'

যদিও এ প্রসঙ্গে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিভিন্ন ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়, সকলের নাম তো বিধানসভার শোকপ্রস্তাবে রাখা সম্ভব নয়।' এর আগে বিধানসভার শোকপ্রস্তাবে আরজি করের নির্যাতিতার নামের উল্লেখ না থাকা নিয়ে সরব হয়েছিল বিজেপি।

অভিষেকের ছবিতে নতুন করে জল্পনা

কলকাতা, ৯ জুন : যাদবপুর-বাঘাযতীন এলাকায় এখন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সহ পোস্টারের ছড়াছড়ি। তবে সেখানে নেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও ছবি। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর নামের উল্লেখও নেই পোস্টারে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্যান ক্লাবের অন্যতম আহ্বায়ক সুমিত চৌধুরীর মত, 'এই পোস্টারের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সফরে দলের সেনাপতির জাপানে অংশগ্রহণ করার ঘটনাকে জনগণের সামনে তুলে ধরতেই ক্লাবের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মূলত জনস্বার্থে কাজ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা এর আগেও বজবজের হাসপাতালে দুটি বেড দিয়েছি। বছরে চার-পাঁচবার অভিষেকের প্রতি সম্মান জানিয়ে বস্ত্র বিতরণ করি। এমনকি বিরোধীদলের কর্মীরা যদি এই উদ্যোগে শামিল হতে চান, তাহলেও আমরা তাঁদের স্বাগত জানাব।' এলাকার কাউন্সিলার বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের বক্তব্য, 'ফ্যান ক্লাব এর আগেও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। তবে আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে পোস্টারের কোনও সম্পর্ক নেই। ওটা তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ। আমরা দলীয় নির্দেশে কাজ করি।'

কোনও পোস্টারে লেখা, 'জয়তু সেনাপতি'। আবার কোনও পোস্টারে লেখা, 'ভারতের গর্ব বাংলার গর্ব'। সুমিত বলেন, 'পোস্টারে ফ্যান ক্লাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস দ্বারা প্রচারের কোনও উল্লেখ তো নেই। আমরা শীঘ্রই ডায়মন্ড হারবার এলাকায় প্রচার চালানোর জন্য অভিষেকের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে একটি ট্যাবলো বানাব।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

অহংয়ের খেসারত

ঔদ্ধত্য মানুষকে নিঃসঙ্গ করে। ক্ষমতালিপ্সুদের আরও বেশি। কিন্তু গাড্ডায় পড়লে সেই তারাই আপস করতে বাধ্য হয়। বেঁচে থাকার জন্য, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমঝোতা ছাড়া উপায় থাকে না। সেই লক্ষ্যে সংকীর্ণ স্বার্থ থাকে বৈকি। কিন্তু আপাতভাবে ভেদ ভুলে সমন্বয় তৈরি করার হাতেগরম নজির মহারাষ্ট্রের ঠাকরে বংশের সর্বশেষ ঘটনাবলি। বালাসাহেব ঠাকরের উত্তরাধিকারের লড়াই নিয়ে তিক্ততায় হয়তো ইতি টানতে চলেছেন উদ্ধব ও রাজ।

সম্পর্কে দুজন তুতো ভাই। কিন্তু ঔদ্ধত্য, ক্ষমতালিপ্সার কঠিন পাথরে দুজন হয়ে উঠেছিলেন পরস্পরের জাতশত্রু। শিবসেনা ভেঙে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা তৈরি করেছিলেন বালাসাহেবের ভাইপো রাজ। উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত রেষারেষি মহারাষ্ট্রের ক্ষমতার সমীকরণে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে। দুজন ক্ষমতার করিডরে দুই বিপরীত দিকে হেঁটেছেন বরাবর। বালাসাহেব-পুত্র উদ্ধব সেই কাজে ব্যবহার করেন শিবসেনাকে। রাজ কাজে লাগিয়েছেন তাঁর মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনাকে।

কালের স্রোতে জনতার দরবারে দুজনই এখন কোণঠাসা। বালাসাহেব বেঁচে থাকতে কংগ্রেস ছিল শিবসেনার ঘোর শত্রু। কিন্তু মহারাষ্ট্রের শাসন নিজের হাতে নেওয়ার ব্যক্তিস্বার্থে উদ্ধব জোট গড়েছিলেন কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ত্যাগী শারদ পাওয়ারের ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে। এই নীতিহীনতার খেসারত দিতে হয় শিবসেনাকে। শাসনদণ্ড হাতে নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ভাঙন ধরে শিবসেনায়। অধিকাংশ বিধায়ক, সাংসদকে নিয়ে শিবসেনা নামে আরেকটি দল গড়ে ফেলেন একনাথ শিন্ডে।

দলের মধ্যে সেই টানাপোড়েনের খেসারত হিসেবে মহারাষ্ট্রে পতন ঘটেছিল উদ্ধব মন্ত্রীসভার। আলাদা দল গড়ে রাজ ঠাকরেও মহারাষ্ট্রের ক্ষমতার করিডরে তেমন কোনও ছাপ ফেলতে পারেননি। বরং বালাসাহেবের হিন্দুত্বের ভাবনাকে উসকে মহারাষ্ট্রে রাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। শিবসেনার প্রাণপুরুষের মূল মতাদর্শের জায়গাটা ছিনতাই করে নিয়েছে বিজেপি। সেই বাস্তবের মোকাবিলায় উদ্ধব ও রাজরা বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প তৈরি করতে চরম ব্যর্থ হয়েছেন।

অস্তিত্বের এই সংকটে মারাঠা অস্মিতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন দুজনে। দুই ভাইয়ের ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করতে অন্য বিকল্প কিছু নেই। কিন্তু এককভাবে মারাঠা অস্মিতাকে উসকে লাভ তেমন নাও হতে পারে বুঝে দীর্ঘদিন পর হাত ধরতে চলেছেন দুই ভাই। মহারাষ্ট্রে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, রাজের দলের সঙ্গে হাত মেলাতে শিব সৈনিকদের আপত্তি নেই বলে উদ্ধব নিজে মন্তব্য করায়।

উভয় দলের সাধারণ নেতা-কর্মীদের মনের তাগিদও সে রকমই। ফলে একসময় যে অহং দুই ভাইয়ের সাপে-নেউলে সম্পর্কের কারণ ছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে ক্ষমতা অনেক দূরে বুঝতে পেরে। ফের এক ছাদের তলায় সংসার পেতে অন্তত ভাগাভাগি করে হলেও ক্ষমতার স্বাদ নিতে মরিয়া তাঁরা। ক্ষমতার ইতিহাসে ঔদ্ধত্যের কারণে পতনের পরিণামের উদাহরণ অনেক। বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমরা ২৩৫ আস্ফালন অনেকের স্মরণে আছে।

সেই ঔদ্ধত্য বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সিপিএমের নেতা-কর্মীদের সংক্রামিত করেছিল। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ সেই ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছিল বামফ্রন্টকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে। সিপিএম এখনও সেই অন্যায়ের খেসারত দিয়ে যাচ্ছে। সংসদীয় রাজনীতির নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে ধীরে ধীরে শূন্যে ঠাঁই হয়েছে দলটির। আইএসএফ, কংগ্রেসের হাত ধরে সিপিএমের সেই সংকটমুক্তির চেষ্টা এখনও সফল হয়নি।

উদ্ধব-রাজের যুগলবন্দিও মহারাষ্ট্রে দাগ কাটতে পারবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এখন একই রোগে আক্রান্ত। ঔদ্ধত্যের হাত ধরে বাংলা এখন সংক্রামিত শাসকের দুর্নীতি রোগে। বিরোধীরা বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প তৈরি করতে পারছে না বলে তৃণমূল বহালতবিয়তে শাসন করে চলেছে শুধু। ঔদ্ধত্যের খেসারত যে দিতে হয়, তা ইতিহাসের শিক্ষা। সিপিএম, কংগ্রেসের উদাহরণ সামনে রাখলে তা বোঝা যায়। উদ্ধব-রাজরাও আরেকবার সেটা বুঝিয়ে দিতে চলেছেন হয়তো।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

তিহারবাসেও বদলায়নি কেষ্টলীলা

সাম্প্রতিক অডিও কাণ্ড বুঝিয়ে দিল, অনুব্রত মণ্ডলের রোগ সারার নয়। দীর্ঘদিন জেলবন্দি হলেও স্বভাব না যায় মলে।

অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

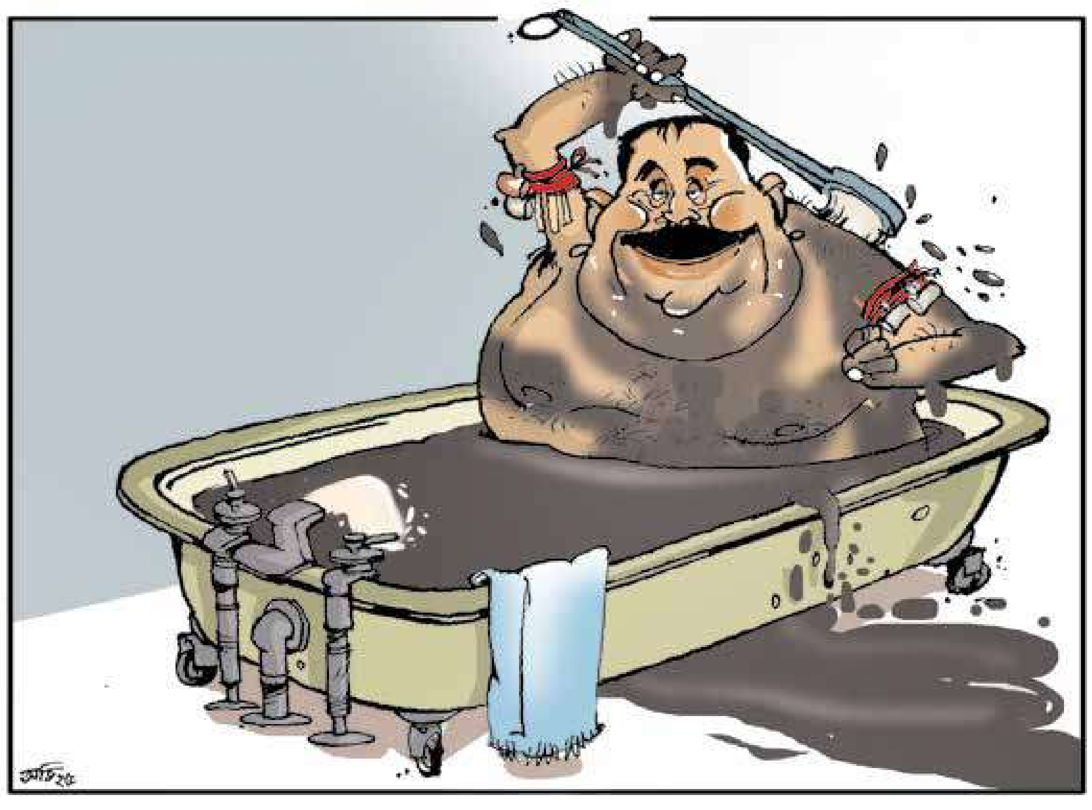

অনুব্রত আছেন অনুব্রততেই।

সংশোধনাগারে ছিলেন দীর্ঘদিন, কিন্তু সংশোধন আর তাঁর হল কোথায়! বীরভূমের 'বেতাজ বাদশা' অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট সম্পর্কে দলমতনির্বিশেষে সকলেরই একই অভিমত।

একসময় জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ পদাধিকারীর নিয়োগ-বদলি সবই হত প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সভাপতির অঙ্গুলিহেলনে। 'কেষ্টদা' মঞ্চে ভাষণ দিতে উঠলে উপস্থিত জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকত একটি সুপারহিট সংলাপের। 'তুমি যদি মস্তান হও, আমি ডন', 'পুলিশকে বোমা মারুন', 'খেলা হবে, ভয়ংকর খেলা হবে', 'চড়াম চড়াম ঢাক বাজবে', 'মেরে সুঁটিয়ে লাল করে দেব', 'গাঁজা কেসে ভরে দেব'-র মতো অজস্র জনপ্রিয় সংলাপের স্রষ্টা অনুব্রত।

কোনও সাংবাদিক সম্মেলন অথবা অন্য কোথাও অনুব্রতকে সামনে পেলেই রিপোর্টাররা ছেঁকে ধরতেন। আবদার থাকত একটাই, 'কেষ্টদা একটা ডায়ালগ হয়ে যাক।' মুড ভালো থাকলে নতুন কিছু শোনাতেন, অন্যথায় বলে দিতেন, 'না রে, আজ নয়, আরেক দিন হবে।'

এসব দীর্ঘদিন আগের কথা। তারপর অজয়-কোপাই-ময়ূরাক্ষী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। গোরু পাচার মামলায় বহু মাস তিহারবাস করতে হয়েছে তৃণমূল নেতাকে। অন্য একটি মামলায় তিহারবাসী হতে হয়েছিল তাঁর একমাত্র কন্যা সুকন্যাকেও। নানুরের সুঁচপুর গণহত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন এবং মামলা থেকে উঠে আসা সেই এক এবং অদ্বিতীয় অনুব্রত ফের সংবাদ শিরোনামে। এবার বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে এবং তাঁর মা ও স্ত্রীর নামে কদর্য ভাষায় গালিগালাজের অডিও ঘিরে। শুধু রাজ্য-রাজনীতিই নয়, এই অডিও ভাইরাল নিয়ে জাতীয় রাজনীতিও সমান তোলপাড়। সমগ্র পুলিশ সমাজকে অসম্মান করার জন্য অনুব্রতর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা এখনও কেন নেওয়া হয়নি, জানতে চেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। বীরভূমের পুলিশ সুপার তার উত্তরও দিয়েছেন। কিন্তু জবাবে খুশি নয় কমিশন। আবার বিষয়টি নিয়ে অদ্ভুতভাবে নীরব রাজ্য মহিলা কমিশন।

কুকথার অডিও কাণ্ডকে ঘিরে বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যাশিতভাবেই এখন দু'ভাগ। একদিকে জেলা সভাধিপতি কাজল শেখের গোষ্ঠী, অন্যদিকে অনুব্রত মণ্ডলের গোষ্ঠী। কাজলের সঙ্গে অনুব্রতর বিরোধ বহু দশকের। এই দ্বন্দ্বের কথা মাথায় রেখে একসময় রাজ্য নেতৃত্ব বীরভূমকে দুটি সাংগঠনিক জেলায় ভাগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। একটি বীরভূম, যার নেতৃত্বে কাজল। অন্যটি শান্তিনিকেতন, যার মাথায় অনুব্রত। দুই নেতার বিরোধ উত্তরোত্তর বাড়লেও দায়িত্ব ভাগাভাগির পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

অনুব্রতর জেলবাসের সময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনেকেই শিবির বদল করেন। বীরভূমের সবক'টি মহকুমাতেই কেষ্ট-অনুগামীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে কাজল ওইসব এলাকায় দলে ভাঙন ধরান। জেলে বসেই কেষ্ট সেসব খবর পেতেন। কিন্তু তাঁর বড় ভরসা বরাবরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে তিনি দলনেত্রীর স্নেহধন্য। যতবার বেফাঁস কিছু বলেছেন অনুব্রত, অধিকাংশ সময়েই 'কেষ্টর মাথায় অক্সিজেন ঠিকমতো পৌঁছায় না' বলে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন মমতা।

জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে একবারও কিছু বলেননি তৃণমূল সুপ্রিমো। অথচ জেলবন্দি অনুব্রত সম্পর্কে সর্বদা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেষ্টকে দলের জেলা সভাপতি রেখে দিয়েছিলেন এই সেদিন পর্যন্ত। আসলে বীরভূমে ভোট বৈতরণি পার করার ক্ষেত্রে অনুব্রতর ভূমিকা মুখ্যমন্ত্রীর অজানা নয়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তৃণমূল নেত্রীও সবসময় তাঁর পাশে থেকেছেন। আবার এটাও ঠিক, অনুব্রতর অনুপস্থিতিতেও নির্বাচনে তৃণমূল পুরোপুরি সফল। ২০২৪ লোকসভা ভোটে বীরভূমের দুটি আসনেই জিতেছে ঘাসফুল।

এখন প্রশ্ন, অডিও কাণ্ডের পর এবার কী হবে? এবারও কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঘনিষ্ঠ কেষ্টর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবেন না? তৃণমূলে যা শুনছি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনুব্রতর ব্যাপারে যথেষ্ট বিরক্ত। অনুব্রতর অডিও ভাইরাল হওয়ার সুবাদে কমেন্টে কমেন্টে ছেয়ে যায় সমাজমাধ্যমও। কেউ লেখেন, 'অনু তো পরমাণু হয়ে গেল।' আবার কেউ লিখেছেন, 'নামেও কেষ্ট, কাজেও কেষ্ট, তাই কেষ্টর লীলা বোঝা দায়'। বোলপুর থানা একাধিকবার তলব করার পরেও অনুব্রত যাননি। মেডিকেল সার্টিফিকেট জমা দিয়ে পাঁচদিনের বেডরেস্টে থাকেন। যদিও সার্টিফিকেট নিয়েও বিতর্ক।

এসডিপিও'র অফিসে পরে একদিন যান অনুব্রত। কিন্তু মোবাইল জমা দেননি। অনুব্রতর অভিযোগ, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। যাই হোক, পুরো বিষয়টির তদন্ত চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, একই অভিযোগে বীরভূম টিএমসিপি সভাপতি বিক্রমজিৎ সাউয়ের বিরুদ্ধে যদি এফআইআর হতে পারে, তাহলে অনুব্রতর বিরুদ্ধে শুরুতেই হয়নি কেন? ইতিমধ্যে অনুব্রত-কাজল সহ জেলা কোর কমিটির ন'জনকেই ১৪ জুন কালীঘাটে তলব করেছেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। এতকাল কমিটিতে অনুব্রতর পাল্লাই ছিল ভারী। অডিও কাণ্ডের পর পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে, ১৪ জুনই বোঝা যাবে।

ঘটনা হল, বোলপুর থানার আইসিকে অনুব্রত যেভাবে গালাগালি করেছেন, তাতে দলের মহিলা কর্মী-সমর্থকরা যথেষ্ট বিড়ম্বনায়। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের হয়ে ভোট চাইতে যাওয়া অস্বস্তির বিষয় বলে তাঁরা মনে করছেন। মানবাধিকার কর্মী সংগীতা চক্রবর্তীর কথায়, 'এটাই অনুব্রত মণ্ডল। এই কথাটাই ২০১৭ থেকে আমি বলে আসছি। দু'বছর সংশোধনাগারে থেকে এসেও তিনি সংশোধন হননি। পুলিশের মা-মেয়েদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এবার মনে হচ্ছে সেন্ট্রাল ফোর্সকে ডাকতে হবে।' এখানে বলা দরকার, সংগীতাদেবীকেও জেলে পোরার হুমকি দিয়েছিলেন অনুব্রত।

অডিও বিতর্ক আচমকাই অনুব্রতকে সংকটে ফেলে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার এখানেই থেমে যাবে কি না সেই চর্চাও চলছে জেলাজুড়ে। স্বভাবতই কাজল-গোষ্ঠীর হম্বিতম্বিও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। কিন্তু মানতেই হবে, এখনও গোটা বীরভূমে অনুব্রত-সমর্থকের সংখ্যা হেলাফেলা করার নয়। দিনকয়েক আগেই বোলপুর তৃণমূল কার্যালয়ে অনুব্রতর দর্শন পেতে আসেন অসংখ্য মানুষ। সেই ভিড়ে ছিলেন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই। অডিও বিতর্ক নিয়ে শোরগোলের মধ্যেই অনুব্রতর পদযাত্রা, মিছিল সবই হয়েছে। এবং ভাষণে নাম না করে কাজল শেখকে আক্রমণও অব্যাহত। কোথাও 'রাখাল বাগাল' বলে আক্রমণ করছেন তো কোথাও বলছেন, 'রাজনীতি কারও বাপের নয়।'

বোলপুর নীচুপট্টির মাছ বাজারে একসময় মাছ বিক্রি করতেন অনুব্রত মণ্ডল। সেখান থেকে বীরভূমের 'বেতাজ বাদশা'। সত্তরের দশকে বলিউডের সেলিম-জাভেদ জুটির কোনও হিট ছবির নায়কের মতোই উত্থান কেষ্টর। বছরকয়েক আগে ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে মারা যান তাঁর স্ত্রী। তার পরপরই গোরু পাচার মামলায় গ্রেপ্তার হন অনুব্রত। প্রথমে আসানসোল জেল, তারপর তিহার জেল ছিল তাঁর ঠিকানা। অন্য একটি মামলায় কিছুদিন পর তাঁর মেয়ে সুকন্যাও হন তিহারবাসী। তিহারে বন্দিদশায় মাঝেমধ্যে আদালতে মুখোমুখি হয়েছেন বাবা-মেয়ে। মেয়েকে দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি, হাউহাউ করে কেঁদেছেন অনুব্রত।

সকলেই ভেবেছিলেন, জেলফেরত অনুব্রত নিশ্চয়ই অন্য মানুষ। কিন্তু সাম্প্রতিক অডিও কাণ্ড বুঝিয়ে দিল, অনুব্রতর রোগ সারার নয়। তবে বীরভূমের যে কোনও ভোটে কেষ্ট মণ্ডল এখনও একটা ফ্যাক্টর। সেই কারণেই কাজলরা যতই উল্লসিত হন, দলনেত্রী তাঁর প্রিয় কেষ্টকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলবেন না বলেই অনুমান। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এতবড় ঝুঁকি কখনোই নিতে যাবেন না তৃণমূল সুপ্রিমো।

আজ

১৯৫৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ব্যাডমিন্টন তারকা প্রকাশ পাড়ুকোন।

২০২১

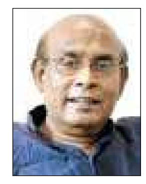

বিশিষ্ট পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

শান্ত হন, শান্ত হন! আমরা সবে নেশনস লিগ জিতেছি। বিশ্বকাপ এখনও এক বছর দূরে। ওটা আমাদের জিততে হবে। আমার বাচ্চারা স্পেনের নাগরিক। আমাকে মজা করে বলত, ফাইনালে স্পেনই জিতবে। কাপটা জেতার পর ওদের বাবার সম্পর্কে শ্রদ্ধা হয়তো সামান্য হলেও একটু বাড়বে।

- ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

ভাইরাল/১

বাচ্চাকে নিয়ে নদীতে জল খাচ্ছিল দুটি হাতি। সেই সময় একটি হাতির শুঁড় কামড়ে ধরে এক কুমির। হাতি তাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে। আছাড় মেরে কুমিরটিকে ছাড়ায়। তারপর সেখান থেকে পিঠটান দেয় হাতির দল।

ভাইরাল/২

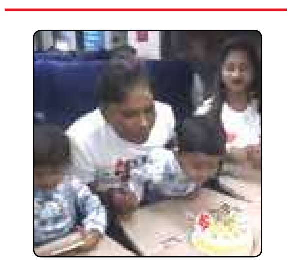

বন্দে ভারতে জন্মদিন পালন। ছেলের জন্মদিনে কাশ্মীরে চালু হওয়া প্রথম বন্দে ভারতে উঠেছিল একটি পরিবার। সেখানে কেক কেটে, মোমবাতি জ্বালিয়ে পালিত হয় জন্মদিন। যদিও ট্রেনে দাহ্য পদার্থ নিয়ে যাওয়া বারণ। বাবা-মায়ের সমালোচনায় নেটনাগরিকরা।

জনমন
জনমত

চাঁচল যেন মরুভূমি

৫ জুন আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি সহ অন্যত্র যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়েছে এবং তার দীর্ঘ প্রতিবেদনও উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু উত্তর মালদার চাঁচলে গাছের চারাও বিতরণ করা হয়নি, পরিবেশ দিবস পালনের কথাও শোনা যায়নি। কিন্তু চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর সহ মালদার বিস্তীর্ণ এলাকা ক্রমে মরুভূমি হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। এই অবস্থায় আমরা কয়েকজন মিলে চাঁচল কলেজের মাঠের কোণে পলাশ, অশোক সহ ছয়টি চারাগাছ লাগিয়েছি। এভাবে যদি স্থানীয় পঞ্চায়েত, সরকারি দপ্তর, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে আসে তাহলে চাঁচল ও পার্শ্ববর্তী এলাকাকে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা যাবে। আসুন, আরও বড় করে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নিই।

সমর্পিতা পাল, চাঁচল, মালদা।

মশার উপদ্রব

গত বেশ কয়েক বছর ধরে জলপাইগুড়িতে পুরসভার তরফে কোনওরকম মশার তেল ব্যবহার করা হচ্ছে না। অথচ এখানে মশা যেভাবে বংশবিস্তার করেছে তাতে দিনেরবেলা দাঁড়ানো যায় না। যদি ড্রেনে বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তেল স্প্রে করা না হয় তাহলে আমরা সুরক্ষা পাব কোথা থেকে? পুরসভার উপরই তো আমাদের ভরসা।

তাছাড়া পুরসভার জল দুই নম্বর ওয়ার্ডে কারও ট্যাংকিতেই ওঠে না। দীর্ঘদিন যাবৎ এমন সমস্যা। কেউ দেখার নেই। একদিকে জল নেই, আরেকদিকে মশা- নাজেহাল করে দিল আমাদের। পুরসভার কাছে আর্জি, শীঘ্রই মশার তেল ব্যবহার করে মানুষকে একটু স্বস্তি দিন।

মমতা চক্রবর্তী
উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বোরোলি বাঁচানো বা বাড়ানোর উদ্যোগ নেই

বিহারের কোশী নদীর পিয়ালিকে বোরোলি বলে চালানো হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। বোরোলি নিয়ে রাজ্য সরকার ভাবে না।

মৈনাক ভট্টাচার্য

উত্তরবঙ্গীয়রা নাকি স্বভাবে প্রকৃতির মতো নম্রশ্যামল, জলবায়ুর মতো চোরা উষ্ণতার সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টির মতোই শান্ত। শুনতে মিষ্টি লাগলেও এর নেতিবাচক দিকটা কিন্তু 'গেম অফ চিকেন' তত্ত্বের অবিশ্বাস। অর্থাৎ কিনা প্রতিযোগিতা না করে নিজের অধিকারের দায় অন্যের দাক্ষিণ্যে প্রহর গোনা ধাতের।

গজলডোবার বাঁধে গিয়ে বসলে কবি বিনয় মজুমদার যখন কানের কাছে এসে ফিশফিশ করেন- একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে/ দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে/ পুনরায় ডুবে গেলো- এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে/ বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হ'লো ফল।" রক্তিম এই ডাঁসা ফল তখন যেন উত্তরের রুপোলি জলজ বোরোলি।

আমরা কথায় বলি মাছে ভাতে বাঙালি, তবু বুক চিতিয়ে অহংকার করতে পারি না- "তোমাদের জামাই আপ্যায়নের ইলিশ আছে, আমাদের অতিথির মন মজানো বোরোলি।" পাছে সেই স্বভাবজাত ভয়, দুম করে কেউ না সুকুমার রায় আউড়ে দেয়,"বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন?- কোথায় চুনো বোরোলি আর কোথায় ইলিশ।"

অথচ কত পর্যটক প্রকৃতি পাহাড়ের টানের সঙ্গে ফি বছর উত্তরবঙ্গে ফিরে ফিরে আসেন স্রেফ বোরোলির মৌতাতে। পরিসংখ্যানে এই খুদে মাছটি জিভে জল আনা স্বাদ গন্ধেও ইলিশের সঙ্গে টেক্কা তো দেয়ই, বাড়তি আকর্ষণ জাতে চুনো হওয়ায় প্রাণীজ প্রোটিনের আধার এবং ভক্ষণে গুরুপাকহীনতা। ঠগের বাজারে তাই বিহারের কোশী নদীর পিয়ালিকে কখনও

বোরোলি বলে চালানোর রেওয়াজ।

একদা কোচবিহারের মহারানি ইন্দিরা দেবীর অতি পছন্দের কারণে প্রথম প্রচারের আলোয় আসে উত্তরের রুপোলি শস্য বোরোলির গুণপনা। স্বভাবেও কিন্তু বোরোলি ইলিশের মতোই আদুরে প্রকৃতির, ঝাঁক ধরে চলে, নদীর স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে। বোরোলির বিশেষ পছন্দ উত্তরবঙ্গের নদীপ্রকৃতির পরিবেশ। জলের স্রোত যেখানে সাধারণত দ্রুত এবং বর্ষাকালে উত্তাল থাকে। জল সংকীর্ণ স্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে গতি বাড়ায়, পাহাড়ের পাদদেশের এমন স্বচ্ছ জলধারাই বোরোলির আদর্শ প্রজনন ক্ষেত্র। তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি নদীতেই মেলে বোরোলি। খুব সামান্য হলেও মানসাই, ধরলা, রায়ডাক, করলা, বালাসন কিংবা মেচিতেও দেখা মেলে।

বিহারের মিথিলা অঞ্চলের 'রোহু' মাছ তার বিশেষ স্বাদের জন্য পরিচিত, তামিলনাড়ু রামানাথনের ঐতিহ্যবাহী সমুদ্র-লবণ শুঁটকিও পরিচিত। এইসব মাছের জন্য জিআই ট্যাগ অর্জনের চেষ্টা চলছে। কত সম্ভাবনা উত্তরের নিজস্ব এই জলজ ফসল নিয়ে। তবু বোরোলি ফলন বাড়ানোর জন্য কিংবা বাঁচানোর জন্য কোনও প্রকল্পই নেওয়া হয় না।

এর জিআই ট্যাগ কিংবা ব্র্যান্ডিং ভাবনা যে আমাদের অর্থনীতির নতুন দিশা দেখাতে পারে সে ভাবনা নিয়েও অদ্ভুত এক হিরণ্ময় নীরবতা উত্তরবঙ্গের। এই নীরবতা দেখলে এখন একটা মুখ ভেসে উঠছে, যিনি বারে বারে মনে করিয়ে দিতে চান- "নীরবতা ভাঙাই আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।" তিনি আর কেউ নন, এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে আলোচিত এক নারীমুখ। আন্তর্জাতিক বুকার জয়ী কন্নড় সাহিত্যিক বানু মুস্তাক।

(লেখক শিলিগুড়ির ভাস্কর এবং সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। লুকানো অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি ৩। সারাদিনের অথবা মাসের জমাখরচের বিবরণ ৫। অনাবৃষ্টি সমস্যায় ভুগছে যে এলাকা ৬। ঢেঁকি বা মিলের ছাঁটা চাল ৭। দেবী দুর্গার শক্তি যে নামে পরিচিত ৯। যে ব্যক্তি চালাকের ভান করে ১২। ফুলের পরাগ বা রেণু ১৩। যার থাকার জায়গা নেই।

উপর-নীচ : ১। মহা মূল্যবান সবুজ রংঙের রত্ন ২। অসৎ উপায়ে অর্জিত জিনিসের ভাগ ৩। মুসলিম মহিলাদের শরীরের আবরণ ৪। কোনও কাজের দায়িত্ব দেওয়া ৫। দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তি ৭। জাগলে না, ঘুমোলে ডাকে ৮। ছয় মাথাওয়ালা দেবতা ৯। এক প্রজাতির ধান ১০। ফলের রাজা আম ১১। চুকলি করা, ঝগড়া বাধানোর চেষ্টা।

সমাধান ■ ৪১৬১

পাশাপাশি : ১। কেশাগ্র ৪। হাসিল ৫। ছানি ৭। কীটাণু ৮। লটকানো ৯। সটকানো ১১। সাঙনা ১৩। হপ্তা ১৪। জব্বর ১৫। দামাল।

উপর-নীচ : ১। কেতকী ২। গ্রহাণু ৩। গোলগাল ৬। নিড়ানো ৯। সমীহ ১০। নোনাজল ১১। সারদা ১২। নাকাল।

বিন্দুবিসর্গ

মধুচন্দ্রিমায় স্বামীহন্তা সোনম, বিশ্বাস হচ্ছে না পরিবারের

শিলং, ৯ জুন : মেঘালয়ে নবদম্পতি নিখোঁজ কাণ্ডে নয়া মোড়।

১৭ দিন ধরে বেপাত্তা ছিলেন মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় যাওয়া সোনম রঘুবংশী। কয়েকদিন আগে তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী রাজা রঘুবংশীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হলেও খোঁজ মিলছিল না তরুণীর। সোমবার ভোররাতে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরের এক ধাবা থেকে বাড়িতে ভিডিও কল করেন নিখোঁজ সোনম। সেই ফোন কলই ধরিয়ে দিল তরুণীকে।

সোনমকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করছে গাজিপুর পুলিশ। কীভাবে তিনি শিলং থেকে গাজিপুরে পৌঁছোলেন, গত ১৭ দিনে তাঁর সঙ্গে কী কী ঘটেছে, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চাওয়া হচ্ছে। রাজার সঙ্গে বিয়ের আগে সোনমের সঙ্গে রাজ কুশওয়াহা নামে এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে সন্দেহ পুলিশের। বিয়ের পরেও দু'জনের যোগাযোগ ছিল। ওই কুশওয়াহাই কি এই খুনের মাস্টারমাইন্ড? সেই কারণেই সোনম স্বামীকে খুন করেছেন অথবা করিয়েছেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়ে ধৃত তরুণীর মা সংগীতা বলেন, 'কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল তা তদন্তের পরেই জানা যাবে। কিন্তু মেয়েকে যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, আপাতত সেটাই স্বস্তির।'

এই মামলায় এ পর্যন্ত সোনম ছাড়াও আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রাজ কুশওয়াহা, যাঁর সঙ্গে সোনমের প্রেমের সম্পর্ক । বাকি তিনজন অভিযুক্তের নাম আকাশ রাজপুত, বিকাশ ওরফে ভিকি এবং আনন্দ। মেঘালয় পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হাত থেকে সোনমকেও তারা হেপাজতে নেবে। পুলিশের দাবি, চাপের মুখে অপরাধ কবুল করেছেন সোনম। তিনি মধ্যপ্রদেশের তিনজন ভাড়াটে খুনিকে লাগিয়েছিলেন রাজাকে খুন করতে। যদিও এ নিয়ে ধন্দ রয়েছে রাজা ও সোনমের পরিবারের। দুই পরিবারের তরফেই সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। নিহত তরুণের মা উমা বলেন, 'সোনম যদি দোষী হয়, তবে কঠোরতম শাস্তি চাই। নির্দোষ হলে দোষারোপ করব না। মেয়ের মতোই আদর করতাম ওকে।' অবশ্য তাঁর দাবি, রাজাকে ১০ লক্ষ টাকার গয়নাগাটি পরিয়ে একরকম জোর করেই শিলংয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সোনম। পুত্রবধূ সকলের সঙ্গে এত মিষ্টিভাবে কথা বলতেন যে কারও মনে কোনও সন্দেহই হয়নি। অন্যদিকে সোনমের ওপর সন্দেহ থাকলেও এখনই তাঁকে 'অভিযুক্ত' বলে দাগিয়ে দিতে চান না সোনমের দেওর বিপিন রঘুবংশী।

সোনমের বাবা দেবী সিং দাবি বলেন, 'পুলিশ স্থানীয়দের মিথ্যা কথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে। মেয়ে নির্দোষ, সিবিআই তদন্ত চাই। পুলিশ তো ওর সঙ্গে কথাই বলেনি, তবু দোষী বানিয়ে দিয়েছে।'

১১ মে পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে হয় সোনম ও রাজার। ২০ মে তাঁরা মধুচন্দ্রিমায় যান মেঘালয়ে। ২৩ মে তাঁরা এসে পৌঁছোন চেরাপুঞ্জিতে। এরপরই তাঁরা নিখোঁজ হন। ২ জুন রাজার দেহ মেলে চেরাপুঞ্জির সোহরায় একটি খাদের নীচে ওয়াইসডং জলপ্রপাতের কাছে থেকে। দেহে গয়নাগাটি ছিল না। পরে উদ্ধার হয় রক্তমাখা একটি দা ও দম্পতির ব্যবহৃত রেনকোট। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে রাজা রঘুবংশীর মাথার সামনে ও পিছনে দুটি আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি সম্ভবত 'দা' ধরনের ধারালো হাঁসুয়া। সেটি গুয়াহাটির একটি বাজার থেকে কেনা হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সোমবার কাকভোরে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে সোনমের সন্ধান পাওয়া যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ভোর নাগাদ গাজিপুরের নন্দগঞ্জ এলাকায় বারাণসী-গাজিপুর রোডের ওপর 'কাশী ধাবা'য় পৌঁছোন সোনম। কাঁদতে কাঁদতে ধাবার মালিকের কাছ থেকে তাঁর ফোনটি চান। সেই ফোন থেকেই ভিডিও কল করেন বাড়িতে।

ধাবা মালিক সাহিল যাদব জানিয়েছেন, রবিবার রাত প্রায় ১টা নাগাদ সোনম তাঁর ধাবায় এসে হাজির হন। একা, ভীত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে তিনি ধাবায় ঢোকেন। বলেন, বাড়িতে ফোন করতে হবে। সাহিল তাঁকে নিজের ফোন দেন। ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার পর সোনম আবারও কান্নায় ভেঙে পড়েন। এরপর সাহিলই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সাহিলের কথায়, 'তরুণীকে দেখে বুঝেছিলাম ভয়ংকর কিছু ঘটে গিয়েছে। তাই প্রশ্ন না করে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। তরুণী বলেছিলেন, গয়নাগাটি লুঠ করে চোখের সামনেই তাঁর স্বামীকে খুন করা হয়েছে। তাঁর কথায় অবিশ্বাস করার মতো কিছু দেখিনি।'

পুলিশের দাবি, মেঘালয়ে রাজা হত্যায় ছিল ভাড়াটে খুনিরা

একনজরে

- স্বামী রাজা রঘুবংশীকে ১০ লক্ষ টাকার গয়নাগাটি পরিয়ে জোর করেই শিলংয়ে নিয়ে যান ইন্দোরের সোনম
- সোনমের সঙ্গে রাজ কুশওয়াহা নামে এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সে হয়তো এই খুনের মাস্টারমাইন্ড
- প্রেমের কাঁটা সরাতেই কুশওয়াহার সঙ্গে মিলে মেঘালয়ের নির্জন পাহাড়ে

মধুচন্দ্রিমার পরিকল্পনা

- কুশওয়াহার সাহায্যে তিন ভাড়াটে খুনিকে নিয়োগ
- রক্তমাখা একটি দা ও দম্পতির ব্যবহৃত রেইনকোট উদ্ধার
- রাজার মাথার সামনে ও পিছনে দুটি জোরালো আঘাতের চিহ্ন
- তিন ভাড়াটে খুনিকে সঙ্গে নিয়ে খুনের মূল কারিগর কুশওয়াহাই
- খুনে জড়িত সোনমও, অন্তত পরিকল্পনায় তো বটেই

পিছোল মহাকাশযাত্রা

শ্রীহরিকোটা, ৯ জুন : খারাপ আবহাওয়ার কারণে ফের পিছিয়ে গেল ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার মহাকাশযাত্রা। মঙ্গলবার আমেরিকা, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির মহাকাশচারীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার কথা ছিল শুভাংশুর। কিন্তু তা পিছিয়ে বুধবার করা হয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো জানিয়েছে, অ্যাক্সিয়ম-৪ নামের অভিযানের আওতায় শুভাংশুর আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে যাওয়ার কথা ছিল। আমেরিকার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেসএক্স ড্রাগন রকেটে যাত্রা করার কথা ছিল ভারত সহ ৪ দেশের মহাকাশচারীদের। কিন্তু রবিবার থেকে উৎক্ষেপণকেন্দ্র এলাকার আবহাওয়া খারাপ হতে থাকে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে অভিযানের দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ১১ জুন আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন শুভাংশুরা।

প্রেমিকাকে কুপিয়ে খুন

বেঙ্গালুরু, ৯ জুন : বিবাহিত প্রেমিকাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে তারা। বেঙ্গালুরুর 'ওয়ো'র হোটেলে ঘটে এই ঘটনা। প্রেমিকার বয়স ৩৩, তরুণের ২৫।

পুলিশ জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুর পূর্ণপ্রজ্ঞার কাছে একটি হোটেলে উঠেছিলেন হরিণী এবং যশেস। তাঁরা দু'জনেই কেনগেরির বাসিন্দা এবং একে অন্যের পড়শিও বটে। শুক্রবার তাঁরা 'ওয়ো'র হোটেলে ওঠেন। মনে করা হচ্ছে, সেই দিনই হরিণীকে খুন করেন যশেস। হোটেল ঘরে দু'জনের ঝগড়ার সময় ছুরি নিয়ে হরিণীকে কোপান আট বছরের ছোট প্রেমিক। বেঙ্গালুরু পুলিশের আধিকারিক বলেন, 'মোট ১৭ বার কোপ মারা হয়েছে মহিলার শরীরে।'

হোটেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খবর পেয়ে সোমবার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ২৫ বছরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তরুণীর অনেক দিনের সম্পর্ক। তবে সেই সম্পর্ক ছাঁদনাতলা পর্যন্ত গড়ায়নি। হরিণীর বিয়ে হয় অন্যত্র। তাঁর দুই সন্তানও রয়েছে। কিন্তু বিয়ের পরেও পড়শি তরুণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর। সম্প্রতি দুই পরিবারেই এ নিয়ে অশান্তি হচ্ছিল। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যেও ঝগড়াঝাঁটি চলছিল। সেসব 'ঠিক' করার জন্য হোটেলে দেখা করেছিল দুজনে।

সুকমায় নিহত পুলিশকর্তা

রায়পুর, ৯ জুন : সোমবার ছত্তিশগড়ের সুকমায় মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) আকাশ রাও গিরিপুঞ্জের। আহত ৩ জন। বিজাপুর অঞ্চলে যৌথবাহিনীর অভিযানে মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুধাকর এবং তেলেঙ্গানা রাজ্য কমিটির সদস্য

ভাস্কর সহ একাধিক নেতার মৃত্যুর প্রতিবাদে মঙ্গলবার দেশব্যাপী বনধ ডেকেছে মাওবাদীরা। তার আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে রবিবার কোন্টা-এরাবোরে সড়কের কাছে দোন্দ্রা এলাকায় বাহিনী নিয়ে টহল দিচ্ছিলেন আকাশ। সেই সময় আইইডি বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন আকাশ সহ কয়েকজন পুলিশকর্মী।

আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার মৃত্যু হয়েছে আকাশের। আহত বাকি পুলিশকর্মীদের অবস্থা স্থিতিশীল। গত কয়েকদিনে ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী দমনে ব্যাপক সাফল্যের পর পুলিশকর্তার মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন।

অনুমতি রানাকে

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানাকে পরিবারের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দিল দিল্লির একটি আদালত। সোমবার আদালত জানিয়েছে, জেলের নিয়ম কঠোরভাবে মেনে একবারই পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে পারবে রানা। তিহার কর্তৃপক্ষকে সেই কথোপকথনের রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে।

প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তবতা, তর্জা

তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : '২৪-এর লোকসভা ভোটে জিতে কেন্দ্রে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ। সোমবার ছিল সেই তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি। নোটবন্দি, করোনা লকডাউন পর্ব পার করে গত আর্থিক বছরে জিডিপির গড় বৃদ্ধি সাড়ে ৬ শতাংশ। তবে কর্মসংস্থান, শিল্পে বিনিয়োগ নিয়ে চিন্তা রয়েই গিয়েছে। পাশাপাশি ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্কনীতি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের মতো আন্তর্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাত ভারতের বিকাশে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত-পালটা মত রয়েছে। যে বিরোধ শাসক-বিরোধী তর্জায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মোদি সরকারের সাফল্যের খতিয়ান পেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। তিনি বলেন, 'সুশাসন, দরিদ্রদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের কাজ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মোদি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন। তিনি সবসময় সক্রিয়। সব ব্যাপারেই জনতার পাশে থাকেন'। সরকারের সাফল্য হিসাবে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ, তিন তালাক বাতিল, ওয়াকফ সংশোধনী, নোট বাতিল, মহিলা সংরক্ষণ বিলের উল্লেখ করেন নাড্ডা।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সমালোচনার জবাবও দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, 'রাহুল গান্ধি দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরোধী নেতার ভূমিকা পালন করছেন। ঈশ্বর তাঁকে সুবুদ্ধি দান করুন।' কেন্দ্রে টানা ১১ বছর ক্ষমতায় থাকা উপলক্ষ্যে এদিন এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'আমরা আমাদের যৌথ সাফল্যের জন্য গর্বিত। আশা, আত্মবিশ্বাস এবং একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলার এক নতুন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছি।' পোস্টটির সঙ্গে '১১ বছরের সেবা' হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

কেন্দ্র-বিজেপির প্রচারের জবাব দিতে দেরি করেনি কংগ্রেস। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'গত ১১ বছরে কেন্দ্র কোনও প্রশ্নের জবাব দেয়নি, কোনোরকম পরিবর্তন আনেননি। যেটা করে তা হল গালভরা প্রচার। এই সরকার ২০২৫ সালের কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ২০৪৭ সালের স্বপ্ন ফেরি করে বেড়াচ্ছে।' কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'আজ বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাকে দুপুর ১২টায় সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ডাকা হয়েছে।... প্রধানমন্ত্রী এখনও কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? নাকি প্রশ্নোত্তর তৈরি করার মতো লোকজনকে খুঁজতে সময় লাগছে? নাকি ভারত মণ্ডপম এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি?'

তৃণমূল কংগ্রেসও এদিন বিজেপির প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তব অবস্থা নিয়ে সরব হয়েছে। গরিব-মধ্যবিত্তের দুর্দশা থেকে মহিলাদের নিরাপত্তা, কৃষকদের দুরবস্থা, রেল পরিকাঠামোর অবনতি, দুর্নীতি দমন সংস্থার ব্যর্থতার পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে তৃণমূল।

তৃণমূল জানিয়েছে, দেশে প্রায় ৭.৫ কোটি মানুষের দৈনিক আয় ২২৫ টাকার কম। যেখানে একটি নিরামিষ থালির গড় দাম ৭৭ টাকা, সেখানে দেশের দরিদ্রতম মানুষদের মাথাপিছু আয় মাত্র ৬৮ টাকা। ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ২.৩ শতাংশ হারে। তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের দাবি, বিজেপি মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করলেও সেটি বাস্তবায়নের জন্য কোনও সময়সীমা স্থির করেনি। লোকসভায় বিজেপির মহিলা সাংসদ মাত্র ১৩ শতাংশ। তৃণমূলের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দেশে প্রতিদিন ৩০ জন কৃষক আত্মহত্যা করছেন। ২০১৮-'২৩ পর্যন্ত গ্রামে শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে মাত্র ০.৪ শতাংশ। কৃষি মজুরি বৃদ্ধির হার ০.২ শতাংশ। ইডি গত ১১ বছরে ৫,২৯৭টি মামলা দায়ের করলেও আদালতে বিচার চলছে মাত্র ৪৭টির। সাংসদ ও বিধায়কদের বিরুদ্ধে ১৯৩টি মামলা হয়েছে। কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন মাত্র ২ জন। বিজেপির দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

> আমরা আমাদের যৌথ সাফল্যের জন্য গর্বিত। আশা, আত্মবিশ্বাস এবং একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলার এক নতুন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছি।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

> গত ১১ বছরে কেন্দ্র কোনও প্রশ্নের জবাব দেয়নি, কোনওরকম পরিবর্তন আনেনি। যেটা করে তা হল গালভরা প্রচার। এই সরকার ২০২৫ সালের কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ২০৪৭ সালের স্বপ্ন ফেরি করে বেড়াচ্ছে।
>
> **রাহুল গান্ধি**

> সুশাসন, দরিদ্রদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের কাজ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মোদি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন। তিনি সবসময় সক্রিয়। সব ব্যাপারেই জনতার পাশে থাকেন।
>
> **জেপি নাড্ডা**

নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে জেপি নাড্ডা।

ভিড়ে ঠাসা ট্রেন থেকে পড়ে মারা গিয়েছেন প্রিয়জন। শোকে দিশেহারা আত্মীয়রা ভেঙে পড়েছে কান্নায়। সোমবার থানেতে। -পিটিআই

থানেতে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত ৫

মুম্বই, ৯ জুন : ট্রেনে বাদুড়ঝোলা ভিড়। দরজায় ঝুলে যেতে গিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল অন্তত পাঁচজনের। ঘটনাটি ঘটে মুম্বই থেকে থানের কসারা যাওয়ার পথে একটি লোকাল ট্রেনে। ওই ঘটনায় ১০-১২ জন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে খবর। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদের মধ্যে তিনজনের নাম জানা গিয়েছে। তাঁরা হলেন কেতন দিলীপ সরোজ (২৩), রাহুল সন্তোষ গুপ্ত এবং ময়ূর সাহা (৫০)। দুর্ঘটনায় শিবসেনা উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি করেছে।

রেলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, দিবা-মুম্ব্রা স্টেশন সংলগ্ন এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় যাত্রীবাহী ট্রেন থেকে কয়েকজন পড়ে যান। কী কারণে এই দুর্ঘটনা, এখনও স্পষ্ট নয়। তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে রেলের দাবি, ট্রেনের ওই কামরায় অতিরিক্ত যাত্রী উঠে পড়েছিলেন। সেই কারণেই এই দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ট্রেন থেকে যাঁরা পড়ে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এক মহিলাও ছিলেন।

সোমবার সকালে ব্যস্ত সময়ে ট্রেনে ভিড় ছিল বেশি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ট্রেনে তিলধারণের জায়গা ছিল না। অনেকে ভিতরে ঢুকতে না পেরে দরজায় ঝুলছিলেন। ট্রেনের দু'দিকের দরজাতেই অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে কিছুটা এগোতেই তাঁরা হাত ফসকে ছিটকে পড়ে যান। আহতের অনেকের অবস্থাই সংকটজনক। দুর্ঘটনার কারণে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। ব্যস্ত সময়ে দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা।

দুর্ঘটনার পর টনক নড়েছে রেলের। এ বার মুম্বইয়ের সব লোকাল ট্রেনে স্বয়ংক্রিয় দরজা বসানো হবে। রেল বোর্ডের তথ্য এবং প্রচার বিভাগের অধিকর্তা দিলীপ কুমার জানান, মহারাষ্ট্রে দুর্ঘটনার পরেই রেল মন্ত্রক থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ের জন্য নতুন যে কামরাগুলি তৈরি হচ্ছে, সেখানে স্বয়ংক্রিয় দরজা বসানো হবে। পাশাপাশি বর্তমানে যে লোকাল ট্রেনগুলি মুম্বই শহরতলিতে চলাচল করে, সেগুলিতেও স্বয়ংক্রিয় দরজার ব্যবস্থা করা হবে।

কাল ইমরানের মুক্তি নিয়ে জল্পনা

ইসলামাবাদ, ৯ জুন : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সম্ভাব্য জামিন নিয়ে নতুন করে জল্পনা ছড়িয়েছে। পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর বর্তমান প্রধান গোহর আলি খান দাবি করেছেন, ২০২৩ সালের অগাস্ট থেকে কারাবন্দি থাকা ইমরান ১১ জুন জামিন পেতে পারেন। এই ইঙ্গিত অনেকের কাছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর শীর্ষকর্তা আসিম মুনিরের নরম মনোভাবের লক্ষণ বলেই ধরা পড়ছে।

পাক সংবাদমাধ্যম 'এআরওয়াই নিউজ'কে এক সাক্ষাৎকারে গোহর বলেন, 'ইমরানকে ছাড়াই চারটে ইদ কেটে গেল। তবে উনি খুব শীঘ্রই ছাড়া পাবেন। ১১ জুন তারিখটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।'

গোহর এই মন্তব্য করেছেন এমন এক সময় যখন ইমরান নিজেকে দলের 'মুখ্য পৃষ্ঠপোষক' ঘোষণা করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন জেলে বসেই দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চালানোর। যদিও ইমরান দাবি করেছেন, তাঁর

মুক্তির জন্য কোনও গোপন রফা হয়নি। তবে রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো চলছে যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে 'পর্দার আড়ালে' আলোচনা হয়েছে।

একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হয়ে সে দেশের আদিয়ালা জেলে বন্দি রয়েছেন ইমরান। আল কাদির ট্রাস্ট অর্থ তছরুপের মামলায় জামিন চেয়ে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইমরান এবং তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি। তবে তদন্তকারী সংস্থার আর্জিতে সেই শুনানি ১১ জুন পর্যন্ত পিছিয়ে দেয় আদালত।

মাস্ক পরলেই গ্রেপ্তার

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৯ জুন : সরকারের অভিবাসন নীতির বিরোধিতায় উত্তাল আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস। শনিবার শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু তারপরেও অবস্থা আয়ত্তে আসেনি। সোমবার লস অ্যাঞ্জেলেসের নানা জায়গায় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে শতাধিক বিক্ষোভকারীকে। পুলিশের বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতির জটিলতা আঁচ করে এদিন নতুন নির্দেশ জারি করেছেন ট্রাম্প। সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'এখন থেকে কেউ মাস্ক বা মুখোশ পরে প্রতিবাদে শামিল হতে পারবেন না। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে মাস্ক পরা কাউকে দেখলেই গ্রেপ্তার করা হবে।'

লস অ্যাঞ্জেলেস

লস অ্যাঞ্জেলেসের বিক্ষোভের একাধিক ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, আন্দোলনকারীদের অনেকের মুখে মাস্ক রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন যাতে তাঁদের চিহ্নিত করতে না পারে সেজন্যই প্রতিবাদীরা মাস্ক পরছেন বলে মনে করছেন ট্রাম্প। সেই কারণে মাস্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন দেশে যখন করোনা সংক্রমণের তীব্রতা বাড়ছে সেই সময় ট্রাম্পের মাস্কে নিষেধাজ্ঞা নতুন বিতর্কের জন্ম দিল বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

এদিকে লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকা চিনা নাগরিকদের সতর্ক করেছে শি জিনপিংয়ের সরকার। সোমবার চিনা বিদেশমন্ত্রক থেকে জারি করা এক পরামর্শপত্রে নাগরিকদের ভিড় বা স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলি এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। সেখানে লেখা, 'চিনা নাগরিকদের সরকারি নির্দেশ এবং মিডিয়া রিপোর্টগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলা হচ্ছে। তাঁরা যেন খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করেন। বিক্ষোভস্থল, জনবহুল এলাকা এবং স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলি এড়িয়ে চলাই বাঞ্ছনীয়।' নাগরিকরা যাতে রাতেরবেলা একা কোথাও না যান পরামর্শপত্রে তারও উল্লেখ রয়েছে।

উদ্ধারে নৌসেনা

তিরুবনন্তপুরম, ৯ জুন : কেরল উপকূলের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বড়সড়ো বিস্ফোরণ ঘটেছে সিঙ্গাপুরের একটি পণ্যবাহী জাহাজে। সোমবার সকালে হওয়া বিস্ফোরণের জেরে জাহাজে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে ভারতীয় নৌসেনা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে নৌবাহিনীর জাহাজ আইএনএস সুরত। উদ্ধারকাজে বিমান ব্যবহার করছে নৌসেনা। ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের কর্মীদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

সিঙ্গাপুরের জাহাজটির নাম এমভি ওয়ান হায় ৫০৩। ২৭০ মিটার দীর্ঘ জাহাজটি ৭ জুন শ্রীলঙ্কার কলম্বো থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। কেরল উপকূলে পৌঁছোনোর পরেই সেটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে বিশ্বের বৃহত্তম পণ্যবাহী জাহাজ এমএসসি ইরিনা কেরলের ভিঝিঞ্জাম বন্দরে নোঙর করেছে। সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ জাহাজটি নবনির্মিত বন্দরে প্রবেশ করে।

ইজরায়েলি সেনার হেপাজতে গ্রেটা থুনবার্গ

জেরুজালেম, ৯ জুন : ত্রাণবাহী জাহাজ মেডলিনকে গাজায় যেতেই দিল না ইজরায়েলি সেনা। জাহাজটিকে জোর করে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ সহ জাহাজের সব ক্রুকে আটক করেছে ইজরায়েলের সেনা। তবে ইজরায়েলি ঘেরাটোপে বন্দি হওয়ার ঠিক আগে একটি ভিডিও পোস্ট করেন গ্রেটা। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমাদের অপহরণ করার চেষ্টা করছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের নিরাপত্তাকর্মীরা আমাদের আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে অপহরণ করেছে। আমি আমার বন্ধু, পরিবার এবং সহযোগীদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন সুইডিশ সরকারকে চাপ দিয়ে আমাদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করেন।'

তারপর থেকে আর গ্রেটা বা মেডলিনে থাকা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। খবর, সিসিলি থেকে রওনা দেওয়া জাহাজটি যখন মিশর উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছোয়, সেই সময় সেটির গতিরোধ করে ইজরায়েলি সেনা। মেডলিনে ৭টি দেশের ১২ জন নাগরিক

রয়েছেন। গ্রেটা বাদে বাকিরা হলেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ফরাসি সদস্য রিমা হাসান, ফরাসি সাংবাদিক ওমর ফায়াদ, ইয়াসেমিন আকার, ব্যাপটিস্ট আন্দ্রে, থিয়াগো আভিলা, পাস্কাল মরিয়েরাস, ইয়ানিস মুহাম্মদি, সুয়াইব ওর্দু, সেরজিও তোরিবিও, মার্ক ভ্যান রেনেস এবং রেভা ভিয়ার্ড। ইজরায়েল সরকার অবশ্য শুরু থেকে গাজায় ত্রাণবাহী জাহাজ আটকানোর বিষয়টিকে লঘু করার চেষ্টা করছে। সোমবার সেদেশের বিদেশমন্ত্রক থেকে জারি বিবৃতিতে মেডলিনকে 'সেলফি ইয়ট' বলে উল্লেখ করেছে।

ইজরায়েলের দাবি, জাহাজে এক ট্রাকের কম ত্রাণসামগ্রী রয়েছে। প্রচারের আলোয় থাকতে নাটক করছেন গ্রেটারা। জাহাজের ক্রুদের একাধিক ছবি প্রকাশ করেছে ইজরায়েল সরকার। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ক্রুদের সবাই লাইফ জ্যাকেট পরে রয়েছেন। তাঁদের খাবার ও জল দেওয়া হচ্ছে। ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ওঁরা শুধু মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নাটক করছেন। ওখানে এক ট্রাকের কম ত্রাণ রয়েছে। গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার একাধিক উপায় আছে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে ইনস্টাগ্রাম সেলফি নেই।' মেডলিনে ত্রাণ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে ফ্রিডম ফ্লোটিয়া কোয়ালিশন নামে একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ জানিয়েছে, স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর রাসায়নিক পদার্থ ফেলা হয়েছিল। তাঁদের চোখ-মুখ জ্বালা করছিল। প্যালেস্তাইনে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি ফ্রানচেস্কা আলবানিজ বলেন, 'মেডলিনকে অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। ভূমধ্যসাগর এলাকার প্রতিটি বন্দরের উচিত গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠানো।'

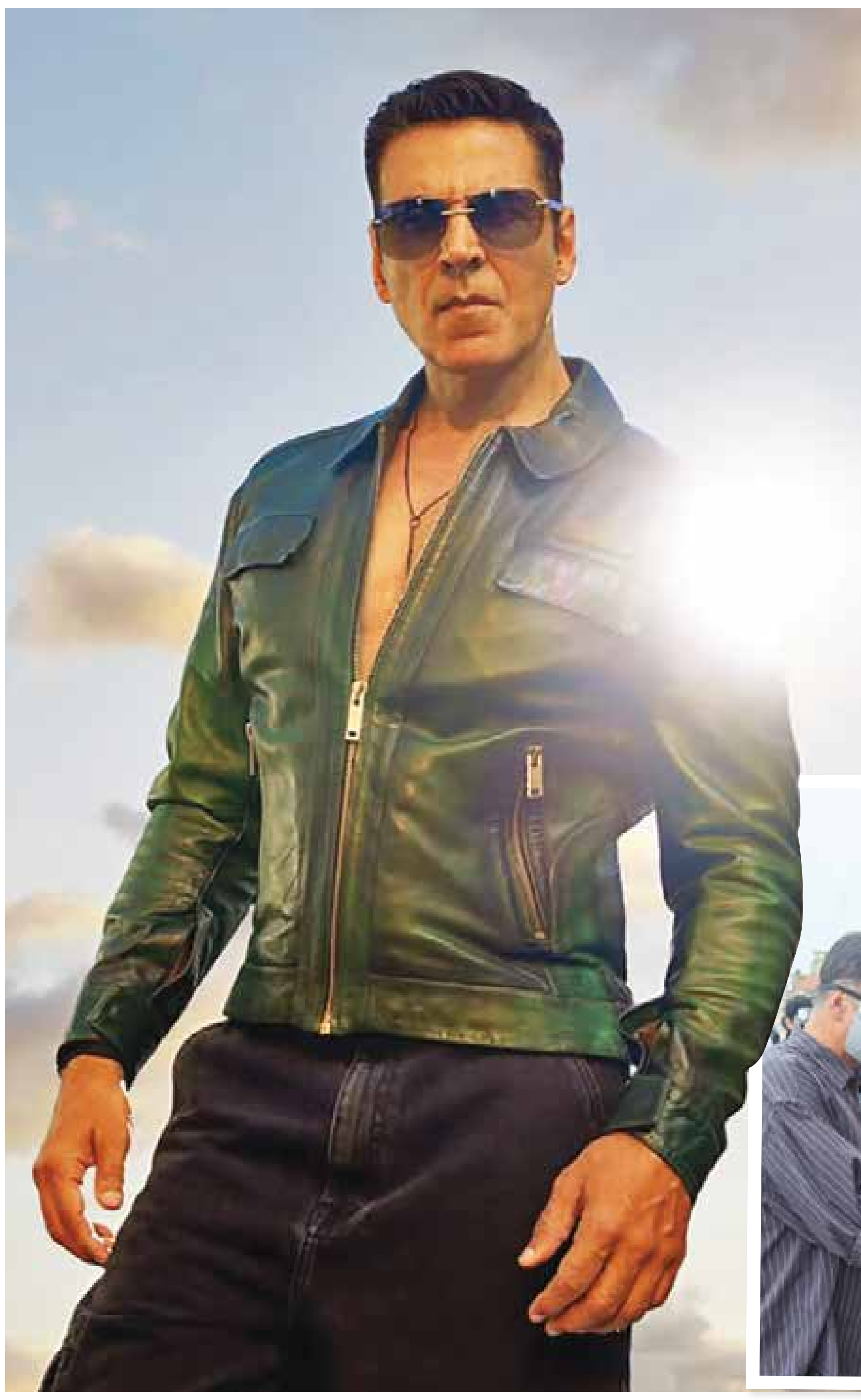

অক্ষয়কে চিনতেই পারল না দর্শকরা

অনেকদিন পরে আবার দুর্দান্ত ফর্মে অক্ষয় কুমার। তাঁর 'হাউসফুল ৫' এখন দেশজুড়ে রমরমিয়ে ব্যবসা করছে। শুরুর চারটে দিনেই প্রায় ৯০ কোটি টাকা উঠে এসেছে। এই অঙ্ক থেকে এটুকু অন্তত জানা যাচ্ছে যে, মহামারি-উত্তর যুগে এই 'হাউসফুল ৫'ই হল অভিনেতা অক্ষয়কুমারের সবচেয়ে বেশি লাভজনক রিলিজ। এর আগে, মানে মহামারির আগে কিন্তু এই সিরিজই অক্ষয়কে সবচেয়ে বেশি লাভ দিয়েছিল। 'হাউসফুল ৪'-এর ওপেনিং অঙ্কটা ছিল অন্তত ২৫০ কোটি টাকার।

অবশ্য হাউসফুল ছবিকে সত্যিই হাউসফুল করে তুলতে অক্ষয়ও একেবারে মরিয়া। ছবির বিপণন আর প্রচারে কোমর বেঁধে নেমেছেন। এই তো, সিনেমা হলের বাইরে নিজে দাঁড়িয়ে দর্শকদের রিভিউ নিয়েছেন। না, কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কারণ অক্ষয়ের মুখে ছিল মুখোশ।

অক্ষয় কুমার যে নিজে এসেছেন তা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেননি দর্শকরা। একটি মুখোশের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে খুব সাধারণ মানুষের বেশে দর্শকদের 'হাউসফুল ৫'-এর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই অক্ষয়কে অন্যান্য ব্লগারদের মতো ভেবেছেন দর্শকরা। ফলে কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন কেউ আবার এড়িয়েও গিয়েছেন।

অক্ষয়ের এই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে একজন লিখেছেন, 'একেবারে পাবলিক ভিডিয়ো। কোনও এডিট করা ভিডিয়ো নয়।' অন্য একজন লিখেছেন, 'একজনও কি অক্ষয়ের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন না? আমি হলে কিন্তু ঠিক চিনে ফেলতাম।' একজন আবার বলেন, 'একবার অন্তত মুখোশটা খুলে ফেলা উচিত ছিল আপনার।'

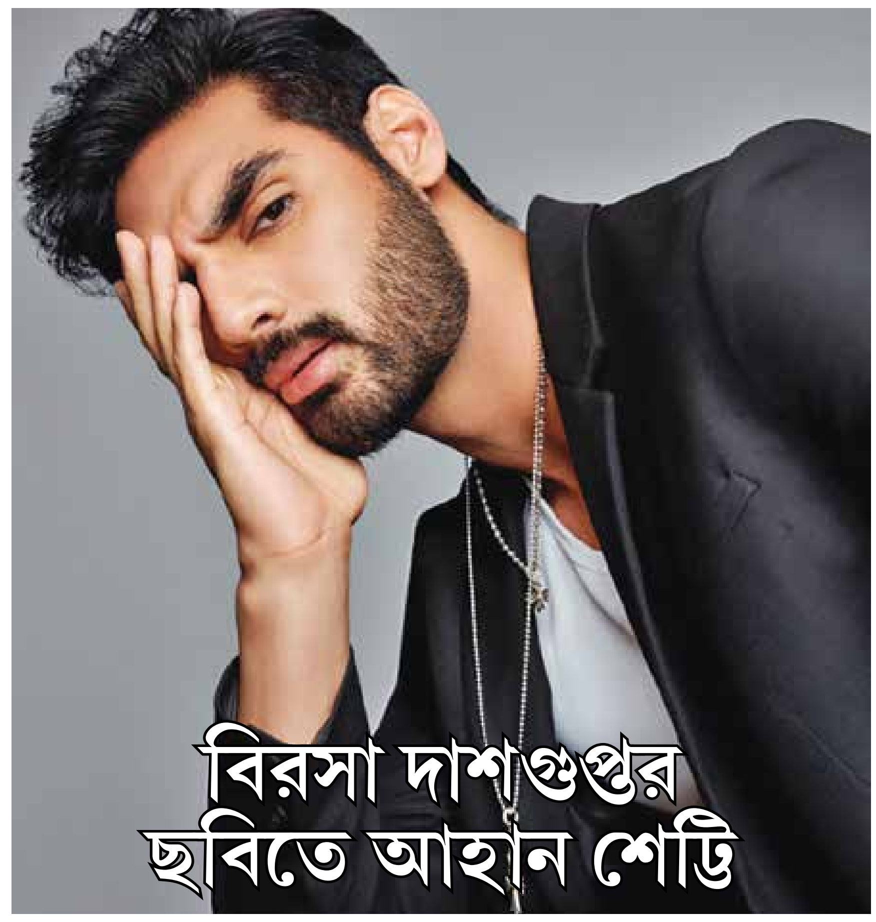

বিরসা দাশগুপ্তর ছবিতে আহান শেট্টি

বিরসা দাশগুপ্তর প্রথম হিন্দি ছবির নায়ক হচ্ছেন আহান শেট্টি। বিরসা হিন্দিতে এর আগে ওয়েব সিরিজ যেমন মাফিয়া, ব্ল্যাক উইডোস, দ্য ম্যাজিক অফ শিরি বানিয়েছেন। গল্প নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং ছবির ভিজ্যুয়াল দিক নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা এর মধ্যেই প্রমাণিত ও স্বীকৃত। তিনি এবার আহানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন কিছুই যে দেবেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ আর থাকছে না। আহান এখন ব্যস্ত বর্ডার ২-এর শুটিং নিয়ে, তাঁর সঙ্গে আছেন সানি দেওল ও বরুণ ধাওয়ান। এরপর তিনি শুরু করবেন বিরসা-র এই অ্যাকশন ছবি, এর নাম এখনও ঠিক হয়নি। সম্ভবত শুটিং শুরু হবে চলতি বছরের অক্টোবরে। এটি আহানের কেরিয়ারে বড় পরিবর্তন আনবে বলে মনে করা হচ্ছে। ছবির নায়িকা ঠিক হয়নি, খোঁজ চলছে। আহানের সঙ্গে সাদ আলিরও কথা চলছে একটি রোমান্টিক ছবির জন্য।

পরেশ কি ফিরছেন

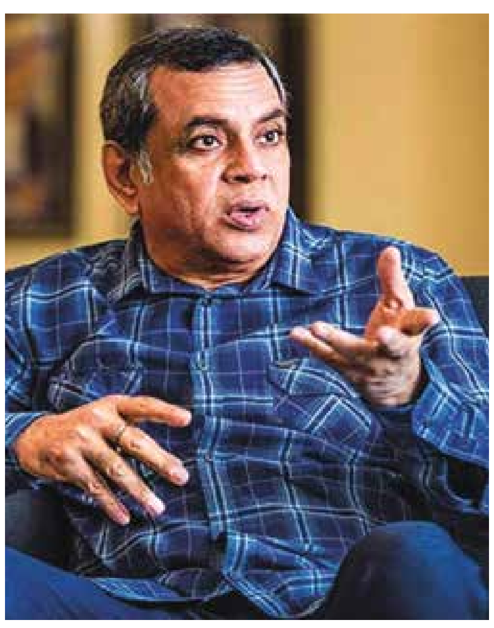

হেরা ফেরি ৩ নিয়ে জলঘোলা আবার শুরু হয়েছে। পরেশ রাওয়াল, মানে ছবির বাবুরাও হেরা ফেরি ৩-এ নেই, এ খবর তো জানাই। এই নিয়ে বিস্তর কাটাছেঁড়া হয়েছে, এখন বিষয়টি আদালতের অধীন কারণ তাঁর এই ছেড়ে যাওয়া নিয়ে ২৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে ছবির প্রযোজক অক্ষয়কুমার পরেশের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

অনুরাগীর আবেগতাড়িত পোস্টে পরেশ এমন উত্তর দিয়েছেন তাতে নেটমহল দ্বিধাগ্রস্ত—তাহলে তিনি কি হেরা ফেরি ৩-এ আবার ফিরছেন? অনুরাগী লিখেছিলেন, আপনি হেরা ফেরি ৩ ছেড়ে যাবেন না। আপনি ছবির হিরো। পরেশ উত্তর দিয়েছেন, ছবিতে তিন জন হিরো আছেন অর্থাৎ অক্ষয় ও সুনীল শেট্টির সঙ্গে নিজেকেও তিনি ছবির অন্যতম হিরো বলেই বিবেচনা করেছেন এবং এখনও! এরপরই নেটমহল আলোড়িত। তাহলে তিনি কি ছবিতে ফিরছেন? কেউ লিখেছেন আপনি জিনিয়াস, আবার সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না। প্লিজ স্যার আর একবার ভেবে দেখুন। কারওর বক্তব্য, বাবুরাও ছাড়া হেরা ফেরি অসম্ভব। অনেকের আবার বক্তব্য, এটা প্রচার কৌশল ছাড়া কিছু নয়। কেউ লিখেছেন, মনে হয়, এটাই ছবির প্লট। বাবুরাওয়ের সঙ্গে শ্যাম আর রাজুর এই ২৫ কোটি নিয়েই কিছু হবে। ২৫ কোটি? এর কি অন্য অর্থ আছে? মনে হয়, এটা হেরা ফেরি-র দিকেই যাতে সকলের নজর থাকে, তার জন্যই করা হয়েছে। অনেকেই এই মন্তব্যকে সমর্থনও করেছেন। অক্ষয়, সুনীল বা পরেশ অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

খুশি, বেদাঙ্গর ঝগড়া?

সোনম কাপুরের ৩৯তম জন্মদিনে উপলক্ষ্যে বিরাট পার্টি দিয়েছিলেন, এসেছিলেন করিনা কাপুর, সইফ আলি খানের মতো তারকারা, ছিলেন তুতো বোন জাহ্নবী, খুশি। ছিলেন বেদাঙ্গ রায়নাও। সেই দ্য আর্চিজ-এ প্রথম দুজন একসঙ্গে কাজ করেন। তারপর থেকেই তাঁদের প্রেমের কথা হচ্ছে নানা মহলে। সোনমের পার্টিতে দুজন এসেছেন। খুশির পোশাক আকর্ষণীয়—কালো বডিকুন ড্রেস, বেদাঙ্গও স্টাইল করেই পোশাক পরেছিলেন। তাঁদের একটি ভিডিও সামনে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে দুজনের হাতে হাত, তাঁরা কথা বলছেন। কিন্তু ভিডিওয় আরও কিছু দেখা যায়—কথা বলতে বলতে খুশি চলে যাচ্ছেন, বেদাঙ্গ তাঁর হাত ধরে তাঁকে থামাবার চেষ্টা করে নিজের দিকে টানছেন। খুশি কিন্তু ক্যামেরার দিকে পিঠ করেই আছেন বেদাঙ্গকেও পাশ থেকেই ক্যামেরা ধরেছে। তাঁদের ভাবভঙ্গী দেখে নেটমহলের প্রশ্ন, দুজনের কি ঝগড়া হল? হয় তো নয় এবং নেটমহলের প্রার্থনা, যেন না হয়। দুজনকে বেশ মানায়! খুশিকে চলতি বছর লাভইয়াপ্পা ও নাদানিয়াঁ-তে দেখা গিয়েছে। বেদাঙ্গ সম্ভবত অনন্যা পাণ্ডের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন ইমতিয়াজ আলির ছবিতে।

একনজরে সেরা ৫

সিধুও থাকবেন

নেটফ্লিক্সে এবারের দ্য কপিল শর্মা শো-তে চমক নভজ্যোত সিং সিধু। অর্চনা পুরন সিংয়ের সঙ্গে শো-তে বিচারক হবেন তিনিও। নেটফ্লিক্সের একটি প্রোমোতে দেখা যাচ্ছে অর্চনাকে চোখ বন্ধ করে স্টেজে নিয়ে আসছেন কপিল, তিনি অনেক কিছু কল্পনা করছেন, কিন্তু চোখ খুলে দেখলেন সামনে সিধু নাচছেন। নিঃসন্দেহে এতে শো-এর আকর্ষণ আরও বাড়ল।

দৌড়োচ্ছে হাউসফুল ৫

মাত্র তিন দিনে হাউসফুল ৫ বিশ্বজুড়ে ১৪২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছে। দেশে ব্যবসার পরিমাণ ৯১. ৮৩ কোটি টাকা। সানি দেওল অভিনীত জাট-এর ব্যবসা (১১৮ কোটি) ছাড়িয়ে গিয়েছে। কেসরি ২ (১৪৪. ৬২ কোটি), স্কাই-ফোর্স (১৪৯ কোটি)-এর ব্যবসা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আপাতত বন্ধ

যশ রাজ ফিল্মসের টাইগার ভার্সেস পাঠান ছবি এখন স্থগিত। ছবির দুই নায়ক---সলমন ও শাহরুখ খান। দুজনেরই চিত্রনাট্য পছন্দ হয়েছিল, পর্দায় দুজনের দ্বৈরথ দেখতে আগ্রহী দর্শকও। কিন্তু সংস্থার প্রধান আদিত্য চোপড়া চাইছেন নতুন করে ছবির চিত্রনাট্য লেখাতে। তিনি এখন হৃতিক রোশনের ওয়ার ২ নিয়ে ব্যস্ত।

এলেন মাধবন

এস রাজামৌলির আগামী ছবি এসএসএমবি ২৯-এ আসছেন আর মাধবন। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও এই নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। মহেশ বাবু, প্রিয়াংকা চোপড়া, পৃথ্বীরাজ সুকুমারন ছবির প্রধান অভিনেতা। উইলবার স্মিথের দুটি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস অবলম্বনে নির্মীয়মান ছবির চিত্রনাট্যকার রাজামৌলির বাবা বিজয়েন্দ্র প্রসাদ। হায়দরাবাদ ও ওড়িশা শিডিয়্যুলের শুটিং শেষ, এখন সাময়িক বিরতি শুটিংয়ে।

সেই পাকিস্তানিই

দিলজিৎ দোসাঞ্জের ছবি সর্দারজি ৩-এ পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির আছেন। তাঁকে ও নীরু বাজওয়াকে নিয়ে তিনি শুটিংয়ের ছবি পোস্টও করেছেন। পহেলগামের ঘটনার পর পাকিস্তানিরা নিষিদ্ধ হয় ভারতীয় ছবিতে। নির্মাতারা হানিয়াকে নিষিদ্ধ করেও আবার তাঁকে নিয়ে শুট করছেন দেখে ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত নেটমহল দিলজিতের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন করছে।

জ্যোতি বসুর বায়োপিক

সিনেমা হিট করানোর জন্য নানা চেষ্টা করে চলেছে মুম্বাই বা কলকাতা, তার মধ্যে একটা চেষ্টা হল বায়োপিক বানানো। বায়োপিকের তালিকায় আর একটা নাম বাড়ল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যামন্ত্রী জ্যোতি বসুর বায়োপিক হচ্ছে। পুরোপুরি মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির ফান্ড থেকেই এই ছবি হবে। কলকাতা বা মুম্বাইয়ের বিভিন্ন পরিচালকের সঙ্গে ছবির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কথা হয়েছে। এখনও কিছু ঠিক হয়নি। নামভূমিকায় কে অভিনয় করবেন, তাও ঠিক হয়নি, তবে নাসিরুদ্দিন শাহের সঙ্গে প্রাথমিক কথা হয়েছে। সিপিএম-এর নেতা রবিন দেব বলেছেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অনেক কাজ করেছেন। অনেক কাজের কথা মানুষ জানেন না। সে সবই উঠে আসবে বায়োপিকে।'

এদিকে এই ছবির কথা সামনে আসতেই সমালোচনা শুরু হয়েছে। তৃণমুলের মুখপাত্র এবং রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'ওরা নিজেদের নেতাদের জেতাতে পারছে না, তাই জ্যোতি বসুকে সামনে এনে জেতার চেষ্টা করছে। এই বায়োপিক হচ্ছে ভালো কথা, কিন্তু এতে কীভাবে ওঁকে দলের একটা লবি প্রধানমন্ত্রী হতে দেয়নি, তাঁর মন্ত্রীসভাকে চোরের মন্ত্রীসভা বলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন, এগুলোও দেখাতে হবে নাহলে ছবি অসম্পূর্ণ হবে।'

বলিউডে বাঙালি পরিচালকের প্রয়াণ, শোকস্তব্ধ ঋতুপর্ণা

চলে গেলেন মুম্বইয়ের সিনে দুনিয়ার জনপ্রিয় পরিচালক পার্থ ঘোষ। আচমকা হৃদরোগে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। নব্বইয়ের দশকের এই কৃতী পরিচালকের প্রয়াণে মুম্বইয়ে নেমেছে শোকের ছায়া।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মুম্বইয়ের মাধ আইল্যান্ডে বসবাস করছিলেন। সঙ্গে থাকতেন স্ত্রী গৌরী ঘোষ। অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত খবর পাওয়া মাত্রই গৌরী দেবীর সঙ্গে কথা বলেন। জানান, পরিচালকের স্ত্রী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।

১৯৮৫ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বলিউডের সফর শুরু করেন পার্থ ঘোষ। ধীরে ধীরে থ্রিলার ও ড্রামা জ্যঁরে নিজের আলাদা পরিচিতি গড়ে তোলেন তিনি। ১৯৯১ সালে '১০০ ডেজ' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড়সড় সফলতা পান, যেখানে অভিনয় করেছিলেন জ্যাকি শ্রফ ও মাধুরী দীক্ষিত।

১৯৯২ সালে তিনি নির্মাণ করেন 'গীত', যেখানে অভিনয় করেছিলেন দিব্যা ভারতী ও অবিনাশ ওয়াধাওয়ান। তবে ১৯৯৩ সালের 'দলাল' তাঁকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দেয়। মিঠুন চক্রবর্তী ও আয়েশা জুলকা অভিনীত এই ছবিটি কৌশল ভারতীর একটি ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছিল এবং সে বছরের অন্যতম বড় হিটরূপে দর্শকদের কাছে প্রমাণিত হয়েছিল।

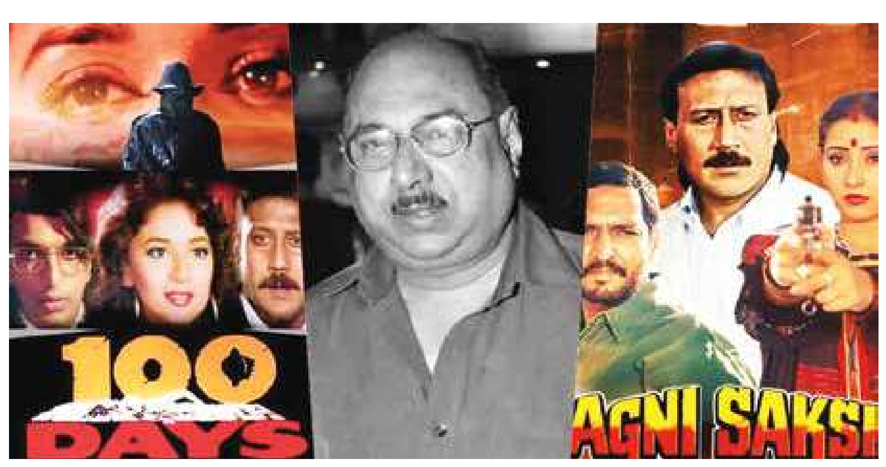

সেই ছবির কাজ করার সময়ই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। সেই থেকে পরিচয়। নায়িকাকে নিয়ে পরপর বেশ কয়েকটি হিট ছবিও তৈরি করেছিলেন তিনি। পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগও রেখে গিয়েছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এদিন সকালে পরিচালকের প্রয়াণের খবরে শোকস্তব্ধ অভিনেত্রী। ঋতুপর্ণা বললেন, পার্থদা একজন দারুণ মানুষ ছিলেন। খুব শান্ত-ঠান্ডা মানুষ ছিলেন। অন্যের সমস্যায় সবসময় পাশে থাকতেন। যে কোনও ক্ষেত্রেই তিনি সমস্যা দেখলে এড়িয়ে যেতেন না। বলতেন, 'বসে কথা বলে দেখা যাক'। এই মায়া, এই ভালোবাসাটা ওঁর মধ্যে বরাবর ছিল।

২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া 'মওসাম ইকরার কে, দো পাল পেয়ার কে' ছিল তাঁর শেষ পরিচালিত ছবি। এই রোমান্টিক কাহিনিতে অভিনয় করেছিলেন মুকেশ জে. ভারতী, মাদালসা শর্মা ও অবিনাশ ওয়াধাওয়ান।

রোদ উঠেছে ঘাম ঝরেছে

গরমে হাঁসফাঁস শহরবাসীর। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে ক্ষণিকের বিশ্রাম ফেরিওয়ালার (ওপরে)। রোদ থেকে বাঁচতে 'বর্ম' কাপড়। স্বস্তি দিচ্ছে ডাব। শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

দশে মিলে ভাঙি নিয়ম...

নাহি লাজ, নাহি লাজ

বহুতলের ছাদে থাকার ঘর, আবাসনে হোটেল

গায়ের জোরে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক জায়গায় বড় বহুতলের ছাদজুড়ে অবৈধ নির্মাণ হয়েছে। কেউ ছাদের ওপর ক্যান্টিন, কিচেন বানিয়েছেন, কেউ কর্মীদের থাকার জন্যে মেস তৈরি করেছেন। এমন কর্পোরেট লুক দেওয়া হয়েছে যে সাধারণ মানুষ দেখলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই টবজুড়ে সারি সারি পাতাবাহার গাছ। চকচকে মার্বেল এবং চারিদিকে সিসি ক্যামেরা। ছোটখাটো ক্যাফেকেও হার মানাবে ক্যান্টিনের লুক।

বিষয়টি কী স্থানীয় কাউন্সিলারের জানা নেই?

সূত্রের খবর, কাউন্সিলার না জানলেও ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা এই অবৈধ নির্মাণগুলির বিষয়ে সবটাই জানেন। তাঁদের অভয়বাণীতেই নির্মাণগুলি হচ্ছে বলে অভিযোগ। যেমনটা হয়েছে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের একটি নার্সিংহোম সংলগ্ন একটি বহুতলে। ওই বহুতলেই রয়েছে একটি প্যাথলজিকাল ল্যাব, একটি বহুজাতিক সংস্থার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর সহ একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অভিযোগ, পাঁচতলা ওই বিল্ডিংয়ের ছাদেই তৈরি হয়েছে অবৈধ নির্মাণ। ছাদজুড়ে নির্মাণ হয়েছে। বিষয়টি জানা রয়েছে ওই ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটির। কিন্তু কেউ কোনও পদক্ষেপ করেনি। প্রভাবশালী ব্যক্তির তৈরি বহুতল, যাঁরা ব্যবসা করছেন তাঁরাও প্রভাবশালী। এসব দেখেই পুরনিগমেরও নজর পড়েনি সেদিকে।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'অবৈধ নির্মাণ নিয়ে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি। ওই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ হবে।' ওই বহুতলে অবৈধ নির্মাণকারীদের মধ্যে একটি হল প্যাথলজিকাল ল্যাব। ওই সংস্থা নিজেদের কর্মীদের থাকার জন্যে ছাদের ওপরেই ঘর তৈরি করেছে। ওই সংস্থার কর্ণধার ডাঃ মনোজ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'আমি এভাবে কোনও মন্তব্য করতে পারব না। ফ্যাক্ট যাচাই হবে, তখন সবটাই জানা যাবে।' পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'অভিযোগের সত্যতা কী আছে আগে সেটা যাচাই করতে হবে। অভিযোগ যে কেউ তুলতে পারে।'

শুধু ওই বিল্ডিংটিই নয়, সন্তোষীনগর মোড়ে একটি রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংকে কমার্সিয়ালে পরিণত করা হয়েছে। রেসিডেন্সিয়াল প্ল্যান থাকলেও বর্তমানে ওই বহুতলটি একটি হোটেলে পরিণত হয়েছে। ঠিক জাতীয় সড়কের ধারেই এত বড় অবৈধ নির্মাণ হলেও কাউন্সিলারের নজর পড়েনি। এমনকি শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগেরও কোনও নজর পড়েনি। কিছুদিন আগে অবশ্য ওই বিল্ডিংয়ের সামনের এলাকা খালি করতেই এলাকার কয়েকটি গুমটি সরিয়ে দিয়েছে পুরনিগম। তখনও পুরনিগমের পদস্থ বাস্তুকাররা ছিলেন ওই এলাকায়। হোটেলের সামনে বসেই তাঁরা আলাপ আলোচনা করছিলেন। কিন্তু ওই অবৈধ নির্মাণে নজর পড়েনি।

তৃণমূলের অভিযোগ, রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংকে কমার্সিয়ালে পরিণত করতে কাউন্সিলার এবং তাঁর বাবার মদত রয়েছে। অন্যদিকে, বর্ধমান রোডের ধারে থাকা আরও একটি বিল্ডিংয়েও অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। পুরনিগম ওই বিল্ডিংয়ের মালিককে নোটিশও করেছিল। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। অভিযোগ, ওই বিল্ডিংয়ের অবৈধ নির্মাণও জানা রয়েছে কাউন্সিলারের। স্থানীয় কাউন্সিলার অনীতা মাহাতোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূলের কাছে কোন ইস্যু নেই তাই আমার নামে বদনাম করছে। ওয়ার্ডে তোলাবাজি তো তৃণমূল করছে। আর কোনও অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আমার কাছে অভিযোগ এলে আমি পুরনিগমে জানাব। পুরনিগম বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করে তাই তাদের বিষয়টি দেখা উচিত।'

শিলিগুড়ির পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বহুতলের ছাদে অবৈধ নির্মাণ।

অনীতার পাশে বিজেপি নেতারা, পালটা কর্মসূচিও

রাজনীতির গ্যাঁড়াকল

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : দলীয় কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত চালানো এবং দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করার পক্ষে সওয়াল তো দূর অস্ত, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর্মসূচি চলবে। সেখানে তৃণমূল কাউন্সিলারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রচার হবে। এমনকি সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলারদের কার্যালয় ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছে পদ্ম শিবির।

৫ নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় কাউন্সিলার অনীতা মাহাতোর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, বদনাম রটানোর অভিযোগ তুলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে, দাবি বিজেপি নেতাদের। সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডলের যুক্তি, 'তৃণমূল কাউন্সিলাররা যে দুর্নীতি করছেন, সেগুলো নিয়ে তো কেউ মুখ খুলছেন না। আমাদের দলের কাউন্সিলারকে বদনাম করতে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। বরো চেয়ারপার্সন গার্গী চট্টোপাধ্যায় কীভাবে চাকরি পেলেন, তাঁর এলাকায় রাস্তার ধারে বসা দোকান থেকে ১০০০ টাকা করে নেওয়া হয়। ওই তোলাবাজদের আগে খুঁজে বের করুক শাসকদল।' এদিকে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) কমিটির মুখপাত্র বেদব্রত দত্তর বক্তব্য, 'কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস হতেই ওরা পিঠ বাঁচাতে এসব বলছে। আমাদের কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকলে, সেটা প্রকাশ্যে আনুক।'

'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচিতে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে অবৈধ নির্মাণ থেকে তোলাবাজির অভিযোগ শোনেন মেয়র গৌতম দেব। সেই থেকে বিতর্কের শুরু। শাসকদলের অভিযোগ, কাউন্সিলার এবং তাঁর বাবার মদতে এসব হচ্ছে।

সোমবার ওই ইস্যুতে সরব হওয়ার পাশাপাশি ওয়ার্ডে সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবার দাবি জানিয়ে কাউন্সিলারের কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় জোড়াফুল শিবিরের স্থানীয় নেতৃত্ব। যদিও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে নারাজ জেলা কমিটি। একই অবস্থান পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ দলেরই একাংশ। তাঁদের দাবি, ওই জনপ্রতিনিধি মহকুমার এক বিধায়কের ঘনিষ্ঠ। বিধায়ক আবার সাংগঠনিক জেলা কমিটির পদাধিকারীদের কাছের মানুষ। তাই পদক্ষেপের প্রসঙ্গই উঠছে না। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অবশ্য দাবি করেই গেলেন, 'মহিলা হওয়ায় আমাদের কাউন্সিলারকে ফাঁসানোর পরিকল্পনা হচ্ছে। জবাব মানুষ ভোটবাক্সে দেবেন।'

কাদা ছোড়াছুড়ি

- অনীতা মহিলা হওয়ায় তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা, দাবি অমিতের
- তৃণমূল কাউন্সিলারদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব বিজেপি জেলা সভাপতি
- এদিন অনীতার কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ জোড়াফুল শিবিরের
- পালটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হবে পদ্ম শিবির

ফের পরিদর্শনে গিয়ে ফিরলেন বাস্তুকাররা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : প্রথমবার পরিদর্শনে গেলে বহুতলে থাকা রেস্তোরাঁটির কর্মীরা পুরনিগমের বাস্তুকারদের মুখের সামনে কার্যত ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। তাতে অবশ্য হেলদোল নেই অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর। ফের ইনস্পেকশনে গিয়ে খালি হাতে ফিরতে হল বাস্তুকারদের।

সোমবার সকাল থেকে চড়া রোদে ঘণ্টাদুয়েক অপেক্ষার পর রণে ভঙ্গ দিতে হয় তাঁদের। নির্ধারিত সময়ে আসেননি অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ ওঠা বিল্ডিংয়ের মালিক বা কর্মীরা। ঘটনাটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের। প্রশ্নের মুখে পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের ভূমিকা। কেন বারবার ওই ব্যবসায়ীকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে? সরাসরি কড়া পদক্ষেপের বিরুদ্ধে হাঁটছে না কেন প্রশাসন?

১২ নম্বর ওয়ার্ডে ভবন এবং তার নীচে রেস্তোরাঁ খুললেও ওই ব্যবসায়ী আদতে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বিজেপির দাবি, শাসকদলের একাংশ নেতার ঘনিষ্ঠ হওয়াতেই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুরনিগম। অভিযোগ, এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকাকালীনও দলের কিছু নেতা ওই ব্যক্তির হয়ে ব্যাটন ধরেছিলেন। অভিযোগকারীদের ফোন করে অভিযোগ তুলে নিতে চাপ দেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই পিছু হটেন তাঁরা।

ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের সাফাই, 'এর আগেও আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে। একটা মামলা চলছে। সহযোগিতা না করলে ফের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পুরোনো ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ডের উলটোদিকের গলিতে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ ঘিরে বিতর্ক দীর্ঘ কয়েকবছরের। এর আগে ভবনে বিরিয়ানির একটি দোকান খুলেছিল। অভিযোগ, সেই নির্মাণটি অবৈধ। নাগরিক মঞ্চের নামে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি অভিযোগ তোলেন সে সময়। এরপর তদন্ত শেষে বিরিয়ানির দোকানটি বন্ধ হয়ে যায়। বিরতি পর্ব শেষে একই জায়গায় খোলা হয় বাঙালি এবং চাইনিজ কুইজিনের সংমিশ্রণের একটি রেস্তোরাঁ। ফের স্থানীয়রা পুরনিগমে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হতেই তড়িঘড়ি নোটিশ ধরানো হয় ব্যবসায়ীকে।

মাসখানেক আগে প্রথম নোটিশের তারিখ অনুযায়ী পুর আধিকারিকরা তদন্তের জন্য যান। রেস্তোরাঁর কর্মীরা তখন ঝাঁপ নামিয়ে আধিকারিকদের বিল্ডিং থেকে বের করে দিয়ে চলে যান। এরপর আসে দ্বিতীয় নোটিশ। সময়মতো এদিন পুর আধিকারিকরা এলাকায় পৌঁছান। অভিযোগকারীকে থাকতে বলা হয়। ছিলেন তাঁরা। অভিযুক্তের অবশ্য দেখা মেলেনি। বাধ্য হয়ে ফিরে যান বাস্তুকাররা।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের কটাক্ষ, 'শাসকদল-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, তাই ছাড় দেওয়া হচ্ছে। অন্য কেউ হলে ঠিক সক্রিয়তা চোখে পড়ত।'

১২ নম্বর ওয়ার্ডে বিতর্কিত ভবনের সামনে অপেক্ষারত পুর আধিকারিক ও অভিযোগকারীরা।

ডব্লিউএসিই পাঠক্রম এবার টেকনোতে

মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহারে 'টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ওয়ার্ল্ড স্কুল'-এ অনুষ্ঠান।

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ান সার্টিফিকেট অফ এডুকেশন (ডব্লিউএসিই) পাঠক্রমে পড়াশোনার সুযোগ এবার উত্তরবঙ্গে। যাঁরা সন্তানদের দেশে রেখেই অস্ট্রেলিয়া সহ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শংসাপত্র অর্জন করাতে চান, তাঁদের সেই সুযোগ এনে দিল টেকনো।

মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহারে 'টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ওয়ার্ল্ড স্কুল'-এ সোমবার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ডব্লিউএসিই পাঠক্রমে পড়াশোনার সুবিধা সম্পর্কে বোঝান স্কুল কারিকুলাম অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি ইন্টারন্যাশনাল প্রধান পরামর্শদাতা অ্যাঞ্জেলিক স্মিথ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর সত্যম রায়চৌধুরী বলেন, 'আন্তর্জাতিকমানের এই স্কুলে শিলিগুড়ির পাশাপাশি বিহার, সিকিম, নেপাল, ভুটান সহ বিভিন্ন জায়গার মেয়েরা পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে। পরবর্তীতে বাইরেও যেতে পারবে।' অভিভাবকরা অনলাইন এবং অফলাইনে আবেদনপত্র পাবেন।

দ্রোণাস-এর পড়ুয়ারা সফল

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্য পেলেন দ্য দ্রোণাস শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউটের পড়ুয়ারা। শিলিগুড়ি শহরের হাতি মোড়ে অবস্থিত এই ইনস্টিটিউটের পড়ুয়া দেবব্রত মণ্ডল, রিকডেন শেরপা, ডিচেন শেরপা রেভেনিউ সার্ভিসে এবং সুমনিমা সুব্বা ফুড ও সাপ্লাই সার্ভিসে মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন। ইনস্টিটিউটের সাফল্যে খুশি ম্যানেজার রাজা ভট্টাচার্য বলেন, 'পড়ুয়ারা যে এত ভালো র‍্যাংক করবে তা আমরা ভাবিনি। আশা করছি, ভবিষ্যতে আরও অনেক পড়ুয়া এই ইনস্টিটিউট থেকে পড়াশোনা করে সাফল্য পাবে।'

ভোজে বিরিয়ানি

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : সরস্বতীপুজোর খাওয়া বাকি ছিল। শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুল সেই উপলক্ষ্যে পড়ুয়াদের বিরিয়ানি খাওয়াল। এদিন স্কুলে ওয়াটার বেল চালু করা হয়।

২৪ ঘণ্টায় মোবাইল উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : খোয়া যাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লক্ষাধিক টাকার আইফোন উদ্ধার করে দিল ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সিকিমের এক ব্যক্তি শিলিগুড়িতে শপিং করতে এসেছিলেন। ভক্তিনগর এলাকায় শপিং শেষে তিনি তাঁর বন্ধুকে গাড়িতে করে ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় ছাড়তে যান। এরপর ওই ব্যক্তির নজরে আসে, তাঁর মোবাইলটি নেই। ভক্তিনগর থানায় তৎক্ষণাৎ মিসিং ডায়েরি দায়ের করেন। মিসিং ডায়েরির ভিত্তিতে ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ জানতে পারে, স্থানীয় এক ব্যক্তি রাস্তায় মোবাইলটি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

তাঁর থেকে মোবাইলটি সংগ্রহ করে মোবাইল মালিকের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

আবার দখলদারি নিবেদিতা রোডে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : মাস ছয়েক যেতে না যেতেই দখলদাররা ফের স্বমহিমায়। নিবেদিতা রোডের ধার বরাবর বাজার বসছে। নতুন করে যানজট সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে এলাকায়। ওই রুটে চম্পাসারি মোড় সংলগ্ন এলাকায় টোটোর বেআইনি স্ট্যান্ড তৈরি হয়েছে। গাড়ি, বাইক দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে যত্রতত্র। ডিভাইডার ঘেঁষে বসছে ঠেলাগাড়ি। ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্নের মুখে পুরনিগমের নজরদারি।

পুরনিগম উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল, তারপরেও নতুন করে বাজার বসার পেছনে স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতাদের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ। নেপথ্যে কারা, সেই নিয়ে অবশ্য মুখ খুলতে নারাজ স্থানীয়রা। এদিকে ব্যবসায়ীদের অবশ্য সাফ কথা, তাঁদের কাছে আর বিকল্প নেই। প্রশাসন পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করেনি জন্যই ফের এখানে বসছেন তাঁরা। বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির বক্তব্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা, 'উন্নয়নের স্বার্থে উচ্ছেদ করতে হবে। তবে পুনর্বাসনও জরুরি। যে উদ্দেশ্যে এর আগে অভিযান চালানো হয়েছিল, তাতে খুব একটা লাভ হল না। ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন না হওয়ায় তাঁরা বসেছেন। ফলে যানজট রোজকার সমস্যা।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের যুক্তি, 'ফের অভিযান চালানো হবে। তাছাড়া নিবেদিতা রোডের সম্প্রসারণ হলে এই সমস্যা অনেকটা মিটবে বলে আশা করছি। আমরা ওই রাস্তা পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করেছি। ডিপিআর-ও তৈরি হয়ে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।'

সোমবার এলাকায় গিয়ে নজরে পড়ল, রাস্তার একধার দিয়ে আগের মতোই পসরা সাজিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ডিভাইডার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি, টোটো আর ঠ্যালা। ওই ব্যবসায়ীদের মধ্যে পৃথ্বী দাসের কথা, 'আমাদের স্থায়ী বসার জায়গা না করে দেওয়া হলে যাব কোথায়? প্রশাসনকে বিষয়টি দেখতে হবে।' যানজটে নাজেহাল এলাকাবাসী অবিনাশ থাপার গলাতেও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সুর।

নিবেদিতা রোডে ফের জবরদখল। সোমবার তোলা ছবি।

ওরা কাজ করে তিস্তাপাড়ে। মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

রাতভর মহিলাকে নিয়ে হুলুস্থুল থানায়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ জুন : এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে থানায় নিয়ে এসে বিপাকে পড়ল ফালাকাটা থানার পুলিশ। কখনও সে সিভিক ভলান্টিয়ারকে ধরে টানাটানি করছে। আবার কখনও চিৎকার জুড়ে দিচ্ছে। মাঝেমধ্যেই হাতের সামনে যা পাচ্ছে, ছুড়ে মারছে। রবিবার গভীর রাতের ঘটনা। রাত থেকেই থানায় একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটিয়ে চলছে ওই মহিলা।

সেই মহিলাকে থানায় নিয়ে আসা হল কেন? তাতে কিন্তু রহস্য রয়েছে। সেই মহিলা ও এক টোটোচালক শহরের কলেজপাড়ার এক অনুষ্ঠানবাড়িতে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে বাচ্চা চুরির অভিযোগ তোলা হয়েছিল। পরে পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু অনুষ্ঠানবাড়িতে আমন্ত্রিত না হওয়া সেখানে ওই দুজন কী করছিল তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'কলেজপাড়ার একটি অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা ও এক মদ্যপ টোটোচালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। মহিলা রাত থেকেই গোটা থানা মাথায় তুলে রেখেছে। কোনও লিখিত অভিযোগ না পেলেও অনুষ্ঠানবাড়িতে তারা কী করছিল, সেটা আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

এদিকে, যে বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল, তার গৃহকর্তা প্রদীপ সরকার বলেন, 'রবিবার আমার নাতনির অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান ছিল। হঠাৎ রাত দেড়টা নাগাদ এক মহিলা ও এক টোটোচালক বাড়িতে ঢুকে যায়। তারা আমার নাতনিকে ধরে টানাটানি করে। পরে সবাই মিলে তাদের বেঁধে রেখে উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিই। কিন্তু কেন তারা আমার বাড়িতে এসেছিল, বুঝতে পারছি না।'

রবিবার প্রদীপের বাড়িতে অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্যান্ডেল বানানো হয়েছিল। পাড়াপড়শি, আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। গভীর রাত পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া চলে। আমন্ত্রিতরা অনেকেই দেখেছেন, বাড়ির সামনে একটি হাইস্পিড টোটো নিয়ে এক তরুণ দাঁড়িয়ে ছিল। ওই টোটোতেই এক মহিলাও বসে ছিলেন। খাওয়াদাওয়া শেষ করে সবাই যখন গোছগাছ করতে ব্যস্ত, ওই সময় হঠাৎ টোটোচালক এবং মহিলা ঘরে ঢুকে পড়ে। অভিযোগ, ওই মহিলা প্রদীপের নাতনিকে তুলে নিয়ে পালাতে যায়। কিন্তু সবাই দেখে তাদের ধরে ফেলে। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ রাত ২টা নাগাদ এসে ওই মহিলা এবং টোটোচালককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। প্রদীপের অভিযোগ, তাদের সঙ্গে আরেকজন ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে সে পালিয়ে যায়।

এদিকে, টোটোচালক এবং মহিলাকে থানায় এনে বিপাকে পড়ে পুলিশ। পুলিশ বুঝতে পারে, ওই মহিলার মানসিক সমস্যা আছে। থানায় আসার পরেই চিৎকার-চ্যাঁচামেচি জুড়ে দেয়। সামনে যাকে পায়, তাকে ধরে মারধর শুরু করে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

> একটি অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা ও এক মদ্যপ টোটোচালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। মহিলা রাত থেকেই গোটা থানা মাথায় তুলে রেখেছে।
>
> **অভিষেক ভট্টাচার্য** আইসি
> ফালাকাটা থানা

থানার একটি ঘরে তাকে আটক করে রাখা হয়। সেখানে সবকিছু লন্ডভন্ড করেছে, ভাঙচুর করেছে। এক লেডি ইনস্পেক্টর এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের মারধর করেছে। কেন তারা ওই বাড়িতে গিয়েছিল, তা জানতে সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু মহিলা কোনও কথাই বলেনি।

এদিকে, সেই মহিলা ও টোটোচালককে বেঁধে মারধরের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। অনেকেই সেই ভিডিও পোস্ট করে বাচ্চা চুরির অভিযোগ তুলেছে। যদিও ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, বাচ্চা চুরির মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি। পুলিশের সংযোজন, যারা বাচ্চা চুরির অপবাদ দিয়ে সেই মহিলার ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিরল রোগে আক্রান্ত প্রসূতি সুস্থ

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের কৃতিত্ব

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে অটোইমিউন হিমোলিটিক অ্যানিমিয়ার মতো বিরল রোগে আক্রান্ত প্রসূতি দীর্ঘ এক মাসের চেষ্টায় সুস্থ হলেন। বর্তমানে বিপন্মুক্ত জ্যোতিবালা রায় নামে ওই প্রসূতি। তাঁর বাড়ি ধূপগুড়ি ব্লকের খুট্টিমারি এলাকায়।

সূত্রের খবর, এই রোগের চিকিৎসায় নার্সিংহোমে খরচ পড়ত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। সেই জায়গায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে খুশি প্রসূতির পরিবার। অন্যদিকে, একাধিক প্রতিকূলতা থাকলেও এই বিরল রোগের চিকিৎসায় সাফল্য আসায় খুশি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'অটোইমিউন হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া একটি জটিল এবং বিরলতম রোগ। এই রোগীকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য একজন হেমাটোলজিস্ট প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের মেডিকেল কলেজে হেমাটোলজিস্ট নেই। হেমাটোলজিস্ট চেয়ে আমরা স্বাস্থ্য ভবনে অনেক আগেই আবেদন করেছিলাম। তবে চিকিৎসক নবজীবন মণ্ডল এবং স্ত্রীরোগ বিভাগের চিকিৎসকরা যেভাবে এই জটিল রোগে আক্রান্ত প্রসূতিকে সুস্থ করে তুলেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়।'

মাস কয়েক আগের কথা। জ্যোতিবালার গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান আসায় খুশি হয়েছিল তাঁর পরিবার। কিন্তু তখনও স্বামী সাগর রায় সহ পরিবারের কেউ বুঝতে পারেনি জ্যোতিবালার শরীরে এক জটিল রোগ বাসা বেঁধেছে। গর্ভে সন্তান আসায় সাগর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যোগাযোগ করেন কিছু স্থানীয় মেডিকেল কলেজের স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নবজীবন মণ্ডলের সঙ্গে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের যে ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন,

তেমন কিছু রক্তের পরীক্ষা করতে দেন ওই চিকিৎসক। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে দেখতে পান ওই মহিলার হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম। সেইসঙ্গে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে আরও বেশ কিছু অসংগতি লক্ষ করেন চিকিৎসক। মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে রক্ত দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। কিন্তু রক্ত দেওয়ার পরেও শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা না বাড়ায় সন্দেহ হয় ওই চিকিৎসকের। আরও বেশ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার পর তিনি নিশ্চিত হন জ্যোতিবালা অটোইমিউন হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া রোগে আক্রান্ত।

ডাঃ মণ্ডল জানিয়েছেন, এটি বিরল রোগ। এতে আক্রান্ত রোগীর শরীর নিজের লোহিত রক্তকণিকার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। ফলে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয়ে অ্যানিমিয়া হয়। রোগীর শরীরে বাইরে থেকে রক্ত দিলেও হিমোগ্লোবিনের মাত্রা স্বাভাবিক হয় না। রোগী ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে। ক্রমে জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে রোগী। এই রোগে সঠিক সময় চিকিৎসা না হলে প্রাণহানির পর্যন্ত আশঙ্কা রয়েছে।

১ লক্ষ জনের মধ্যে ১ থেকে ৩ জন যে কোনও বয়সের মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। ডাঃ মণ্ডল বলেন, 'জ্যোতিবালা রায় যখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা সেই সময় এই জটিল রোগটি তাঁর শরীরে চিহ্নিত করা যায়। রক্ত দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে কেবলমাত্র ওষুধের ওপর নির্ভর করে ওঁর চিকিৎসা শুরু হয়। ৩৪ সপ্তাহের মাথায় জ্যোতিবালার স্বাভাবিক প্রসবে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। বর্তমানে মা এবং শিশু দুজনেই ভালো রয়েছে। আমার চিকিৎসক জীবনে প্রথম এই বিরল রোগে আক্রান্ত কোনও রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করলাম। আজ সত্যি খুব ভালো লাগছে।'

জ্যোতিবালার স্বামী বলেন, 'আমি একজন পরিযায়ী শ্রমিক। আমার আর্থিক সামর্থ্য নেই নার্সিংহোমে ৫ লক্ষ টাকা খরচ করা। ডাক্তারবাবু প্রায় এক মাস ধরে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে স্ত্রীকে ভর্তি রেখে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। আমার এক টাকাও খরচ হয়নি। ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য হেমাটোলজিস্ট প্রয়োজন হয়। কিন্তু জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে কোনও হেমাটোলজিস্ট না থাকায় পরিস্থিতি অনেকটাই প্রতিকূল ছিল। সেই চ্যালেঞ্জ সামলে সাফল্য আসায় জেলা স্বাস্থ্য মহলে খুশির হাওয়া।

আজ খুব কষ্টে সিপিএম

প্রথম পাতার পর

তারই একটা হল, সারা দেশে সংগঠন বাড়ানো। আগামী এক মাসের মধ্যে জেলায় জেলায় দলের কথা প্রচার করতে সভা করা হবে। সেইসঙ্গে বলা হবে বাম রাজত্বে কী সুখে ছিল জনগণ। বোঝাতে হবে সিপিএম ছাড়া আর কেউ গরিবদের কথা ভাবে না, বলে না। দল বাড়াতে যেখানে যতটুকু পার্টি এখনও অবশিষ্ট আছে, সেখানে চেষ্টা করতে হবে। দেখতে হবে, আর যেন দল ক্ষয়ে না যায়।

কঠিন কাজ নিঃসন্দেহে। যখন সুদিন ছিল, সেই ১৯৭৮ সাল থেকেই এই দল বাড়ানোর কথা ভেবে এবং বলে আসছে সিপিএম। সেই বছর সালকিয়া প্লেনামে ঠিক হয়েছিল দলকে পাশের রাজ্যগুলোয় বাড়াতে হবে। সেসময় দলের উঠতি অবস্থা। লোকজন, ক্যাডার, কমরেড কোনও কিছুরই অভাব নেই। তবু শত চেষ্টাতেও বরাকর নদ পেরিয়ে বিহারে ঢুকতে পারেনি তারা। তার জন্য অবশ্য কসরত কম হয়নি। নেতাদের জন্য হিন্দি শেখার ক্লাস হয়েছিল। কিন্তু কোথায় কী! গোবলয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে সমাজবাদী আর হিন্দুবাদীরা। নকশালরা তবু খানিকটা জায়গা করে নিলেও মোটেই কলকে পায়নি জ্যোতিবাবুর দল।

২০১৬ সালে সিপিএমের প্লেনামে ঠিক হয়েছিল, অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র আর উত্তরপ্রদেশে দল বাড়ানোয় বেশি জোর দেওয়া হবে। সে জন্য ক্যাডার আর কেন্দ্রীয় নেতাদের বাছাই করার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু দলের রিপোর্ট বলছে, গত তেরো বছরে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। হিন্দি বলয়ে মণ্ডল-কমণ্ডলের তীব্র হাওয়ায় সিপিএম স্রেফ উড়ে গিয়েছে। উত্তর ভারতে তাদের সাইনবোর্ডটুকুও নেই। এখন রাজ্যপাট যাওয়ার পর তথৈবচ এ রাজ্যের হালও। জেলা পরিষদ, বিধানসভা, লোকসভায় তারা নেই। গোটা রাজ্যে লাল ঝান্ডার জায়গা নিয়েছে গেরুয়া ঝান্ডা।

এখানে হাল ফেরাতে আগেকার ক্যাডার কমরেডদের উপর আর ভরসা না করে রীতিমতো দলের মুখপত্রে, ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিয়ে মাইনে করা পেশাদার লোকজন চেয়েছে সিপিএম। তাদের কাজ হবে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা, দলের জন্য লেখালেখি করা, ডিজিটাল মার্কেটিং করা। পুরোদস্তুর কর্পোরেট। দলের মনে হয়েছে, আদ্যিকালের বুলি কপচে কমবয়সিদের আর টানা যাচ্ছে না। তাই ঝকঝকে চেহারায় তাদের সামনে আসতে হবে। সেখানে ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গার পুরোনো গল্প লোকেদের মনে করিয়ে দেওয়ার সুযোগ কতটা থাকবে কে জানে!

নিখোঁজ সেনা জওয়ানের দেহ

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : নিখোঁজের ৯ দিনের মাথায় খোঁজ মিলল সেনা জওয়ান সইনুদ্দিন পিকে'র। তবে মৃত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স টিম, সেনাবাহিনীর যৌথ তল্লাশিতে সোমবার তাঁর খোঁজ মেলে। ১ জুন উত্তর সিকিমের বাকি অংশের সঙ্গে প্রবল বর্ষণের জেরে ছাতেন সেনাছাউনিতেও ধস নামে। মৃত্যু হয় তিন সেনা জওয়ানের। জখম হন চারজন। ঘটনার পর থেকেই সইনুদ্দিন সহ ছয় সেনাকর্মীর খোঁজ মিলছিল না। নিখোঁজদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন রয়েছেন। ঘটনার পরদিন থেকেই তাঁদের খোঁজ চলছিল। সোমবার সেনাছাউনির একটি অংশে ধসের মাটি সরাতে সইনুদ্দিনের মৃতদেহ পাওয়া যায় বলে জানা গিয়েছে। মংগনের জেলা পুলিশ সুপার সোনম ডিকচু ভুটিয়া বলেন, 'এক সেনা জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিখোঁজ বাকি সেনাকর্মীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

এদিকে, বিপর্যস্ত এলাকাগুলিতে আটকে থাকা মানুষ, গাড়ির চালকদের উদ্ধারে জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন হেলিকপ্টারে উদ্ধার করা হয়েছে তিন শিশু সহ ২৮ জনকে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গাড়ির চালক রয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। দুর্গত এলাকায় খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করেছে প্রেমসিং তামাংয়ের সরকার। জরুরি ভিত্তিতে রাস্তা এবং সেতু মেরামত করা হচ্ছে। আবহাওয়া কিছুটা অনুকূল থাকায় প্রতিটি কাজে গতি ফিরেছে। তবে এখনই উত্তর সিকিমে পর্যটক প্রবেশে অনুমতি দিচ্ছে না সিকিম সরকার। রাজ্যের অন্যত্র বেড়াতে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে সিকিমের পর্যটন দপ্তর।

উত্তর সিকিমের ছাতেনে ধসে নিহত সেনা জওয়ানকে লাক্ষাদ্বীপের আন্দ্রোথ দ্বীপে আনা হচ্ছে। সোমবার।

কোণঠাসা করতে ঘোঁট

প্রথম পাতার পর

তৃণমূলের অন্দরে এনিয়ে যথেষ্ট গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, এতদিনই তিনিই শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের শেষকথা ছিলেন। কিন্তু এবার শংকরকেও দল গুরুত্ব দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সোমবার শংকরকে রাজ্য সহ সভাপতির পদে বসানোর সিদ্ধান্ত সেটারই প্রমাণ। ফলে আগামীতে শংকর উত্তরবঙ্গে মমতার বিকল্প তাস হয়ে উঠতে চলেছেন। শংকর বলেছেন, 'দলনেত্রী আমাকে যখন যে দায়িত্ব দেবেন তা পালন করার চেষ্টা করব।'

এটা বুঝেই তৃণমূলের ওই বড় নেতা শংকরকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বার্তা দিচ্ছেন। শহর থেকে গ্রামে দলের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি থেকে নেতা-নেত্রী সকলকেই 'শংকরকে নিয়ে এত মাতামাতি করার কিছু নেই' বলে বার্তা দেওয়া হচ্ছে। শনিবার দলের তরফে পার্টি অফিসে শংকরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সেই সংবর্ধনা সভাতেও যাতে কেউ না যান সেইজন্য পুরনিগমে দলের কাউন্সিলার থেকে শুরু করে মহকুমার গ্রামাঞ্চলে জনপ্রতিনিধি, নেতা-নেত্রীদের ফোন করে বলা হয়েছে। ওই নেতার হয়ে এক শিক্ষক নেতা সামনে থেকে এই কাজগুলি করছেন বলে অভিযোগ। এই কারণেই শনিবারের সংবর্ধনা সভায় তৃণমূলের সিংহভাগ কাউন্সিলারই পার্টি অফিসে যাননি।

সোমবার বিকেলে তৃণমূলের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে শংকরকে দলের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি করা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই পদ দেওয়া হয়েছে ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা পরিবারের সদস্য কাসেম সিদ্দিকিকে। উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূলের চেয়ারম্যান ও সভাপতি পদে বসানো হয়েছে সব্যসাচী দত্ত ও কাকলি ঘোষদস্তিদারকে।

আশ্রমে যৌন নিগ্রহ, পালাল ৫ কিশোরী

প্রথম পাতার পর

বীরপাড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আশ্রমটি বীরপাড়ার বড়হাওদা এলাকায় রয়েছে। প্রাথমিক কাউন্সেলিংয়ের পর নাবালিকাদের অভিযোগ শুনে চক্ষু চড়কগাছ সরকারি কর্তাদের। অভিযোগ, সেই আশ্রমে নাবালিকাদের দিয়ে হাত-পা টেপানো হত। চলত আরও নানা কুকর্ম। তবে তদন্ত চলছে বলে এখনই এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে নারাজ প্রশাসনের কর্তারা।

ওই আশ্রমের কাগজপত্র যাচাই করা হচ্ছে। কীভাবে, কার অনুমতিতে এই আশ্রম চলছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সূত্রের খবর, ২০১৪ সাল থেকে ওই আশ্রম চলছে। সেখানে প্রায় ৩৫ জন পড়ুয়া রয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ারা সেখানে থেকে পড়াশোনা করে। এছাড়াও নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের বাড়ি থেকে পড়াশোনা করার সুযোগ রয়েছে। ওই ৫ নাবালিকার অভিযোগ, আশ্রমে তাদের বকাঝকা করা হত। ঠিকভাবে খেতে দেওয়া হত না। সেইসঙ্গে ব্যাড টাচের অভিযোগও করেছে তারা। তারপরেই জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ বিশেষ টিম তৈরি করে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, কড়া অনুশাসনের কথা মেনে নিলেও ব্যাড টাচের অভিযোগ মানতে নারাজ আশ্রম কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, আবাসিকদের ফলমূল সহ স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়া হয়। তবে বাড়ির মতো পরিমাণে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই আশ্রমের তরফে সরস্বতী শাস্ত্রী বলেন, 'গুরুকুলে বিভিন্ন নিয়ম নির্দেশিকা মেনে চলতে হয়। তবে এখানে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।'

তাহলে প্রশ্ন উঠছে, গভীর রাতে ওই ৫ জন পালাল কেন? প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা নিয়েও। এব্যাপারে আশ্রম কর্তৃপক্ষের কথায় নানা অসংগতি। কখনও তারা দাবি করছে, রাতে রাঁধুনি মহিলার সঙ্গে ওই পাঁচজন বেড়াতে গিয়েছিল। পরে গুরুকুলের তরফেই ওদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কখনও আবার বলছে, একজন নাবালিকার নেতৃত্বে বাকিরা বেরিয়ে পড়েছিল।

পুলিশেরই একটি সূত্র মোতাবেক, মাস ছয়েক আগে ওই আশ্রম কর্তৃপক্ষ একজন ১৭ বছর বয়সি আবাসিক মেয়ের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর বীরপাড়া থানায় মৌখিকভাবে জানিয়েছিল। পুলিশ লিখিতভাবে থানায় অভিযোগ করতে বলে আশ্রম কর্তৃপক্ষকে। সেটা আর তারা করেনি। বীরপাড়া থানার পুলিশও আর এ নিয়ে এগোয়নি। সেই অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটি এখন কোথায় রয়েছে, কী পরিস্থিতিতে রয়েছে, তা নিয়ে বীরপাড়া থানার কাছে কোনও তথ্যই নেই।

আজ বৈঠকে মোদি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ জুন : অপারেশন সিঁদুরের পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের কড়া বার্তা পৌঁছে দিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের যে সদস্যরা ৩৩টি দেশের রাজধানী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে সফর করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁদের সঙ্গে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের বাসভবনে বৈঠকে বসতে চলেছেন। ওই বিশেষ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার 'ফিডব্যাক' শুনবেন।

প্রতিনিধিদলে ৫০ জন বর্তমান সাংসদ ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিক ও প্রাক্তন সংসদ সদস্যরাও ছিলেন। বিদেশের মাটিতে ভারতের অবস্থান আরও শক্ত করে তুলে ধরা এবং পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক জোরালো, সর্বদলীয় অবস্থান উপস্থাপন করা সরকারের উদ্যোগ ছিল। এর আগেই বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এই প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তাঁদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, "বিশ্বের সামনে ভারতের অবস্থান তুলে ধরতে যে দক্ষতা ও স্পষ্টতা এই প্রতিনিধিরা দেখিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।" সাতটি প্রতিনিধিদলের মধ্যে এনডিএ জোট চারটির নেতৃত্ব দিয়েছে। বিরোধী শিবিরের সাংসদরা তিনটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত থাকবেন। সোমবার রাতে প্রধানমন্ত্রী মোদির তরফে একটি নৈশভোজের আমন্ত্রণ বিদেশ সফর সেরে ফেরা সকল সাংসদের কাছে পৌঁছেছে। অভিষেকও সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

ভাতায় কাঁটা, নিয়োগে স্বস্তি

প্রথম পাতার পর

যেতে আর বাধা রইল না। ১৬ জুন থেকে ওই নিয়োগের জন্য আবেদন করা যাবে। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আপাতত হস্তক্ষেপ নয়। কোনও সমস্যা হলে পরে আদালত দেখবে। কিন্তু গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের ভাতা সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন সরকারকে। তাঁর মন্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর কোনওরকম আলোচনা বা স্ক্রুটিনি ছাড়াই এত তাড়াহুড়ো কেন? ভাতার পরিমাণ নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলে। বিচারপতি জিজ্ঞাসা করেন, 'কীসের ভিত্তিতে ভাতার অঙ্ক নির্ধারণ করা হয়েছে? এদের বেতনের ভিত্তিতে কী? শীর্ষ আদালতে পুনর্বিবেচনার আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত টাকা দিতে থাকবেন?' যদিও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত দাবি করেন, ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের অসুবিধা হবে না।

যদিও আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'আদালতের নির্দেশে চাকরি বাতিলের পর এই চাকরিচ্যুত ও ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীরা একই স্তরে রয়েছে। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্ট যাঁদের দাগি চিহ্নিত করে চাকরি বাতিল করেছে, তাঁদের ভাতা দেওয়া অসাংবিধানিক। রাজ্য সরকার এভাবে দুর্নীতিগ্রস্তদের ছত্রছায়ায় রাখছে।' তাঁর বক্তব্য, সংবিধানের ২৮২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনস্বার্থে সরকার টাকা খরচ করতে পারে। ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত কি জনস্বার্থ সম্পর্কিত?' পরে রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি।

জমির যুদ্ধে বনধ

প্রথম পাতার পর

প্রধাননগর থানা এলাকায় জমি দখল হয়েছিল সিকিমের বাসিন্দা ড্রোজা গুরুংয়ের। ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের কথায়, 'আমরা যখনই জমি সংক্রান্ত কিংবা এধরনের অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ পেয়ে থাকি, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।' শহরের বিশিষ্ট গল্পকার বিপুল দাসের কথায়, 'প্রশাসনের কাছে একটাই অনুরোধ, আমাদের শহরটাকে শান্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

আইন ভেঙে শিক্ষক

প্রথম পাতার পর

মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান 'ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি'-এর বাজেট হেড থেকে সাম্মানিক প্রদানের অনুরোধ করেছেন।

গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে মাসের পর মাস শানের সাম্মানিকের জন্য অর্থ বিভাগে চিঠি পাঠালেও সেকথা বেমালুম অস্বীকার করেছেন বরুণ। তাঁর বক্তব্য, 'শান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র, কোনও ফ্যাকাল্টি নন। তিনি ভালো ছবি তোলেন। কখনো-কখনো আমাদের প্রোজেক্টের কাজে সহযোগিতা করেন। তবে একটি টাকাও তার জন্য তাকে দেওয়া হয় না।' তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়ের কথা, 'সবটা খোঁজ নিয়ে আইন অনুসারে পদক্ষেপ করা হবে।'

যে সম্ভাবনার কথা বলেছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার অর্থাৎ ছাত্র ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে শান যদি ফের উইমেন স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিভুক্ত একজন ছাত্রকে 'শিক্ষক' বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আরও বড় কেলেঙ্কারি হবে বলেই মনে করছেন শিক্ষা প্রশাসকরা। (চলবে)

প্রতিবাদ নিষিদ্ধ

ঢাকা, ৯ জুন : হঠাৎই ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে সমস্ত রকম সভা, সমাবেশ, গণজমায়েত, মিছিল ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করল বাংলাদেশ পুলিশ। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের বাড়ি ওই এলাকায়। ঢাকার যমুনা ভবন, সচিবালয় এলাকার জন্য এই নির্দেশিকা জারি হয়েছে। ইউনূস এর মধ্যে সোমবার ব্রিটেন সফরে রওনা হলেন। গত কয়েকদিন ধরেই অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হচ্ছিল। সরকারি কাজের প্রতিবাদে কর্মচারী, শিক্ষক ও সেনাকর্মীরা ঘনঘন মিছিল করছেন। সেই কারণেই কি তড়িঘড়ি সভা, সমাবেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইউনূস সরকার, প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

নিষেধাজ্ঞা জারির পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিরোধীরা। তাঁরা এটিকে 'কালা আইন' আখ্যা দিয়ে দ্রুত বাতিলের দাবি করেছেন।

উঠছে বহুতল

প্রথম পাতার পর

ওই ব্যক্তির যুক্তি, 'আমার পরিবারের অনেকেই আগে এখানে বাড়ি বানিয়েছে। কোনও বিল্ডিং প্ল্যান লাগেনি। তাই আমিও বানালাম।' শিলিগুড়ির এই সমস্যা সমাধানের জন্যে এর আগে একাধিকবার শহরের নেতা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা বনমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বৈঠকের পর রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে ইকো সেনসেটিভ জোন এবং বাফার জোনের ক্ষেত্র কমানোর আবেদন জানিয়েছে। সেই বিষয়টি এখনও ঝুলেই রয়েছে। এলাকার আদি বাসিন্দা অঙ্কিতা রাই, পুলক দাসদের বক্তব্য, 'এখন অনেক নতুন নতুন লোককে এলাকায় দেখতে পাই। সবাই এসে বড় বড় বাড়ি বানাচ্ছেন। ক্যাফে তৈরি হচ্ছে, খাবারের দোকান তৈরি হচ্ছে। আগে তো এগুলি সব ধানখেত ছিল।'

অ্যাপাই-এর এডুকেশন ফেয়ার

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : কোন বিষয় নিয়ে পড়লে কেরিয়ারের বিকল্প হিসেবে কী কী পথ খুলে যাবে, তা নিয়ে অনেক পড়ুয়ার মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। পড়ুয়াদের সঠিক দিশা দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রথমবার শিলিগুড়িতে প্রি-কাউন্সেলিং অ্যান্ড এডুকেশন ফেয়ারের আয়োজন করলে দি অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রোফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস (অ্যাপাই)। সোমবার শহরের একটি বিলাসবহুল হোটেলে বসেছিল এডুকেশন ফেয়ার। সেখানে অংশ নেন জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়, বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এমসিকেভি গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস এবং টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আরও একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং বলছিলেন, 'এতদিন এধরনের শিক্ষামেলা কলকাতায় হত। উত্তরবঙ্গ থেকে অনেক পড়ুয়া সেখানে যেতেন। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তবে উত্তরের আরও অনেক পড়ুয়া যাতে কেরিয়ার কাউন্সেলিং-এর সুবিধা পেতে পারে, সেজন্য এই প্রথমবার শিলিগুড়িতে ফেয়ারের আয়োজন।' এদিন এডুকেশন মেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টল ঘোরে পড়ুয়ারা। নিজেদের আগ্রহ জানিয়ে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। এই যেমন, প্রধাননগরের বাসিন্দা ভারতী হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্র অনীশ পাসোয়ান। বলছিল, 'ভবিষ্যতে আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে। তবে ক্যাম্পাসিং সহ কোন কলেজে কী ধরনের সুযোগ পাওয়া যায়, তা জানা ছিল না। এখানে এসে সে ব্যাপারে ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে।'

বিটেক, এমটেক, বিফার্মা, এমসিএ, সাইবার সিকিউরিটি সহ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা পড়ুয়াদের সামনে আলোচনা করেন এদিন। অ্যাপাই ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর সাধারণ সম্পাদক সত্যম রায়চৌধুরীর কথায়, 'কেরিয়ার কাউন্সেলিং পড়ুয়াদের জন্য বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওরা যেন সঠিক সময়ে সঠিক কেরিয়ার বেছে নিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে এডুকেশন ফেয়ার হল। পড়ুয়াদের থেকে ভালো সাড়া পেয়েছি। অভিভাবকরাও এসেছেন।'

অ্যাপাইয়ের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা। এডুকেশন ফেয়ারের উপকারিতা নিয়ে একটি প্যানেল ডিসকাশন হয়েছে এদিন। সেখানে শিলিগুড়ির একাধিক স্কুলের শিক্ষকরা অংশ নেন।

রাজনৈতিক যুদ্ধের ধাঁচ বদল

কোচবিহার, ৯ জুন : সাংস্কৃতিক বনাম সামাজিক কাজের নিরিখে জমজমাট হয়ে উঠেছে কোচবিহারের শাসক-বিরোধী রাজনীতি। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের উদ্যোগে ক'দিন আগেই 'হেরিটেজ নাট্যমেলা' শেষ হল। তার রেশ কাটতে না কাটতেই বিজেপির তরফে 'মায়ের নামে একটি গাছ' শীর্ষক কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। প্রত্যেক বিজেপি কর্মী তাঁর মায়ের নামে অন্তত একটি করে বৃক্ষরোপণ করবেন। ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত সেই কাজের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক সংঘর্ষ, খুন, বোমাবাজি, বাড়িঘর ভাঙচুর, অভিযোগ-পালটা অভিযোগে বরাবরই কোচবিহার সরগরম থাকে। বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসায় আবার সংঘর্ষের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়বে তা কার্যত নিশ্চিত। তবে রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকে সরে গিয়ে জনসংযোগের জন্য শাসক-বিরোধী দুটি দলই যেভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজকে বেছে নিচ্ছে তাতে জেলার রাজনীতি নতুন পথে যাচ্ছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন অবশ্য বলেছেন, 'রাজনীতির পাশাপাশি সমাজের জন্যও আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। সেজন্য বিশ্ব পরিবেশ দিবস থেকে আমাদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। প্রত্যেক বিজেপি কর্মীই তাঁদের মায়ের নামে অন্তত একটি করে গাছ লাগাবেন ও পরিচর্যা করবেন।' বিজেপির এই কর্মসূচিকে সাধুবাদ ও কটাক্ষ দুই-ই করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তাঁর বক্তব্য,

> রাজনীতির পাশাপাশি সমাজের জন্যও আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। সেজন্য বিশ্ব পরিবেশ দিবস থেকে আমাদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।
>
> **অভিজিৎ বর্মন**
> জেলা সভাপতি, বিজেপি

'পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বিজেপি যদি গাছ লাগায় তাহলে সেটি প্রশংসার যোগ্য। ওদের হয়তো শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে।' অভিজিতের আরও সংযোজন, 'বিজেপির দলীয় কার্যালয়গুলিতে অক্সিজেনের অভাব রয়েছে। সেখানে বেশি করে বৃক্ষরোপণ করা উচিত।'

প্রতিটি নির্বাচনে গোটা রাজ্যের নজর থাকে কোচবিহারে। নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের দিন এমনকি ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসেও কার্যত স্পটলাইটে থাকে কোচবিহার। শাসক-বিরোধী দুই দলই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সেই 'ট্র্যাডিশন' বদলে ফেলে তৃণমূল, বিজেপিকে এভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাজে দলবেঁধে নেমে পড়তে দেখে অবাক হচ্ছেন অনেকেই।

কোচবিহারের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক অমিত সাহার কথায়, 'কিছুদিন আগেই দেখলাম তৃণমূলের অভিজিৎ দে ভৌমিকের উদ্যোগে রবীন্দ্র ভবনে নাট্যমেলা হল। আমি নিজেও নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। বিজেপি বৃক্ষরোপণের যে কর্মসূচি নিয়েছে তাও প্রশংসাযোগ্য। রাজনৈতিক দলগুলি এভাবে সমাজের কাজে নামলে সকলেরই মঙ্গল।'

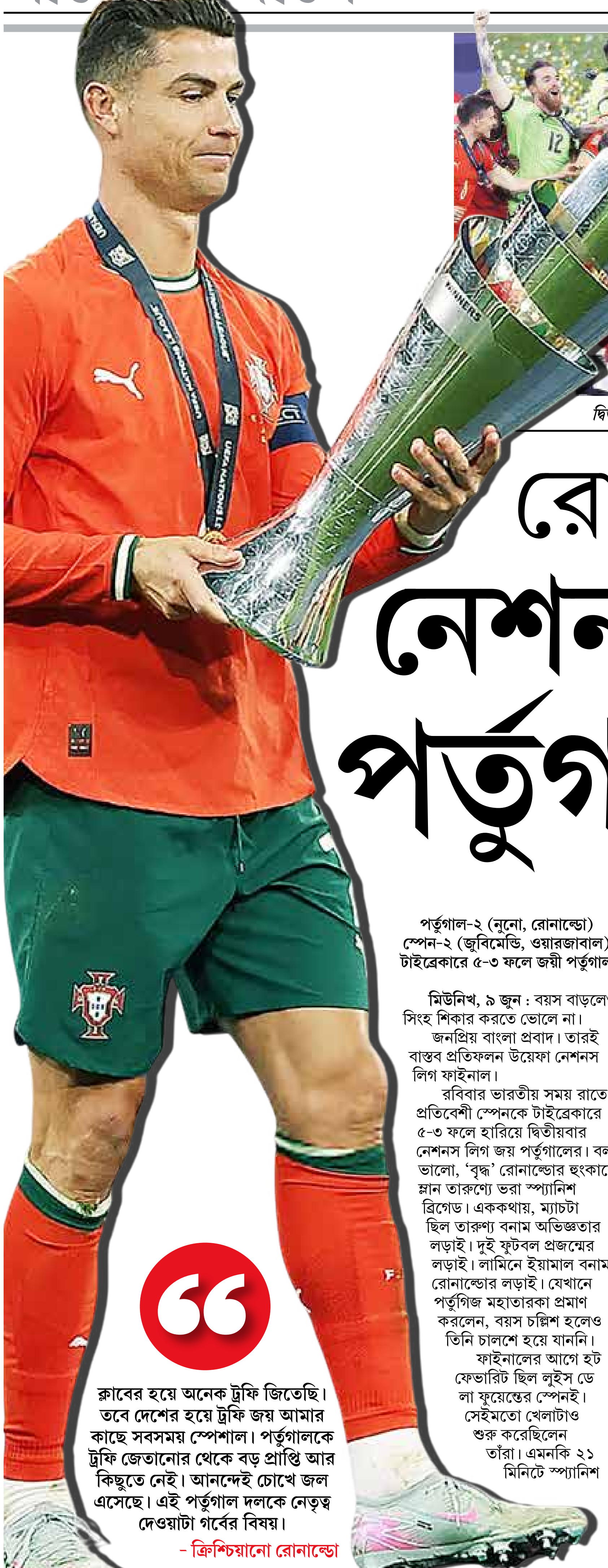

দ্বিতীয়বার নেশনস লিগ জয়ের পর সতীর্থদের নিয়ে উল্লাস ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

রোনাল্ডো-রাজে নেশনস জয় পর্তুগালের

পর্তুগাল-২ (নুনো, রোনাল্ডো)
স্পেন-২ (জুবিমেন্ডি, ওয়ারজাবাল)
টাইব্রেকারে ৫-৩ ফলে জয়ী পর্তুগাল

মিউনিখ, ৯ জুন : বয়স বাড়লেও সিংহ শিকার করতে ভোলে না। জনপ্রিয় বাংলা প্রবাদ। তারই বাস্তব প্রতিফলন উয়েফা নেশনস লিগ ফাইনাল।

রবিবার ভারতীয় সময় রাতে প্রতিবেশী স্পেনকে টাইব্রেকারে ৫-৩ ফলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার নেশনস লিগ জয় পর্তুগালের। বলা ভালো, 'বৃদ্ধ' রোনাল্ডোর হুংকারে ম্লান তারুণ্যে ভরা স্প্যানিশ ব্রিগেড। এককথায়, ম্যাচটা ছিল তারুণ্য বনাম অভিজ্ঞতার লড়াই। দুই ফুটবল প্রজন্মের লড়াই। লামিনে ইয়ামাল বনাম রোনাল্ডোর লড়াই। যেখানে পর্তুগিজ মহাতারকা প্রমাণ করলেন, বয়স চল্লিশ হলেও তিনি চালশে হয়ে যাননি।

ফাইনালের আগে হট ফেভারিট ছিল লুইস ডে লা ফুয়েন্তের স্পেনই। সেইমতো খেলাটাও শুরু করেছিলেন তাঁরা। এমনকি ২১ মিনিটে স্প্যানিশ 'বিস্ময়বালক' ইয়ামালের পাস থেকে মার্টিন জুবিমেন্ডির গোলে লা রোহা এগিয়ে যায়। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে সমতায় ফেরে পর্তুগাল। সৌজন্যে নুনো মেন্ডেজ। রোনাল্ডোর জন্য তৈরি মঞ্চে প্রথম আলো কিন্তু এই পর্তুগিজ ডিফেন্ডার ছড়ালেন। পেদ্রো নেটোর পাস থেকে ২৬ মিনিটে একক প্রয়াসে গোল করে যান নুনো। শুধু গোল নয়, সারা ম্যাচে স্পেনের মূল ভরসা লামিনেকে একপ্রকার বোতলবন্দি করে রেখেছিলেন তিনি। তবে প্রথমার্ধের

পতন স্প্যানিশ আর্মাডার

অন্তিম লগ্নে পর্তুগিজ রক্ষণের ভুলে স্পেনকে এগিয়ে দেন মিকেল ওয়ারজাবাল।

তবে বড় মঞ্চে মোক্ষম সময়ে জ্বলে উঠে অতীতেও অনেক ম্যাচের রং বদলেছেন সিআর সেভেন। ৪০ বছর বয়সে এসেও তার অন্যথা হল না। ৬১ মিনিটে মেন্ডেজের ক্রস স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে রোনাল্ডোর কাছে চলে আসে। গোল করতে কোনও ভুল করেননি সিআর সেভেন। রোনাল্ডোর গোল আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় পর্তুগিজদের। যে কারণে ৮৭ মিনিটে চোটের জন্য রোনাল্ডোকে তুলে নেওয়া হলেও পর্তুগালের আক্রমণে কোনও ভাটা পড়েনি। রাফায়েল লিয়াও, ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা ম্যাচের অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত স্পেনকে চেপে ধরেছিলেন।

কোচ ফুয়েন্তে টাইব্রেকারের কথা মাথায় রেখে দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার আলভারো মোরাতাকে নামিয়েছিলেন। কিন্তু এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকারই ডোবালেন। টাইব্রেকারে পেনাল্টি মিস করে ট্রফিটাই রোনাল্ডোকে উপহার দিয়ে গেলেন।

২০২২ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর তাঁর চোখে জল দেখা গিয়েছিল। এদিন খেতাব জেতার পরে চোখে জল ছিল সিআর সেভেনের। পরে তিনি বলেছেন, 'ক্লাবের হয়ে অনেক ট্রফি জিতেছি। তবে দেশের হয়ে ট্রফি জয় আমার কাছে সবসময় স্পেশাল। পর্তুগালকে ট্রফি জেতানোর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছুতে নেই। আনন্দেই চোখে জল এসেছে। এই পর্তুগাল দলকে নেতৃত্ব দেওয়াটা গর্বের বিষয়।'

এদিকে ফাইনাল হেরে স্পেন কোচ ফুয়েন্তের নজর এবার বিশ্বকাপে। তিনি বলেছেন, 'যোগ্য দল হিসেবেই পর্তুগাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবে ছেলেদের খেলায় আমি খুশি। এই ম্যাচ ভুলে ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। আগামী বছর বিশ্বকাপই আমাদের লক্ষ্য।'

আপাতত ইউরোপ ফের পর্তুগিজদের জয়ধ্বনিতে মুখরিত। সামনেই বিশ্বকাপ। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানো কি খেলবেন? তার কোনও উত্তর না পাওয়া গেলেও পর্তুগাল কিন্তু সিআর সেভেনেই আস্থা-ভরসা রাখতে চায়।

ক্লাবের হয়ে অনেক ট্রফি জিতেছি। তবে দেশের হয়ে ট্রফি জয় আমার কাছে সবসময় স্পেশাল। পর্তুগালকে ট্রফি জেতানোর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছুতে নেই। আনন্দেই চোখে জল এসেছে। এই পর্তুগাল দলকে নেতৃত্ব দেওয়াটা গর্বের বিষয়।

– ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

আলকারাজের হুংকার

'চ্যাম্পিয়ন তৈরি করে কঠিন পরিস্থিতি

প্যারিস, ৯ জুন : মহাকাব্যিক প্রত্যাবর্তন।

সদ্যসমাপ্ত ফরাসি ওপেন ফাইনাল সম্পর্কে একটাই কথা বলা যায়। এক পর্যায়ে তো ম্যাচের ভাগ্য প্রায় লেখা হয়ে গিয়েছিল। রোলাঁ গারোর নতুন রাজা হিসেবে জানিক সিনারকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল টেনিস দুনিয়া। চতুর্থ সেটে ৫-৩ গেমে এগিয়ে ছিলেন ইতালিয়ান তারকা। নবম গেমে ৪০-০ পয়েন্ট তাঁর পক্ষে। শুধু একটা ম্যাচ পয়েন্ট দরকার।

কিন্তু এরপর যেটা হয়েছিল, সেটা নিয়ে হলিউডে কোনও থ্রিলার সিনেমা হতে পারে। খাদের কিনারা থেকে প্রত্যাবর্তন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার। তিনবার ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে শেষপর্যন্ত টাইব্রেকারে সেট দখল। পরে পঞ্চম সেট জিতে চ্যাম্পিয়নের মুকুট মাথায় পরেন আলকারাজ। ইতিমধ্যে আলকারাজের একটি পুরোনো ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে আলকারাজকে ধারাভাষ্যকাররা বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ফরাসি ওপেনের ইতিহাসে দীর্ঘতম ফাইনাল জিতে তৃপ্ত আলকারাজ। ম্যাচের পর তাঁর হুংকার, 'কঠিন পরিস্থিতি আসল চ্যাম্পিয়ন তৈরি করে। প্রবল চাপের মুখেও হাল ছাড়িনি। লড়াই চালিয়ে গিয়েছি। এইসব চাপের মুহূর্ত মোকাবিলা না করতে পারলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় না। কিংবদন্তি খেলোয়াড়রা বছর বছর এই কাজটা করে গিয়েছেন।'

ইতিমধ্যে আলকারাজ-সিনার ম্যাচটির সঙ্গে উইম্বলডন ফাইনালে রাফায়েল নাদাল-রজার ফেডেরার কিংবা বিয়র্ন বর্গ-জন ম্যাকেনরো লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনা করা শুরু করে দিয়েছে। যা দেখে আলকারাজ বলেছেন, 'ফেডেরার-নাদাল, বর্গ-ম্যাকেনরোর লড়াইয়ের সঙ্গে আমাদের ম্যাচটির তুলনা হচ্ছে। এটা আমার কাছে সম্মানের বিষয়। রোলাঁ গারোয় ইতিহাসের পাতায় নাম তুলতে পেরে আমি খুশি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, '২২ বছর বয়সে কেরিয়ারে পঞ্চম গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছি। নাদালও এই বয়সেই পঞ্চম গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন। এটা আমার কাছে একটা গর্বের বিষয়। নাদাল আমার আদর্শ।'

এদিকে, জয়ের কিনারায় গিয়েও খেতাব হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ সিনার। তবে রোলাঁ গারোর দীর্ঘতম ফাইনালের অংশ হতে পেরে খুশি তিনি। সিনার বলেছেন, 'এই ইতিহাসের অংশ হতে পেরে খুশি। তবে জিততে পারলে আরও ভালো লাগত। এখন আর কিছু করার নেই।' তিনি আরও বলেছেন, 'খুব উচ্চপর্যায়ের ম্যাচ ছিল এটা। আগে এই ধরনের ম্যাচ টেলিভিশনেই শুধু দেখেছি। এবার আমার নিজের ক্ষেত্রেও ঘটে গেল।'

চোখের জলে ধোয়া

নজরে পরিসংখ্যান

৫ গ্র্যান্ড স্ল্যামে পাঁচবার ফাইনালে উঠে পাঁচবারই চ্যাম্পিয়ন হলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

৩ আলকারাজ তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট বাঁচিয়ে গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেতাব জিতলেন।

২ রজার ফেডেরারের পর আলকারাজ দ্বিতীয় খেলোয়াড় যিনি কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে প্রথমবার উঠেই চ্যাম্পিয়ন হলেন।

৩ ২২ বছর ৩৪ দিন বয়সে তৃতীয় কনিষ্ঠতম হিসেবে পাঁচটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন আলকারাজ। এই তালিকায় বাকি দুইজন বিয়ন বর্গ (২২ বছর ৫ দিন) ও রাফায়েল নাদাল (২২ বছর ৩৩ দিন)।

৪ বিগ থ্রি-র (ফেডেরার, নাদাল, নোভাক জকোভিচ) পর আলকারাজ চতুর্থ খেলোয়াড় যিনি টানা চার বছর অন্তত একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন।

৩১ সিনার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ম্যাচে টানা ৩১টি সেট জেতার পর রবিবার কোনও সেট হারলেন।

কাউন্টি খেলে ডিউক বল নিয়ে যান সাই

ছাত্রকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী স্টুয়ার্ট

লর্ডসে ওয়ার্মআপে বি সাই সুদর্শন।

লন্ডন, ৯ জুন : সালটা ২০২৩। সারের হয়ে কাউন্টি অভিষেক। বি সাই সুদর্শন নামটার সঙ্গে সেভাবে কেউ তখন পরিচিত নন। অভিজ্ঞতা অর্জন, লাল বলে নিজেকে আরও ঘষেমেজে নিতে চেয়েছিলেন। বাড়ি ফিরেছিলেন অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারকে সমৃদ্ধ করে, আর বেশ কিছু লাল ডিউক বল সঙ্গে নিয়ে!

ডিউক বলে নিজেকে প্রস্তুত করার ভাবনা? সুদর্শন কি ভেবেছিলেন ২০২৫ ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলে ডাক পাবেন? বাস্তব যাই হোক, সারের হয়ে খেলা এবং সঙ্গে করে আনা ডিউক বলে প্রস্তুতির আত্মবিশ্বাস ২০ জুন শুরু ভারতের বিলেত সফরে সম্পদ নবাগত তারকার।

প্রথম শ্রেণির কেরিয়ার ততটা ঝলমলে নয় সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের তুলনায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করছেন, সাই টি২০-ও খেলে টেস্টসুলভ শটে। আড়া শট বা পেশিশক্তির আস্ফালন নয়, নান্দনিক ব্যাটিংয়েই ২০২৫ আইপিএলে অরেঞ্জ টুপির মালিকও হয়েছেন। অনেকে তাঁকে দেখছেন বিরাট কোহলির যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবেও। সারে কাউন্টিতে সুদর্শনের 'বস' অ্যালেক স্টুয়ার্ট যদিও সতর্ক করছেন। পরামর্শ, 'পরবর্তী বিরাট নয়, আরও ধারালো সাই সুদর্শন হয়ে ওঠো।'

প্রথম দর্শনেই প্রতিভার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক। ভালো লেগেছিল ভারতীয় তরুণের শেখার ইচ্ছে, দ্রুত শিখতে পারার দক্ষতাকে। স্টুয়ার্টকে গুজরাট টাইটান্সের টিম ডিরেক্টর বিক্রম সোলাঙ্কি জানান, দুর্দান্ত প্রতিভা। একটু ঘষেমেজে নিতে হবে শুধু। দায়িত্বটা বর্তেছিল স্টুয়ার্টের ওপর। ডিউক বলের প্রসঙ্গে টেনে জানান, ফেরার সময় বেশ কিছু নতুন ডিউক বল নিয়ে যায় সুদর্শন। কোনও দাম নেওয়া হয়নি। বাড়িতে ফিরে প্র্যাকটিস করবে, পরেরবার যখন ফিরবে, আরও ধারালো সুদর্শনকে পাবে ক্লাব।

পাশাপাশি স্টুয়ার্টের মন বলছিল, ভারতীয় দলের হয়েও হয়তো ইংল্যান্ডের মাটিতে দেখা যাবে সুদর্শনকে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হিসেবটা মিলে যাবে হয়তো ভাবেননি। কৃতিত্বটা সুদর্শনকেই দিচ্ছেন স্টুয়ার্ট। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'যখন এসেছিল অচেনা। ইংলিশ কন্ডিশন সম্পর্কে একেবারেই আনকোরা। সোলাঙ্কি প্রচুর প্রশংসা করেছিল সুদর্শনের। প্রথম সেশনে দেখেই টের পেয়েছিলাম, কেন বিক্রম ওর দক্ষতা সম্পর্কে এতটা আত্মবিশ্বাসী।'

ভারতীয় তরুণের শেখার তাগিদে মজেছিলেন স্টুয়ার্টও। নেট হোক বা মাঝের বাইশ গজ, সবসময় হাতে ব্যাট। যার সুফল, সারের দ্বিতীয় দল থেকে দ্রুত প্রথম দলে উত্তরণ। বিশ্বাস, ভারতীয় টেস্ট দলের সম্পদ হয়ে উঠবেন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'যেখানে বল বেশি নড়াচড়া করে, সেখানে বলের যথাসম্ভব কাছে গিয়ে খেলতে হয়। সুদর্শন ঠিক সেটাই করে। একেবারে চোখের নীচে বল রেখে শট খেলে। দেরিতে খেলে। ব্যাকফুট প্লে শক্তিশালী। যা ইংলিশ পিচ, কন্ডিশনে গুরুত্বপূর্ণ।'

কম্বল চাপা দিয়ে মৃত দর্শককে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নেশনস ফাইনালে দর্শকের মৃত্যু

মিউনিখ, ৯ জুন : উয়েফা নেশনস লিগ ফাইনাল চলাকালীন মারা গেলেন এক দর্শক। আলিয়াঞ্জ এরিনার গ্যালারির সেন্ট্রাল টিয়ার থেকে প্রেসবক্সে পড়ে যান তিনি। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু হলেও ওই দর্শককে বাঁচানো যায়নি। উয়েফা তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করলেও মৃত ব্যক্তির নাম, পরিচয় কিছু প্রকাশ করেনি। ম্যাচের পর মৃত দর্শকের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন স্পেনের কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তে।

আল নাসেরেই থাকছেন রোনাল্ডো

মিউনিখ, ৯ জুন : সব জল্পনার অবসান। আল নাসেরেই থাকছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। উয়েফা নেশনস লিগ ফাইনালের পর নিজেই জানিয়েছেন এই কথা। রোনাল্ডো বলেছেন, 'আগামীদিনে কোনওকিছু পরিবর্তন হচ্ছে না। আল নাসেরেই থাকছি।' নয়া মরশুমে আল নাসের এসিএল টু-তে খেলবে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টও এবছর এসিএল টু-তে খেলবে। ফলে বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের মনে একটা ক্ষীণ আশা রয়েছে, দুই দল যদি এক গ্রুপে থাকে, তাহলে রোনাল্ডোকে কলকাতায় খেলতে দেখা যেতে পারে।

নভেম্বরে ইডেনে রাবাদাদের টেস্ট

মুম্বই, ৯ জুন : প্রত্যাশামাফিক রদবদল ভারতের আন্তর্জাতিক হোম সিরিজের সূচিতে।

আসন্ন হোম সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈরথে মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল। আর এই দুই সিরিজের একাধিক ম্যাচের কেন্দ্র বদল করা হয়েছে। আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সূচি বদলের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর যে বদলের রেশ সরাসরি পড়ছে ইডেন গার্ডেন্সের ওপর।

প্রাথমিকভাবে পুজোর পরই ১০ অক্টোবর ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট হওয়ার কথা ছিল ইডেনে। পরিবর্তিত সূচিতে যা এখন হবে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। তারিখ একই থাকছে। বদলে দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ নয়াদিল্লি থেকে সরিয়ে কলকাতায় আসছে। ১৪ নভেম্বর শুরু সিরিজের উদ্বোধনী টেস্ট হওয়ার কথা থাকলেও যা এখন একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে ইডেনে।

বোর্ডের তরফে কেন্দ্র বদল সম্পর্কে কোনও কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। যদিও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, নভেম্বরে রাজধানী শহরের 'বায়ুদূষণ'-এর কথা মাথায় রেখে আগাম সতর্কতা হিসেবে ম্যাচ কলকাতায় সরানোর সিদ্ধান্ত। কয়েক বছর আগে নয়াদিল্লিতে শ্রীলঙ্কা-ভারত টেস্টে বায়ুদূষণ নিয়ে বিতর্ক হইচই ফেলে দিয়েছিল। দুই দলের একাধিক প্লেয়ার অসুস্থ হয়ে পড়ে। গত কয়েক বছর নয়াদিল্লির বায়ুদূষণ, আবহাওয়ার পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখেই এই পদক্ষেপ বিসিসিআইয়ের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ		
প্রথম টেস্ট	২-৬ অক্টোবর	আহমেদাবাদ
দ্বিতীয় টেস্ট	১০-১৪ অক্টোবর	নয়াদিল্লি
দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ		
প্রথম টেস্ট	১৪-১৮ নভেম্বর	কলকাতা
দ্বিতীয় টেস্ট	২২-২৬ নভেম্বর	গুয়াহাটি
দক্ষিণ আফ্রিকা ওডিআই সিরিজ		
প্রথম ওডিআই	৩০ নভেম্বর	রাঁচি
দ্বিতীয় ওডিআই	৩ ডিসেম্বর	রায়পুর
তৃতীয় ওডিআই	৬ ডিসেম্বর	ভাইজাগ
দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ সিরিজ		
প্রথম টি২০	৯ ডিসেম্বর	কটক
দ্বিতীয় টি২০	১১ ডিসেম্বর	নিউ চণ্ডীগড়
তৃতীয় টি২০	১৪ ডিসেম্বর	ধরমশালা
চতুর্থ টি২০	১৭ ডিসেম্বর	লখনউ
পঞ্চম টি২০	১৯ ডিসেম্বর	আহমেদাবাদ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ সরছে দিল্লিতে

কেন্দ্র পরিবর্তন করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-ভারত মহিলা দলের ওডিআই সিরিজেও। চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে সংস্কারের কাজের কারণে ম্যাচ সরানো হচ্ছে। নতুন সূচিতে সিরিজের প্রথম দুইটি ম্যাচ হবে চণ্ডীগড়ের নতুন পিসিএ স্টেডিয়ামে। তৃতীয় এবং সিরিজের শেষ দুইটি ম্যাচ হবে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে।

আক্রামের মূর্তি নিয়ে ট্রোল

করাচি, ৯ জুন : গায়ে ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপের জার্সি। বোলিং অ্যাকশনটাও অবিকল তাঁরই মতো। শরীরী ভাষাও তাঁর কথাই মনে করাবে। কিন্তু এরপরই যখন চোখ পড়বে মুখের দিকে, তখনই প্রথমে অবাক হয়ে যাবেন যে কেউ। তারপরেই হাসিতে ফেটে পড়বেন। ঠিক এই জিনিসটাই এখন ঘটছে ওয়াসিম আক্রামের মূর্তি নিয়ে নেটপাড়ায়।

এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের নিয়াজ স্টেডিয়ামে একটি মূর্তি উন্মোচন করা হয়েছে আক্রমের। যার মুখ দেখে তাঁকে আদৌ আক্রাম বলে বিশ্বাস করতে পারছেন না কেউই। যার পরে নেটপাড়ায় কেউ বলছেন, 'আক্রাম আদৌ জানেন তো যে এটা তিনি?' কিংবা কারও কথায়, 'মূর্তিটি ১০ শতাংশ সিমেন্ট আর ৯০ শতাংশ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে তৈরি।' অনেকে আবার টেনে আনছেন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে থাকা শচীন তেন্ডুলকারের মূর্তির প্রসঙ্গও, যেখানে মূর্তির মুখটি ছিল অবিকল স্টিভেন স্মিথের মতো। সবমিলিয়ে, পাক কিংবদন্তিকে সম্মান জানাতে এই উদ্যোগের ফলাফল যে এমন হবে এটা হয়তো ভাবেননি কেউই।

পাকিস্তানের হায়দরাবাদে বসেছে ওয়াসিম আক্রামের মূর্তি।

বুমরাহর স্ত্রী সঞ্জনা কমেন্ট্রিতে!

লন্ডন, ৯ জুন : মাঠে জসপ্রীত বুমরাহ। কমেন্ট্রি বক্সে স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন। এমনই বিরল যুগলবন্দি ঘটতে চলেছে আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে। সম্প্রচারের সংস্থা সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক এদিন টেস্ট সিরিজের কমেন্ট্রি টিমের তালিকা ঘোষণা করেছে। যেখানে ইংরেজি ধারাভাষ্যকারদের তালিকায় সুনীল গাভাসকার, মাইকেল ভন, চেতেশ্বর পূজারা, নাসের হুসেন, মাইক আথারটন, হর্ষ ভোগলেদের সঙ্গে রয়েছেন সঞ্জনাও। ক্রিকেট সঞ্চালক হিসেবে সঞ্জনা পরিচিত মুখ। এবার পদোন্নতি। সঞ্চালক থেকে গাভাসকারদের সঙ্গে কমেন্ট্রি টিমে।

গিলদের জন্য লর্ডসে ‘নো এন্ট্রি’ কামিন্সদের

বুমরাহকে সামলাতে হিমসিম সতীর্থরা

লন্ডন, ৯ জুন : বুধবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল।

অথচ, খেতাবি যুদ্ধের মঞ্চ লর্ডসে রবিবার প্রস্তুতির অনুমতি পেল না ফাইনালের অন্যতম দল অস্ট্রেলিয়া! রবিবার লর্ডস কর্তৃপক্ষের এহেন কাণ্ডে রীতিমতো হইচই। যে বিতর্কে জড়িয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলও! ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্টের জন্য ক্রিকেট মক্কায় প্রস্তুতি সারছেন শুভমান গিলরা। তাই প্যাট কামিন্সদের লর্ডসে ‘নো এনট্রি’।

লর্ডসে অনুশীলনের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয় অস্ট্রেলিয়া দল। শেষপর্যন্ত অনেক কাঠখড় পোহাতে হয় বিকল্প প্র্যাকটিসের স্টেডিয়াম খুঁজে পেতে। তাও শহর থেকে প্রায় ঘণ্টা তিনেক দূরের প্র্যাকটিস স্টেডিয়ামে। রবিবারের যে ঘটনা ঘিরে বিতর্ক চরমে। অস্ট্রেলিয়া শিবির লর্ডস কর্তৃপক্ষের যে ব্যবহারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

শনিবার ভারতীয় দল লন্ডনে পা রাখে। এখানে শিবির করে প্রস্তুতি সারবে ২০ জুন হেডিংলিতে শুরু টেস্ট সিরিজের জন্য। রবিবার প্রথম প্রস্তুতি সেশনে সাত সকালে পূর্ব নির্ঘণ্ট মেনে লর্ডসে দল নিয়ে প্র্যাকটিসে নেমেও পড়েন গৌতম গম্ভীর। প্রথম প্র্যাকটিসে মূলত ফিটনেস কসরত, ফিল্ডিং অনুশীলনে জোর দেওয়া হয়। ব্যাটিং-বোলিংয়ের পথে পা বাড়ায়নি।

আর রবিবার লর্ডসে যখন শুভমানরা গা ঘামাচ্ছেন, তখন অস্ট্রেলিয়া দলকে নিয়ে নাটক চলছে। কামিন্সদের মুখের ওপর জানিয়ে দেওয়া হয় তাঁরা লর্ডসে প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। ক্ষুব্ধ অজি শিবির লর্ডস কর্তৃপক্ষের যে আচরণে। দাবি, ভারতের টেস্ট সিরিজ শুরু হতে অনেক বাকি। টেস্ট ফাইনালের পরও দিন পাঁচেক হাতে সময় পেত। সেখানে ১১ তারিখ লর্ডসে শুরু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। তারপরও ভারতকে গুরুত্ব, অস্ট্রেলিয়াকে না!

ভারতীয় দল যদিও বিতর্কে ঢুকতে নারাজ। লক্ষ্য দ্রুত ইংলিশ কন্ডিশনে মানিয়ে নেওয়া। আজ দ্বিতীয় দিনে তাই পুরোদস্তুর অনুশীলন। গতকাল নেট সেশন হয়নি। আজ নেটে ব্যাটিং, বোলিং সবই চলল। জসপ্রীত বুমরাহকে যেখানে দেখা গেল চেনা মেজাজেই। লাল ডিউক বল হাতে সতীর্থদের বিরুদ্ধে নেটে আগুন ঝরালেন। যা সামলাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে দেখা গেল শুভমানদের।

অনুশীলনের মাঝে ঋষভ পন্থ আঙুলে চোটও পান। বরফ ঘষতেও দেখা যায় তাঁকে। তবে ফিটনেস নিয়ে আশ্বস্ত করে জানালেন, তিনি ঠিক আছেন। কোনও সমস্যা নেই। আজ দ্বিতীয় দিনে প্রস্তুতিতে তারই ঝলক। দয়ানন্দ গরানি ও রঘুর ছোড়া বলে ব্যাটিং করলেন কিছুক্ষণ।

প্রস্তুতিতেও বল হাতে ঝড় তুলেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। লর্ডসে সোমবার।

তারপর সোজা স্পিন নেটে। কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা- স্পিন ত্রয়ীর বিরুদ্ধে শান দিলেন। তারপর বুমরাহ, প্রসিধ কৃষ্ণা, অর্শদীপ সিং, মহম্মদ সিরাজদের পেসের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি।

বুমরাহ যেখানে বল হাতে, তখন ব্যাটিংয়ে নজর কাড়লেন ঋষভ। স্লগ সুইপ, রিভার্স সুইপ থেকে স্টেপআউট করে আগ্রাসী শট - সবই মিলল। একাধিকবার মিসও করলেন। হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে আবার দেখা গেল বি সাই সুদর্শনকে দীর্ঘ সময় দিতে। সুদর্শনের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে দেখা যায় গম্ভীরকে। অনেকে যার থেকে দুয়ে দুয়ে চার করছেন। তাহলে কি সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম একাদশে সাই সুদর্শনকে রেখেই প্রস্তুতিতে জোর গম্ভীরের?

মাঝে দিন দশেকের বেশি। চিন্তাভাবনায় অনেক পরিবর্তনের হাতছানি। শেষপর্যন্ত প্রথম এগারোর চেহারা কী দাঁড়াবে বলা কঠিন। বিশেষত, হেডকোচের নাম যেখানে গম্ভীর।

এদিকে, তাঁর নামে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের নামকরণে উচ্ছ্বসিত জেমস অ্যান্ডারসন। প্রতিক্রিয়ায় জানান, বিশ্বাসই হচ্ছে না, এমন সম্মান তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। তাও আবার শচীনের মতো কিংবদন্তির সঙ্গে ‘তেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসন’ সিরিজের মর্যাদা। অ্যান্ডারসন বলেছেন, ‘আমার কাছে যথার্থ অর্থেই কিংবদন্তি, যার খেলা দেখে বড় হয়েছি। একসঙ্গে প্রচুর ম্যাচও খেলেছি ওর বিরুদ্ধে। তার সঙ্গে এই সিরিজে আমার নাম জুড়ে যাওয়া, এর চেয়ে গর্বের আর কী-বা হতে পারে।’

৯০ রান করে ফিরছেন তনুষ কোটিয়ান। সোমবার।

শেষ দিনেও ব্যাটিং দাপট ভারতের

ভারত ‘এ’- ৩৪৮ ও ৪১৭/৭ (ডি.)
ইংল্যান্ড লায়ন্স-৩২৭ ও ৩২/৩
(ম্যাচ ড্র)

নর্দাম্পটন, ৯ জুন : বেসরকারি টেস্টের তৃতীয় দিনের অন্তিম সেশনে দাপট দেখিয়েছিলেন লোকেশ রাহুল, অভিমন্যু ঈশ্বরণ। রাহুল ম্যাচের দ্বিতীয় অর্ধশতরান করেন। ঈশ্বরণ সেখানে থেমেছিলেন ৮০ রানে। আজ সেই দাপট বজায় রাখলেন ভারতীয় ‘এ’ দলের লোয়ার অর্ডার। যার হাত ধরে লিড চারশো পেরিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত চা পানের বিরতিতে ৪১৭/৭ স্কোরে ইনিংসে ইতি টেনে দেয় ভারতীয় ‘এ’ দল। লিড দাঁড়ায় ৪৩৮। জবাবে ১১ ওভারে ইংল্যান্ড লায়ন্স দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২/৩ স্কোরে পৌঁছানোর পর ম্যাচে দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়। ২ উইকেট নেন অংশুল কম্বোজ। অন্যটি তুষার দেশপাণ্ডের।

ড্র ম্যাচে চতুর্থ দিনের নায়ক তনুষ কোটিয়ান। আট নম্বরে খেলতে নেমে ৯০ রানে অপরাজিত থাকেন। অবিচ্ছিন্ন অষ্টম উইকেটে পেসার-অলরাউন্ডার কম্বোজকে (অপরাজিত ৫১) নিয়ে ১৪৯ রান যোগ করেন। ৩৪ রান করেন শার্দুল ঠাকুরও। নীতীশ কুমার রেড্ডি ৪২। টানা তিন অর্ধশতরানের পর এদিন ধ্রুব জুরেল করেছেন ২৮ রান।

আজও জয় না পেলে চাপ বাড়বে ভারতের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ জুন : ভারত কি পারবে টানা তৃতীয়বার এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে? আর সেটা করতে হলে মঙ্গলবারের ম্যাচ জেতা অত্যন্ত জরুরি, এই কথাই বলছে মানোলো মার্কুয়েজের টিম ইন্ডিয়া।

গ্রুপ ‘সি’-তে এখন চার দল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। মঙ্গলবার অন্য ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর। এই দুই ম্যাচের পরেই হয়তো গ্রুপে দলগুলির অবস্থানে বদল আসবে। গ্রুপ থেকে একটিই দল যেহেতু যোগ্যতা অর্জন করবে, তাই এখন চার দলই মরিয়া। থাইল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ০-২ গোলে হেরে এলেও মানোলোর গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর, ‘আগের থেকে এবার আমাদের প্রস্তুতি অনেক ভালো হয়েছে। আগের ফিফা উইন্ডোর সময়ে আমরা প্রস্তুতির তেমন সুযোগ পাইনি। এবার কলকাতা, ব্যাংকক এবং এখানে এসেও বেশ কয়েকটা দিন পেলাম। ছেলেরা মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত।’ নিজের দল প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘টানা জিতলে দলের মধ্যে একটা চনমনে ভাব থাকে। সেটা হয়তো আমরা পাইনি। তবে সেটুকু বাদ দিলে চাঙ্গাই আছে সকলে।’ কোচের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে আসা চিঙ্গলেসানা সিংও বলেছেন, ‘আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ম্যাচের জন্য তৈরি।’ এই বছর এখনও পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলে মালদ্বীপের বিপক্ষে একটা প্রীতি ম্যাচ ছাড়া কোনও জয় নেই ভারতের। বাংলাদেশের বিপক্ষে ড্র আছে একটা। মানোলো এরপরেও বলছেন তিনি চিন্তিত নন এই সব নিয়ে, ‘প্রীতি ম্যাচে কী হয়েছে এটা নিয়ে কোনও কোচই ভাবে না। আমরা তাই হংকং ম্যাচেই ফোকাস করছি। তবে এটাও বলব, থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আমরা যা সুযোগ তৈরি করেছি তা কাজে লাগাতে পারলে ম্যাচের ফল অন্য হত।’ ভারতের সমস্যা এখন এটাই। স্ট্রাইকাররা গোল পাচ্ছেন না বলেই চাপ পড়ছে ডিফেন্সের উপর। আগের দিন সুনীল ছেত্রী দুইবার সুযোগ তৈরি করে দিলেও তিনি এখন আগের ছায়া। বরং পরে নেমে সুহেল আহমেদ বাট ও লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে বেশকিছু সুযোগ তৈরি করে নেন। এই ম্যাচেও এই দুইজনের পরে নামার সম্ভাবনাই প্রবল। সেই সুনীলকে সামনে রেখেই হয়তো দল নামাবেন মানোলো। ডিফেন্সেও চোটের জন্য শুভাশিস বসুর না থাকাটা বড় সমস্যা হতে পারে।

কাই তাক স্টেডিয়ামে মঙ্গলবারই প্রথম ম্যাচ খেলার হবে। যা খবর তাতে ৫০ হাজার টিকিটের সবটাই প্রায় নিঃশেষিত। সোমবার এই মাঠে এক ঘণ্টা অনুশীলনের সুযোগ পায় ভারতীয় দল। মাঠের এবং গ্যালারির ওই বিশাল জনতার সঙ্গে তাঁরা মানিয়ে নিতে চেষ্টা করবেন বলে জানান মানোলো, ‘যাই হোক না কেন, আমরা ম্যাচটা উপভোগ করতে চাই।’ এই স্টেডিয়ামে এবার প্রথম খেলবে হংকংও। দলের কোচ অ্যাসলে ওয়েস্টউড যেমন ফুটবলারদের কাছে পরিচিত তেমনি তাঁরও পরিষ্কার ধারণা আছে এদেশের ফুটবল সম্পর্কে। তিনি এদিন বলেছেন, ‘আমি যখন ভারতে যাই তার থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে ওদেশের ফুটবলের। আর এই কোচও খুব ভালো। আইএসএলে এবং এখন জাতীয় দলের হয়ে ভালো কাজ করছেন। তবে আমার দলও খুব তরতাজা অবস্থায় আছে। ভালো ফলের আশা করছি।’ এর আগে আফগানিস্তানের কোচ হিসাবে ভারতের বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে যাওয়ার রাস্তা তিনিই আটকে দেন গুয়াহাটিতে সুনীলদের হারিয়ে। এবারও তাই শুরু থেকেই সতর্ক ভারতীয় দল। কারণ না জিততে পারলে চাপ প্রবল হবে ভারতের।

এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন পর্বে আজ
হংকং বনাম ভারত
সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট
স্থান : কাই তাক স্টেডিয়াম
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

হংকং ম্যাচের প্রস্তুতিতে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে। সোমবার।

বিনা লড়াইয়ে সচিব হতে চলেছেন সৃঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুন : প্রত্যাশামতোই মোহনবাগানের পরবর্তী সচিব হতে চলেছেন সৃঞ্জয় বসু। ক্লাবে কোনও নির্বাচন সম্ভবত হচ্ছে না। দেবাশিস দত্ত ও সৃঞ্জয়ের মিলিত প্যানেলই মনোনয়পত্র জমা দেওয়ার শেষদিনে একযোগে মোট ২২ জনের নাম বিভিন্ন পদের জন্য জমা দিয়ে গত মাস দুয়েক ধরে চলা নির্বাচন নাটকের পরিসমাপ্তি করলেন।

সপ্তাহখানেক ধরেই রাজ্যের শাসকদলের মধ্যস্থতায় যে দুই পক্ষের এক হয়ে যাওয়ার কথাবার্তা হাওয়ায় ভাসছিল। দিন দুয়েক আগে যুযুধান দুই গোষ্ঠীর নেতা দেবাশিস ও সৃঞ্জয় সুর নরম করে এক হওয়ার ইঙ্গিত নিজেরাই দিয়ে দেন। এদিন তার যবনিকাপাত হল বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ। রাজ্যের শাসক দলের নির্দেশেই এই দুই তরফের ‘মিলিজুলি সরকার’ বলে বাতাসে খবর। বিকেল নাগাদ সদলবলে এসে দুই গোষ্ঠীর তরফে তৈরি হওয়া প্যানেল একসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের হাতে দেওয়া হয়। এদিন দুপুর থেকেই মোহনবাগান ক্লাব এবং সংলগ্ন অঞ্চল ঘিরে বিশাল সংখ্যায় আসা পুলিশি তৎপরতাও ছিল নজরে পড়ার মতো। প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ ক্লাবে চলে আসেন নির্বাচন পরিচালন কমিটির প্রধান অসীমকুমার রায়। ক্লাবে তাঁবুতে বাড়তে থাকে সদস্য-সমর্থকদের ভিড়ও। বিকেল ৪টা নাগাদ সৌমিক বসুকে সঙ্গী করে বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত এসে পৌঁছাতেই চাঞ্চল্য বাড়ে। এরপর সাড়ে ৪টায় সদলবলে ক্লাবে ঢোকেন সৃঞ্জয়। তিনি আসতেই প্রবল গর্জন ওঠে, ‘জয় মোহনবাগান, জয় সৃঞ্জয় বসু।’ এই সময়ে ক্লাবে ছিল থিকথিকে ভিড়। এরপর দুই পক্ষ এক হয়ে গ্যালারির নীচে মোহনবাগানের অফিসঘরে নির্বাচন পরিচালন কমিটির প্রধানের কাছে মনোনয়নপত্র জমা করতে যান। সৃঞ্জয়দের সঙ্গে যান বর্তমান কমিটির দুই সহ সভাপতি সৌমিক ও কুণাল ঘোষও। এরপর সৃঞ্জয় ও সৌমিককে সঙ্গে নিয়ে ক্লাব লনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন দেবাশিস। এদিন তিনি নিজে কোনও মনোনয়নপত্র জমা দেননি। তিনিই সভাপতি হতে চলেছেন, এদিন তাও প্রায় পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। তবে টুটু বসু মাথার উপর অভিভাবক হিসাবেই থাকবেন বলে জানান দেবাশিস। এদিন বাদ পড়াদের মধ্যে বর্তমান কোষাধ্যক্ষ উত্তম সাহা, সৃঞ্জয়ের প্রচার সঙ্গী শিশির ঘোষ এবং ছায়াসঙ্গী একদা ক্লাবের ম্যানেজার হিসাবে অতিপরিচিত সঞ্জয় ঘোষের নাম লক্ষণীয়। তিনি সিপিএম-এর একনিষ্ঠ কর্মী বলেই বাদ দিতে বাধ্য করা হল বলে গুঞ্জন। তেমনি আবার বিজেপি নেতা কল্যাণ চৌবের স্ত্রী সোহিনী মিত্র চৌবের ঢুকে পড়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সৃঞ্জয় ছাড়া যাঁরা বিভিন্ন পদে মনোনয়নপত্র দিলেন- সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় (সহসচিব), সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ), সুরজিৎ বসু (অর্থ সচিব), শাশ্বত বসু (মাঠ), স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (ফুটবল), পিন্টু বিশ্বাস (অ্যাথলেটিক্স), শ্যামল মিত্র (হকি), সিদ্ধার্থ রায় (টেনিস), সম্রাট ভৌমিক (ক্রিকেট), শিলটন পাল (ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট)। কার্যনিবাহী সমিতির বাকি সদস্যরা হলেন- সোহিনী, দেবজ্যোতি বসু, মুকুল সিনহা, সোমেশ্বর বাগুই, কাশীনাথ দাস, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত ঘোষ, রঞ্জন বসু, পার্থজিৎ দাস, সঞ্জয় মজুমদার ও অনুপম সাহু। এর বাইরে আরও দুই-একটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মোহনবাগানে সাংবাদিক সম্মেলনে সৃঞ্জয় বসু ও দেবাশিস দত্ত।

ছবি : ডি মণ্ডল

বাগানে মধুরেণ সমাপয়েৎ

স্টেডিয়াম সরানোর ভাবনা

এবার আদালতে যাচ্ছে আরসিবি

বেঙ্গালুরু, ৯ জুন : বেঙ্গালুরু পুলিশের দায়ের করা ক্রিমিন্যাল কেসের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কর্ণাটক হাইকোর্টে পালটা আর্জি জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইপিএল জয়ীরা। বিজয়োৎসব ঘিরে ৪ জুন পদপিষ্টের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ঘটনায় ১১ জন মারা যান। আহত হন ৪০ জনের বেশি।

ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় কুবন পার্ক পুলিশ স্টেশনে আরসিবি, ইভেন্ট ম্যানেজার ডিএনএ এন্টারটেইনমেন্ট, কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার (কেএসসিএ) বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। ঘটনার তদন্তের ভার তুলে নিয়েছে ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট। গ্রেপ্তার হয়েছেন আরসিবি-র মার্কেটিং প্রধান নিখিল সোসালে। গ্রেপ্তারি নিয়ে সাময়িক রক্ষাকবচ আদায় করে নিয়েছে কেএসসিএ। সেই পথে এবার আরসিবি আধিকারিকরা।

এদিকে, এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামকে ঘিরে মর্মান্তিক ঘটনার জেরে ক্রিকেট স্টেডিয়ামকেই শহরের বাইরে সরানোর কথা ভাবছে কর্ণাটক সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। বেঙ্গালুরুর শহরে প্রায় মূলকেন্দ্রে চিন্নাস্বামী। ফলে এই ধরনের ঘটনা আগামী দিনে ঘটার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এক প্রশ্নের উত্তরে সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি কোনও সরকারই চাইবে না। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই মর্মাহত। বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এমনকি ক্রিকেট স্টেডিয়াম অন্যত্র সরানোর কথাও ভাবা হচ্ছে।

অর্ধশতরান পৃথ্বীর

মুম্বই, ৯ জুন : পৃথ্বী শ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছেন অধিনায়ক হিসেবে, টেস্ট অভিষেকে করেছেন শতরান, আইপিএলের প্রথম মরশুমে এক ওভারে মেরেছেন ছয়টা চার। অথচ গত কয়েক মরশুম থেকে চলে গিয়েছেন কার্যত বাতিলের খাতায়।

অবশেষে জ্বলে উঠল পৃথ্বীর ব্যাট। মুম্বই টি২০ লিগে রবিবার ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ট্রাম্ফ নাইটস মুম্বই নর্থ ইস্টের সঙ্গে খেলায় ওপেন করতে নেমে ৩৪ বলে ৭৫ রান করেন নর্থ মুম্বই প্যান্থার্সের অধিনায়ক পৃথ্বী। শেষমেশ তাঁর ব্যাটেই ৬ উইকেটে ২০৭ রানে পৌঁছায় প্যান্থার্স। এরপর প্রতিপক্ষকে ৩৮ রানে হারালেও পৃথ্বীর দল আগেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ায় এই ফলাফল বিশেষ কাজে আসেনি। তবে পৃথ্বীর এই পারফরমেন্সের পর তাঁর প্রত্যাবর্তনের আশা করছেন অনেকেই।

আইসিসি হল অফ ফেমে ধোনি

লন্ডন, ৯ জুন : ১৬ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ার। নামের পাশে ৫৩৮ আন্তর্জাতিক ম্যাচে ১৭২৬৬ রান। ৮২৯ শিকার। ক্যাবিনেটে তিনটি আইসিসি ট্রফির সঙ্গে ভারতের সফলতম অধিনায়কের তকমা। যার জন্য এবার আইসিসি-র ‘হল অফ ফেমে’ জায়গা হতে চলেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির। সোমবার লন্ডনে আইসিসি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। নাম ‘আ ডে উইথ দ্য লেজেন্ডস।’ সেখানে ধোনি সহ সাতজন লেজেন্ডসের নাম ঘোষণা করা হয়। ধোনি ছাড়াও পুরুষ ক্রিকেটারদের মধ্যে ম্যাথু হেডেন, গ্রেম স্মিথ, হাসিম আমলা ও ড্যানিয়েল ভেত্তোরিকে অনন্য সম্মান জানাচ্ছে আইসিসি। ধোনি বলেছেন, ‘আইসিসি-র হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়া সম্মানের। এর অর্থ আমার নাম সর্বকালের সেরাদের সঙ্গে উচ্চারিত হবে। এই অনুভূতি সারাজীবন মনে থাকবে।’

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
AUCTION NOTICE
This informs the general public that 29,820 Kg of Areca Nut/Betal Nut dried seized in c/w with Naxalbari PS Case No. 239/24 dated 06.10.2024 u/s 303(2)/317(2)/317(5)/3(5) BNS adding sec. 318(4)/336(3)/340(2) BNS of the Naxalbari Police Station. Auction will be held on 16.06.25 at 11.30 hrs as per the Court Order. Interested buyers are hereby informed to attend the auction by attending the same.
Auction date : 16.06.2025 at 11.00 hrs
Venue : Naxalbari Police Station, Darjeeling
For terms & condition kindly visit www.darjeelingpolice.wb.gov.in
Sd/-
Superintendent of Police
Darjeeling

উত্তরবঙ্গ কাবাডি ১৪-তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ জুন : পশ্চিমবঙ্গ কাবাডি সংস্থার সহযোগিতায় মহকুমা কাবাডি সংস্থা উত্তরবঙ্গ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ ১৪ ও ১৫ জুন আয়োজন করবে। মহকুমা কাবাডি সংস্থার সচিব নান্টু পাল, অন্যতম কর্মকর্তা অভিজিৎ পালচৌধুরী এই খবর দিয়ে ঘোষণা করেছেন, চ্যাম্পিয়ন দল পাবে মনমোহন পাল ট্রফি। রানার্সদের জন্য থাকছে অসিত পণ্ডিত ট্রফি। উত্তরবঙ্গের ৮টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। ছেলেদের দিনরাতের এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৪ তারিখ দুপুর ২টায়। সেই মঞ্চেই সংবর্ধনা দেওয়া হবে প্রো-কাবাডিতে শিলিগুড়ি থেকে অফিশিয়ালের দায়িত্বপালন করা পপি দালাল, জাপানে খেলে আসা শিলিগুড়ির মেয়েদের কাবাডি দলকে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন ফারিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 81D 66651 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি! এটা সত্যিই স্বপ্ন পূরণের মতো। আমার মতো সাধারণ মানুষের জীবন পরিবর্তনের একটি বাস্তব সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনি যেই হোন না কেন, এই লটারি সবাইকে সমান সুযোগ দেয়।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

হারিয়ানা, ফারিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা লিতা পান্ডে - কে 23.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে রাজ্যসেরা শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের দুইদিনের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে তারা ৫১ রানে হারিয়েছে মেদিনীপুরকে। টসে হেরে শিলিগুড়ি ৭৫ ওভারে ২৪৪ রানে অল আউট হয়। অধিনায়ক আকাশ তরফদার (৫৬) ও দিব্যাংশ সেন (৫৫) অর্ধশতরান করেছে। ভালো রান পেয়েছে যুবরাজ সিং (৪৭) ও রোশন শা (৩৪)। জবাবে মেদিনীপুর ৫১.১ ওভারে ১৯৩ রানে সব উইকেট হারায়। মৈনাক দে ৩৫ রানে নিয়েছে ৪ উইকেট। দুইটি করে উইকেট গিয়েছে আকাশ (২৮/২) ও যুবরাজের (৩৭/২) দখলে।

চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি দলকে অভিনন্দন জানিয়ে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী বলেছেন, ‘এবারই প্রথম শিলিগুড়ি সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ দুইদিনের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল। তবে চ্যাম্পিয়ন দলকে এখনই একসঙ্গে পাচ্ছি না আমরা। এই দলের অনেক সদস্য অনূর্ধ্ব-১৮ স্কোয়াডেও রয়েছে। গোটা দলকে একসঙ্গে পেলেই আমরা সংবর্ধনা দেব।’ চ্যাম্পিয়ন দলকে অভিনন্দন জানিয়ে সংবর্ধনার কথা ঘোষণা করেছেন শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্যও। খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব দিয়ে ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্তমজুমদার বলেছেন, ‘প্লেয়াররা না থাকলে চেয়ারের গুরুত্ব থাকে না। এই অসাধারণ পারফরমেন্সের মাধ্যমে শিলিগুড়িকে গর্বিত করার জন্য গোটা দলকে ধন্যবাদ।’ বর্তমানে দায়িত্বে না থাকলেও মনোজ ভার্মা ক্রিকেট সচিব থাকার সময়ই শিলিগুড়ি দল ফাইনালে পৌঁছেছিল। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আবেগ মেখে তিনি বলেছেন, ‘খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোচ আক্রাম রাজাকেও এই অসাধারণ সাফল্যের কৃতিত্ব দিতে হবে। ফাইনাল বাদে গোটা প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৫ দলের ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকা সৌম্যদীপ রায়েরও এই সাফল্যে কৃতিত্ব প্রাপ্য।’

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত শিলিগুড়ির ক্রিকেটাররা।

পিছিয়ে পড়ে জয় বান্ধবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার গ্রুপ ‘এ’-তে বান্ধব সংঘ ৪-১ গোলে জিতেছে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১৪ মিনিটে মণীশ কাছুয়ার গোলে স্পোর্টিং এগিয়ে যায়। তবে পরে শুভম তামাং, প্রথম রানা, গৌরব তামাং ও সৌমিত বর্মনের গোলে বান্ধব জয় নিশ্চিত করে। ম্যাচের সেরা হয়ে গৌরব পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। মঙ্গলবার গ্রুপ ‘বি’-তে খেলবে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব।

ম্যাচের সেরা বান্ধব সংঘের গৌরব তামাং।

জিতল দাদাভাই, পতিরাম অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ জুন : সবুজের অভিযানের অনূর্ধ্ব-১৮ সামার ভ্যাকেশন চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেটে সোমবার দাদাভাই ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৫ উইকেটে হারিয়েছে জাগরণী ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। প্রথমে জাগরণী ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৭ রান করে। রণদীপ রায় রেখে এসেছে ৩১ রান। জবাবে দাদাভাই ১৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৮ রান তুলে নেয়। আশুতোষ ৪৪ ও স্নেহময় সরকার ৩৩ রান করে।

পতিরাম ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭১ রানে জিতেছে জাগরণীর বিরুদ্ধে। প্রথমে পতিরাম ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২১১ রান করে। মুনিব ৮৪ ও জিৎ সিংহরায় ৫৫ রান করেছে। জবাবে জাগরণী ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪০ রানে আটকে যায়। তৃষাণের অবদান ৩২ রান।